পোড়ামাটির জোড়া হাঁস

আল মাহমুদ

পোড়ামাটির জোড়া হাঁস

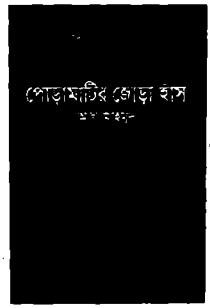

আল মাহমুদ

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

পোড়ামাটির জোড়া হাঁস

আল মাহমুদ

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

জানুয়ারি ২০১৩

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ

ধ্রুবএষ

মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১৬৩৮৮৫

PORAMATIR JORAHANS Written by **All Mahmud**, Published by S.M. Raisuddin, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. Niaz Mangil, 922 Jubilee Road, Chittagong and 125, Motijheel Commercial Area, Motijheel, Dhaka-1000.

Price :200.00 Only. US$. 6 **ISBN- 984-70241-0056**

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আল মাহমুদ- কবি। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ও মৌলিক কবিকণ্ঠ আল মাহমুদ। একথা বাংলাভাষী পাঠক মাত্রেই জানেন। তারা এও জানেন যে, আল মাহমুদ গদ্যও লিখেন। কেবল লেখেন না; তিনি বাংলা গদ্যের অন্যতম সৃজনশীল লেখক। কথাশিল্পেও তাঁর স্বাতন্ত্র শিল্পমন্ডিত। সোজা কথা- আল মাহমুদ কেবল প্রধান কবি নন; সেরা গদ্যশিল্পী এবং সেরা কথাকোবিদও বটে। তাঁর গদ্যশৈলীর প্রকরণ ও স্বচ্ছসলিলা প্রবাহের পরিচয় পাঠক ইতোপূর্বে পেয়েছেন- যেভাবে বেড়ে উঠি, আগুনের মেয়ে. ময়ূরীর মুখ, প্রবন্ধগ্রন্থ দিনযাপন, পান কৌড়ির রক্ত, ডাহুকী, কবির আত্ম-বিশ্বাস, নিশিন্দানারী, মরু মুষিকের উপত্যকা, গল্পগ্রন্থ গন্ধবণিক, প্রবন্ধ-কলাম নারীনিগ্রহ, উপন্যাস কাবিলের বোন, পুরুষ সুন্দর, উপমহাদেশ, সৌরভের ক্রাছে পরাজিত, নদীর সতীন ও যে পারো ভুলিয়ে দাও প্রভৃতি প্রবন্ধ-গল্প-উপন্যাসে। গল্পসংকলন পানকৌড়ির রক্ত, উপন্যাস নিশিন্দা নারী, কাবিলের বোন এবং উপমহাদেশ, আল মাহমুদকে দিয়েছে অতুলনীয় কথাশিল্পীর ন্যায্য খ্যাতি। তাঁর কথাশিল্পের সর্বশেষ নিদর্শন 'পোড়া মাটির জোড়া হাঁস' উপন্যাস।

'পোড়া মাটির জোড়া হাঁস'- শব্দবন্ধ শুনলেই মনের কোণে কেমন যেন একটা সংগীতময় ধ্বনির অনুকরণ টের পাওয়া যায়। সম্ভবত 'পোড়া' ও 'জোড়া' শব্দদ্বয়ের অনুপ্রাস এবং 'মাটির' শব্দটার 'র'- এর শ্রুত্যানুপ্রাসই সাঙ্গিতিক ধ্বনিব্যঞ্জনার হেতু। ব্যাপ্যারটা শধুই তা নয়। উপন্যাসের গভীরে গেলে পাঠক উপলব্ধি করে থাকবেন গ্রন্থের নামরহস্য। অনুভব করে থাকবেন নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক প্রেম এবং পুরুষপরমের মানবিক হৃদয়লীলা। অমনোযোগী পাঠক হয়তো হোঁচট খাবেন। হয়তো চট করেই খোঁজে পাবেন না 'পোড়া মাটির জোড়া হাঁস'- এর গল্পের প্লট বা আখ্যানভাগ। আর আমাদের বিশ্বাস- পাঠক যতই অগ্রসর হবেন, যতই গভীরে যাবেন- ততই 'পোড়া মাটির জোড়া হাঁস'-এর সাথে নিজের অজান্তেই জোড়া লেগে যাবেন। জুড়ে যাবেন। না; কেবল কাব্যিক ভাষার যাদু ও মধুর জন্যে নয়। অন্তহীন নারী এবং অন্তহীন পুরুষের রূপক পল্লবী ও আনন্দের দ্বন্দ্বে। এ দ্বন্দ্ব মিলন ও বিচ্ছেদের। বাবুই পাখির বাসা বুনোনোর মতো আল মাহমুদের শব্দ, বাক্য ও গল্পের গাঁথুনিতে এ দ্বন্দ্ব হয়ে উঠেছে একসাথে নৈকট্যের ও দূরত্বের। পাওয়া ও না পাওয়ার। সম্ভাবনা ও আশাহকার আনন্দ কবি। পল্লবীও কবিপ্রার্থী। পুরুষ প্রত্যাশী এক চিরযৌবনা নারী। আনন্দের ভয় যদি নারীর সংসর্গে তাঁর সাধনার সিদ্ধি না হয়। তাই সে পল্লবীকে আছে পেয়েও বুকে পেতে দ্বি-ধান্বিত। শ্বাশ্বত নারীর আকুতি নিয়ে পল্লবী কেবল প্রতীক্ষাকাতর। পল্লবী আনন্দকে নিবিড় নৈকট্যে বুঝাতে চায় নারী

www.pathagar.com

কেবল কাঁটা নয়। সৃষ্টির সৌন্দর্য ও সুরভীও বটে। না, আনন্দের দ্বিধা তবু কাটে না। এ ভাবেই দ্বৈরথ টানাপোড়েনে গল্প এগিয়ে চলে।

গল্প প্রবাহে নাটকীয় শীর্ষসংকট নিয়ে আসে তৃতীয় সত্তা দ্বিতীয় নারী বনলতা। কায়িকশ্রমের উপযুক্ত। ভরাট গতর এবং কামভাবে ভরপুর কিষাণী বনলতা বাংলার এক সাধারণ কৃষককন্যা। উর্বরা জমিন ও স্বপ্নফসলের মায়াবী মাঠের অমায়িক রূপক বনলতা। বনলতা পল্লবীর মনেও জাগিয়ে তুলে নারীসুলভ হিংসা। কবি আনন্দ বনলতার ভরাট দেহ ও সুডৌল্য বাহুর স্পর্শে স্বশরীরে অনুভব করে বিদ্যুৎতরঙ্গ। এক নতুন শংকটসঙ্গমে অন্যরকম জঙ্গমতা পায় উপন্যাসের কাহিনী। বনলতার মাতৃত্ব আর পল্লবীর আনন্দলীন সখিত্ব- নদীর দুই তীরের মতো অনিঃশেষ সমান্তরাল পরিবেশ সৃষ্টি করে। গল্পকার আল মাহমুদ এভাবেই উপন্যাসের তামাম শোধ করেন। গায়ের জোরে নয়; গল্পের জেরে। আনন্দ পল্লবী বনলতার গল্প গত-অনাগত যুবক-যুবতীর সনাতন সম্পর্কের গল্প। আদতে এ গল্পের শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথের শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বরবে' গানের বাণীর মতোই গল্পের শেষটা। হয়তো কখনো শেষের কবিতার অমিত ও লাবণ্যের কথা পাঠকের মনে পড়ে থাকবে। আল মাহমুদ তো রবীন্দ্রনাথ নন। আনন্দও অমিত নন। পল্লবী নয় লাবণ্য। সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের ও মেজাজের গল্পের ও চরিত্রের আয়োজন 'পোড়া মাটির জোড়া হাঁস'। বরঞ্চ সচেতন পাঠক নিশ্চয় খেয়াল করে থাকবেন- ধর্মতত্ত্বের সৃজনরহস্য। পবিত্র কোরানের 'আর রাহমান' সূরায় কথিক 'খালাকাল ইনসানা মিন সালসালিন কালফাখখার'- স্রষ্টা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুকনো মাটি দিয়ে- বাণীটি পাঠককে দোলা দিয়ে থাকবে। জোড়াহাঁস ভালবাসার প্রতীক। পোড়া মাটির জোড়া হাঁস- আদতে আদম-হাওয়া নির্বিশেষে নরনারীর রূপক। এক অসাধারণ কাব্যিক দ্যোতনা ও চিত্রকল্পের নাম 'পোড়া মাটির জোড়া হাঁস'। সাতাত্তর বছর বয়সী তরুণ আল মাহমুদের এ উপন্যাস প্রকাশ করতে পেরে 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ' আনন্দিত। আমরা বিশ্বাস করি পাঠক সাধারণের বই পড়ার অন্যরকম আনন্দস্মৃতি হয়ে থাকবে 'পোড়া মাটির জোড়া হাঁস'।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মরহুমা সৈয়দা নাদিরা
মাহমুদ।

www.pathagar.com

হাজার হাজার বছর ধরে এ দেশের মাটিতে মিশে আছে কত চারণকবি, উদাসীন বাউল ও গীতিকবিদের অস্থি। অকস্মাৎ অতীতের কোনো এক যুগে জন্ম নিয়েছে কবির প্রাণপাখি। কাল ফুরিয়ে গেলে কালেরই ঘূর্ণিপাকে হারিয়ে গেছে ওই সব শীতল-গীতল গানের ধ্বনি, প্রাণের আকুলতা। আজ আমরা এই মাটির ওপর কত বৃক্ষের শোভা দেখতে পাই। বাতাস বয়ে যাচ্ছে বৃক্ষের পাতা জড়িয়ে। গার ছড়িয়ে পড়েছে কোনো সুধার গানের পঙ্‌ক্তি। যেন মাটির ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে একতারার তরঙ্গায়িত ঝঙ্কার। এসব কবির আত্মা আজ বাতাসে মিলিয়ে গেলেও তার শিহরণ আমরা এখনো অনুভব করি। বিস্মৃতপ্রায় অতীতের অন্ধকার থেকে পদশব্দ তুলে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে কত কত শব্দ। এমনই এক কবির কথা আমার কল্পনাশক্তি দিয়ে এখানে তুলে ধরতে চাই। একে কোনো কাহিনী না বলে রূপকথা বলাই সঙ্গত মনে করি।

কবির নাম আনন্দ। সদ্য যৌবনে পা দিয়ে প্রাণের উন্মাদনায় তার সমগ্র সত্তা যেন থর থর কাঁপছে। হাতে একটি তারের যন্ত্র। মৃদু ঝঙ্কার তুলে বেরিয়ে আসছে প্রাণের গীতলতা। তার প্রতিটি উচ্চারণে যেন মোহ সৃষ্টিকারী মায়াবী মন্ত্রের উচ্চারণ। ঝঙ্কারে কাঁপছে ঝিল্লিমুখর এক সন্ধ্যার বিবরণ। তার আঙুলের টানে স্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রেমের ধ্বনিতরঙ্গ। যেন ভালোবাসার অর্চনাযন্ত্র কেউ সঙ্গীতে শিহরিত করে তুলছে চার দিকে। প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে প্রেমের বন্দনা। নাচের রহস্যের হাতছানি দিয়ে ডাকছে তারার তরঙ্গায়িত আকাশকে।

সব কিছুই সুন্দর ও প্রেমের পরাক্রমে নৃত্যরত। এই নাচের ঘূর্ণনের মধ্যে তন্ময় হয়ে চোখ মুদে বসে আছে আনন্দ। সহসা এক তারার টুংটাং ধ্বনি আঙুলের ডগায় কাঁপন তুলে বলে উঠল– কী গান গাহিব আমি এই প্রকৃতির পরাক্রম তুচ্ছ করে; সেই শক্তি কি আমার আছে? শুধু বলতে চাই সব কিছু ভালোবাসি। এ দেশের মাটি-মানুষ-প্রকৃতি নিশ্চয়ই সব কিছুর মধ্যে আমার নামের মতো আনন্দ মিশে আছে। আমি আনন্দ, আমি

www.pathagar.com

উল্লাস। আমার হৃদয়তরঙ্গের মতো এ দেশের মাটিতে অকস্মাৎ করি বসবাস।

গান গাই প্রেমের কাঁপুনি তুলে। আকাশ-বাতাসে, মাটিতে ঝরে পড়ুক প্রকৃতির দয়ামায়া। আমি মন্ত্রের মতো গেয়ে উঠি পঙ্‌ক্তির তরঙ্গ। পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি বেরিয়ে আসুক আমার ভেতর থেকে। কোথায় দেবতাগণ? আমাকে আশীর্বাদ করুন। আমি আনন্দ, আনন্দ ছাড়া আর কিছু নই। --- হঠাৎ দেহভঙ্গিতে বিনম্র তরঙ্গ তুলে মোচড় দিয়ে এক ধ্বনিতরঙ্গ আবৃত্তি করতে লাগল অনন্দ। গাইতে লাগল সমিল পদ্যের পঙ্‌ক্তিমালা। এ সময় পাতার আড়াল থেকে এক যুবতী বেরিয়ে এসে আনন্দের সামনে বসে পড়ল। এতে আনন্দের মুখে হাসি থাকলেও সে বিব্রত হয়ে বলল, কবিতার আসরে পঙ্‌ক্তি রচনায় বাধা দিতে এসেছ? আমি তো প্রকৃতির আরাধনা সবে শুরু করেছি। কোথা থেকে তোমার উদয় হলো?

যুবতীটি হাসল,– ভালো করে তাকিয়ে দেখো তুমি যার আরাধনা করছ আমি সেই প্রকৃতি। আমার নামও তোমার গানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তুমি তো কোনো দিন জিজ্ঞেস করোনি আমার নাম। আমি পেলাম কোথায়? জননীর গর্ভ থেকে নির্গত হওয়ামাত্র আমার জনক-জননী আমার নাম রেখেছিলেন পল্লবী। আমি পাতার মতো হালকা ও শিশিরের মতো সিক্ত। আমি নম্র, আমি সুগন্ধি, সুগন্ধি কোনো সুবাসিত মৃগনাভির মতো। তোমার সামনে হাজির। তোমার নাসিকায় আমার গন্ধ কি টের পাও না আনন্দ? তুমি তো তোমার নামের মতোই কেবল আনন্দ। আমাকে নিরানন্দ কোরো না। আমি প্রকৃতি। আমি পল্লবী। বায়ুভরে শিহরিত কম্পিত তোমার চরণে অবনতা। কেন, কেন আমাকে দূর করে দিতে চাও?

আনন্দ হাসল, তুমি পল্লবী। কিন্তু আমার পঙ্‌ক্তি রচনায় প্রধান বাধা। তোমার সংস্পর্শে আমি এতটাই অভিভূত যে বাক্য রচনার শক্তি হারিয়ে ফেলি। এ অবস্থায় তুমি থাকলে আমার সাধনায়, আমার শক্তিতে, আমার পঙ্‌ক্তি রচনায় বাধা সৃষ্টি হয়। তুমি বাধা।

শব্দ তুলে হাসল পল্লবী। আমি যদি বাধা হই, তাহলে এ দেশের প্রান্তরে প্রান্তরে বাগানে আর কোনো পুষ্প প্রস্ফুটিত হবে না। আমি বাধা নই। মনে রেখো আমি রাধা। যদিও আমি পল্লবী। আমার অন্য নাম প্রেম। তুমি যেমন আনন্দ ছাড়া আর কিছু নও। আমিও প্রেম ছাড়া আর কিছু নই।–

www.pathagar.com

আমাকে আলিঙ্গন করো, আমাকে সোহাগ করো, আমি তোমাকে পূর্ণ করে তুলব।

হায় প্রভু, তুমি আগুনের মতো সুন্দরী রূপবতী অথচ আমার সর্বকর্মে অর্চনায় প্রবল বাধা ছাড়া আর কিছু নও। এখন আমি কী করব।

কেন? আমাকে আলিঙ্গন করো। একটা খিলখিল হাসির শব্দে স্থানটি মুখরিত হলো। আনন্দও হাসল তবে বিমর্ষ হাসি। তুমি আমার পশ্চাৎ ধাবন করে সর্বত্র যাতায়াত করছ। আমার অর্চনায়, সাধনায় বাধা দিচ্ছো। তুমি কি বুঝতে পারছ না আমি পঙ্‌ক্তি রচনা করতে চাই। মিল চাই, ছন্দ চাই, চাই ধ্বনিতরঙ্গ। তুমি থাকলে আমার সব কিছুতেই কেমন একটা তাল ভঙ্গ হয়ে যায়। তুমি যুবতী, সুন্দরী-সুহাসিনী। তাই তোমাকে বিশ্বাস করলে কবির মন্ত্র কেবল নিরর্থক পর্যবসিত হয়। আমাকে ছন্দের অবকাশ দাও, আমি গীত রচনা করি।

আবার হাসল পল্লবী। আমি কি বাধা? আমি তো বাধা নই। আমি তোমার মধ্যে তরঙ্গায়িত হতে এসেছি। তুমি দেখবে আমিই ছন্দ, আমি বন্দ্য, শত শত কবির বন্দনার বীজমন্ত্র। আমাকে ছাড়া কোনো কবি সার্থক মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেনি। অথচ তুমি মনে করো আমি কেবল বাধা, আমি কেবল প্রতিবন্ধকতা। তোমার চোখ থাকলে দেখতে আমি বাধা নই, আমি সুগন্ধি পুষ্প। আমি সুরভিত বায়ুর গুঞ্জন। তোমার কি প্রাণশক্তি নেই? আমাকে গ্রহণ করো। তোমার অন্তর সজীব ও সুরভিতে অভিসিক্ত হবে। কেন আমাকে প্রত্যাখ্যান করছ? আমি তো তোমার পঙ্‌ক্তি রচনায় কোনো বাধা দান করি না।

তুমি বুঝতে পারছ না যুবতী। তুমি থাকলে কোনো কবিই ছন্দোবদ্ধ পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ করতে পারে না। পরাভূত হয়ে যায়। কারণ তোমার শরীরে কামের গন্ধ। লালসার বাণী। তার ওপর তুমি অপরূপ সুন্দরী শ্রেষ্ঠা। কবিদের জন্য তুমি মোহ সৃষ্টিকারিণী। আমি এখন রচনা করতে চাই। সৃষ্টি করতে চাই। তুমি থাকলে অনাসৃষ্টি হয়। তুমি সর্বপ্রকার সৃজনরীতিতে প্রতিবন্ধক।

পল্লবী প্রতিবাদ করে উঠল। না, আমি কোনো বাধা নই; আমি ছন্দ, আমি গন্ধ। আমাকে মন্দ বলে যে, তার দৃষ্টিশক্তি বহুদূর প্রসারী নয়। আমি তরঙ্গিনী, আমি সব কিছুকে স্থানচ্যুত করি। কত কবি আমাকে পাওয়ার জন্য পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আমি একজনকেই ধরা দিয়েছি তার

www.pathagar.com

নাম আনন্দ। হে আনন্দ, আমি পল্লবী, আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে তোমার কবিত্ব শক্তি সার্থক হবে না।

আমি তো তোমাকে প্রত্যাখ্যান করছি না যুবতী। কিন্তু তোমার উপস্থিতি কোনোভাবেই সৃষ্টিকর্মের সহায়ক নয়। তোমার মধ্যে এক আকর্ষণ আমাকে বিহ্বল করে তোলে। আমি চাই কাব্যের অবকাশ। গীত রচনার স্ফূর্তি। ধ্বনিতরঙ্গের শিহরণ। এসব কথা বোঝার সাধ্য তোমার নেই যুবতী। তোমাকে দেখলে আমার বুকের ভেতর পাওয়ার আনন্দ লেলিহান হয়ে ওঠে। অথচ পাওয়ার নাম পরিতৃপ্তি। পরিতৃপ্তি কখনো কবিকে সাহায্য করে না। আত্মতৃপ্তি হলে কবির আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হয়। অথচ অতৃপ্তি কাব্যের সহায়ক। আমি যা বলছি, আমার আগে শত শত কবি একই বাণী বলে গেছেন নারীদের উদ্দেশ করে। তুমি নারী, দু'ধারী তরবারি। আমার জন্য তোমার প্রয়োজন থাকলেও তোমাকে পেলে আমি পরাভূত হয়ে যাবো। কবির পরাক্রম আজ প্রকাশিত, প্রসারিত, দিগন্ত বিস্তৃত হবে না। তুমি বুঝতে পারছ না যুবতী। প্রকৃতপক্ষে তুমি কবির জন্য প্রতিবন্ধক, বাধা; ছন্দ সৃষ্টিতে নীরবতা দরকার। তুমি এলে আমি মুখরিত হয়ে পড়ি। আমার রসনা জলে সিক্ত হয়ে যায়। শুধু পেতে চাই। এই অবস্থাটি কাব্যের সহায়ক নয়; বরং অতৃপ্তিই সৃষ্টির সহায়ক।

মেয়েটি খিলখিল করে হাসল, আমি যদি এতটাই প্রত্যাখ্যানের যোগ্য হয়ে থাকি, তাহলে এ দেশের শত শত কবির কলম কদর্য পঙ্‌ক্তি সৃষ্টিতে এলোমেলো হয়ে যাবে। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু আমাকে প্রত্যাখ্যান করে বারবার ফিরিয়ে দিলে চতুর্দিকে বন্ধ্যাত্ব নেমে আসবে। গাছের পাতা ঝরে যাবে। বৃক্ষে আর পাখি বসবে না। বসন্তে কোকিল ডাকবে না। কোথাও শোনা যাবে না একটি কুহুধ্বনি। কেন বুঝতে পার না আমি ছাড়া তোমার সৃজনক্ষমতা প্রান্তরের রোদনে পর্যবসিত হবে। কেবল বিলাপ আর বিলাপ। কান্না কোনো কবিরই রচনায় সহায়ক নয়। তুমি কি আমাকে ভালো করে দেখো না। আমি শুধু কামকে জাগাই না। কামের মধ্যেই আমার কেশ কুঞ্চিত হয়। হাওয়ায় হাওয়ায় সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে, সুগন্ধি বায়ু প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এ জন্যই আমার নাম পল্লবী। যে আমাকে অস্বীকার করে তার কাব্যশক্তি স্ফূর্তি পায় না। আমাকে প্রত্যাখ্যানে কবিরা ছন্দ ভুলে যায়। গন্ধ বাতাসে ছড়ায় না।

www.pathagar.com

আমি যেখানে থাকি সেখানে বায়ু সুরভিত হয়। কস্তুরির গন্ধের মতো আমি কামের কারণ হয়ে যাই। আর কাম ছাড়া কাব্যের সার্থকতা কী? আমাকে বলো হে আনন্দ। আমি কি কোনোভাবেই কোনো কবির প্রত্যাখ্যানের কারণ হতে পারি?

আনন্দ হেসে তারযন্ত্রটি হাতে নিয়ে বাজাতে লাগল। মৃদু টুংটাং ধ্বনিতে প্রকৃতি কেঁপে উঠল। পল্লবী শিহরিত হয়ে হাসতে লাগল। বলল, এই তো তুমি, আনন্দ এই তো তুমি। তোমাকে আমি অর্চনা করি। আমি তোমার বন্দনা গীত গেয়ে সমস্ত প্রকৃতিকে শিহরিত করি। আমি জাগাই এবং উদ্বুদ্ধ করি। যে আমাকে যানে না তাকে জগৎ প্রত্যাখ্যান করে। সে বন্ধ্যা হয়ে যায়। আমি সঙ্গীতে সহায়ক। আমি এ দেশের প্রত্যেক গীতিকবির অন্তরের মন্ত্র। আমি মন্ত্র, আমি হাসিখুশি আনন্দ, আনন্দের উচ্ছল তরঙ্গ। প্রত্যেক কবির আশ্রয়, দাম, আওয়াজ। আমি না হলে সব কিছুই ঝরাপাতা। আমি নর্তকীদের নাচের ঝঙ্কার, আমাকে অস্বীকার করে কারো কোনো মুক্তি ঘটেনি। তুমি এ কাজ করতে যেও না। আমি নারী, আমি যুবতী, সুরভি ও লাবণ্যময়ী এবং চিরকাল তোমার ছায়ার সঙ্গিনী।

আনন্দ বিমর্ষ হলো। কিন্তু মুখে তার এক বিষাদমাখা হাসির তরঙ্গ ছড়িয়ে আছে। সবই মানলাম, তবুও একটা সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না। সেটা হলো, তুমি থাকলে আর পঙ্‌ক্তি রচনায় পরাক্রম হতে পারি না।

পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। শুধু আমাকে একবার আলিঙ্গন করো আনন্দ। বলামাত্রই আনন্দ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পিছিয়ে যেতে লাগল। তার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো– না, না, নারী। তুমি আমার সর্বনাশ কোরো না। আমি পেলেই পরিতৃপ্ত হয়ে যাবো এবং তৃপ্তি আমার মধ্যে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করবে। আমি স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যের উপাসক। আর কবিতার জন্য চাই নিঃসঙ্গ আরাধনা।

দেখো নারী, আমি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির আরাধনাকারী এক কবি মাত্র। আমি এখন প্রাকৃতিক শোভায় স্বতঃস্ফূর্ত। কাব্য রচনার তাগিদ অনুভব করলেও তোমার উপস্থিতিতে আমার মধ্যে অমনোযোগ ও আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। আমি বলি না তুমি সরে যাও। কিন্তু তোমার দেহবল্লরী আমাকে ক্রমাগত কামের আগুনে উত্তেজিত করতে আহ্বান জানাচ্ছে। এ অবস্থায় আমার পক্ষে পঙ্‌ক্তি বয়ান করা প্রায় অসম্ভব। তোমার যৌবন এই মুহূর্তে

www.pathagar.com

অগ্নিশিখার মতো প্রজ্বলিত হয়ে আমাকে বেষ্টন করতে উদ্যত। তুমি যদি এ মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করে নিস্তব্ধ থাকো, সেটাই মঙ্গল।

তার কথার সাথে সাথে খিলখিল হাসির শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আনন্দ, আমি জানতাম না তুমি এমন ভীত এবং কাপুরুষের মতো আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে সতর্ক হয়েছ। কেন আমাকে প্রত্যাখ্যান? আমি কি নারী নই? আমি কি নবযৌবনা রূপবতী গন্ধমদির মৃগনাভির মতো ব্যাকুল নই। তোমার মধ্যে এত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কোথা থেকে এলো? কেন আমাকে সজোরে বুকে আলিঙ্গন করছ না?

আনন্দ দুই পা পিছিয়ে গিয়ে যন্ত্রটি বাজাতে বাজাতে বিমর্ষ কণ্ঠে বলল, তুমি কবিদের শপথ ভঙ্গকারিণী, তুমি লেলিহান শিখা। তুমি কি জানো না যে আগুন নিয়ে খেলে সে জ্বলে যায়। তুমি আমাকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিতে চাও?

এতে মেয়েটি আসন গেড়ে আনন্দের সামনে বসে পড়ল এবং মৃদুস্বরে বলল, আসলে তুমি আমার শরীরের তরঙ্গ থেকে বাইরে ছিটকে পড়তে চাও। কোথায় পালাবে? আমি নবযৌবনা, সুন্দরী, সুহাসিনী। আমাকে একবার অবলোকন করলে তপস্বীদের ধ্যান ভঙ্গ হয়। আমি না থাকলে প্রকৃতির মৃদু মন্দ বাতাস সঞ্চারিত হয় না। আমাকে প্রত্যাখ্যান করা কোনো মতেই কবির কর্ম নয়। আমি সব কিছুর মধ্যেই এক উষ্ণ আদি মন্ত্র হয়ে অবস্থান করছি। আমি গুঞ্জরিত হচ্ছি তোমাকে ঘিরে। তুমি কেন আমাকে দূর করে দিতে চাও? তুমি কি বুঝতে পারছ না আমার মধ্যে কেবল কামের আহ্বানই নেই। আছে শান্তি, পরিতৃপ্তি ও প্রসন্নতা।

এ কথায় আনন্দ হাতের যন্ত্রটিকে জোরে বাজাতে থাকল। যাতে এই নারীর কথার প্রভাব সঙ্গীতের শিহরণে তলিয়ে যায়।

যতই বাজাও না কেন তুমি চোখ খোলা রেখে আমাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা রাখো না। আমি তোমাকে এখন মায়াবী মন্ত্রের মতো পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলব। আমি তোমাকে কর্তব্যচ্যুত করব। আর তোমার কাজ যদি কাব্য হয়ে থাকে তাহলে কোন শক্তিবলে তুমি আমার হাত থেকে রেহাই পাবে।

এ সময় আনন্দের মুখ থেকে কবিতার পঙ্‌ক্তি গুঞ্জরিত হতে শোনা গেল। যেন কাব্যের ঢাল দিয়ে সে কামনাকে ঠেকাতে চাইছে।

www.pathagar.com

খিলখিল হাসির শব্দ, পল্লবী উচ্চহাস্যে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

আনন্দ জোর করে বলতে লাগল। পরিত্রাণ চাই। আমি তোমার মায়াবী মন্ত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কবির কর্তব্য যে পঙ্‌ক্তি বয়ন সেটাই এখন কর্তব্য বলে গণ্য করি। তুমি সুন্দরী সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমার আকর্ষণে কাম ছাড়া আর কোনো অভিব্যক্তি আমি প্রত্যাখ্যান করি না।

তুমি কে? (আনন্দ) তুমি কেউ নও। অথচ আমি অনন্তকালের জন্য কাব্যের উপাসক। আমি নির্বাচিত নির্ধারিত ও নিয়মিত। আমাকে যদি আমার কর্তব্য করতে বাধা দাও তাহলে তুমি কলঙ্কিত হবে।

তুমি যতই রূপবতী যুবতী ও মায়াবিনী হওনা কেন আমার হাতে আছে কাব্যের একতারা। আমি সমিল পঙ্‌ক্তিতে এমন মোহ সৃষ্টি করব যে, তুমি দুমড়ে মুচড়ে মাটিতে গড়াগড়ি যাবে।

কেন আমাকে ব্যর্থতার মন্ত্র শেখাচ্ছ। আমি তো কাব্যের সহায়ক শক্তি।

-না, তুমি কেউ নও।

- নিশ্চয়ই আমি কেউ। আমি কবিদের কীর্তি নাশ করি। আমাকে তুচ্ছ করে কেউ কোনো দিন পঙ্‌ক্তি রচনা করতে পারে না।

- এ কথায় উত্তেজিত হয়ে আনন্দ জোরে জোরে তারের যন্ত্রটিতে আঙুলের টান তীক্ষ্ণ করে তুলল। আর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল সুর। ছিটকে পড়ল সঙ্গীতের ভাঙা টুকরো। যেন গানের ঝঙ্কার সহসা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে রোদনের শব্দে পর্যবসিত হয়েছে।

- কান পেতে শোনো আমার ঝঙ্কার। হে নারী, শ্রবণ করো বাতাসে গুঞ্জরিত আমার ঝঙ্কারধ্বনি। আমি সমিল পদ্যে এখন আমার পরাক্রম প্রকাশ করে তোমাকে অভিযুক্ত করে যাব। কেবল মাটিতে গড়াগড়ি যাবে তুমি।

- না, আমাকে এতটা তুচ্ছ করে তুমি পরিত্রাণ পাবে না। আমি পাবক, আমি অগ্নিশিখা, তুমি আমার লেলিহান রূপ এখনো দেখোনি। আমি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে সব কিছু ভস্মে পরিণত করি। আমি সদাজাগ্রত যৌবন। আমি মৃগনাভি এবং আমাকে ছাড়া কোনো সমিল পঙ্‌ক্তি সার্থকতা পায় না। তুমি কেন আমাকে তুচ্ছজ্ঞান করো?

www.pathagar.com

এ কথায় প্রকৃতির মধ্যে যেন অগ্নির স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হলো। আনন্দ অস্থির এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় এক কবি পুরুষের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অথচ তার হাতের যন্ত্রটি নির্ভুলভাবে বাজতে লাগল। সঙ্গীতের ধ্বনির মধ্যে আবার পল্লবীর প্রাণশক্তি আশ্রয় খুঁজছে। খুব মৃদুস্বরে একটি নারীকণ্ঠ বলতে লাগল– আশ্রয় দাও দেবগণ, আশ্রয় দাও আমার তরঙ্গ এবং তামসিক শক্তিকে আমি পরাভূত করব জগতের সমস্ত কবিকে, পুরুষকে এবং সমস্ত প্রতিভাকে।

এ কথায় সহসা যেন জোরে বাতাস বইতে লাগল। গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। আর একটা বায়ুর ঘূর্ণিপাক সজোরে স্থানটিকে আলোড়িত এবং কম্পিত করে বইতে লাগল। এই অবস্থায় আনন্দ জোরে বলে উঠল– আমি আনন্দ, আমি অবিনাশী, আমি স্ফূর্তি। আমার বাহুতে এই যে একটি তারে যন্ত্র বাজছে এর শব্দের মধ্যেই জগতের সমস্ত সমিল পঙ্‌ক্তি স্ফূর্তি পায়। আমি এই অবস্থা থেকে মুক্তি চাইলেও নিজকে সরিয়ে নিতে পারি না। আর এখানে আছে এক রমণী, সুন্দরী, সুহাসিনী, তার মায়াবী মন্ত্র থেকে আমি নিশ্চয়ই একবার বেরিয়ে যেতে পারব। শুধু দেবতাদের আশীর্বাদ আমার সহায় হোক।

এ কথা বলতেই ভূলুণ্ঠিত নারী সাপিনীর মতো মোচড় দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আমাকে অপমান করে যারা মাটিতে মিশিয়ে দিতে চায় তারা দুর্মুখ। এই তো আমি। আমি সুন্দরী এবং একই সাথে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা, আমি আগুন, আমাকে নিয়ে যে খেলবে সে জ্বলে যাবে।

এ কথায় আনন্দের মুখে হাসির ছটা বিচ্ছুরিত হলো। সে বলল, এখানে আমরা ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছি অথচ ধ্বংস নয়, সৃজনই হলো আমাদের মুক্তি। আমাদের আপস করে চলতে হবে; বাঁচতে হবে এবং অন্যকেও বাঁচাতে হবে।

তাহলে আমার কথায় সাড়া দাও আনন্দ। আমার কথায় সম্মত হও। আমি তোমাকে চাই। আমার পূর্বে কোনো নারী তোমাকে এমন করে আকাঙ্ক্ষা করেনি। কেন আমাকে প্রত্যাখ্যান করো?

সম্ভব নয়, তুমি অসম্ভবকে জোর করে সম্ভব করতে সম্মত নও। অথচ আমাদের উভয়ের মুক্তি হলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাওয়া। আমাকে আর বন্ধ্যাত্বের দিকে টেনো না সুন্দরী। তুমি আগে যেমন ছিলে

www.pathagar.com

পত্রপল্লবের মধ্যে আত্মগোপনকারী রহস্যের মতো এই মুহূর্তে আবার তেমনি থাকো। আর আমার দিকে বাহু বিস্তার করে আহ্বান কোরো না। আমি একজন কবি ছাড়া আর কিছুই নই। আমার মৃত্যু হলেও আমার সৃজিত পঙ্‌ক্তি কোনো অবস্থাতেই পরাভব স্বীকার করবে না। তুমি অগ্নিশিখা, নারী তুমি এখন কামের আগুনের ক্রন্দনরত হলেও আমার কিছু করার নেই। আমার বাসনা হলো কাব্য সৃষ্টি। যদি এর ব্যতিক্রম করো তাহলে অনাসৃষ্টিতেই আমরা উভয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হব। আমার সর্বনাশ ডেকে আনার জন্য কেন তোমার এত ছলাকলা বিস্তার করার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে? ---তুমি যে মন্ত্র উচ্চারণ করে আমাকে বশীভূত করতে চাইছ সে মন্ত্রকে আমি তুচ্ছজ্ঞান না করলে পৃথিবীতে কবির কলরব আর বাতাসে উচ্ছ্বসিত হবে না। স্তব্ধ হও।

এতে সহসা স্থানটিতে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। অথচ এখনো তেমনি সুরভিত বায়ু সেখানে উভয়কেই স্পর্শ করে শূন্যতায় মিলিয়ে যেতে লাগল।

আনন্দ মৃদুস্বরে আকাশের দিকে মুখ তুলে বলে উঠল পরিত্রাণ চাই। এক নারী আমাকে বেষ্টন করে বশীকরণ মন্ত্র উচ্চারণ করছে। আমি ধরা দিলে আমাকে ক্রমাগত দংশনে সে অবশ করে ফেলবে। অথচ যে করেই হোক আমি কাব্যের মুক্তি ঘটাতে পতিজ্ঞাবদ্ধ। কবিতাই হলো কবির সার্থকতা। তার ব্যতিক্রম হলে এক শপথ ভঙ্গের বেদনা আমাকে অভিভূত করে ফেলবে। --আমি হে পল্লবী, তোমার কাছে হাতজোড় করে পরিত্রাণ চাইছি। আমাকে আর কোনো বশীকরণ মন্ত্রে মর্মাহত কোরো না।

এ কথায় পল্লবী বিলাপ করে মাথার চুল হাত দিয়ে খোঁপা ভেঙে মুখের ওপর ছড়িয়ে দিলো। যেন এক ডাইনি জাদুমন্ত্রে নিজেকে দুর্বোধ্য করে অপরের অনিষ্ট করতে বদ্ধপরিকর।

-তবে পল্লবী দু'টি হাত জোড় করে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে আনন্দের সামনে নিজের আকুলতা ব্যক্ত করার চেষ্টা করল। আমি কি এতই তুচ্ছ, আনন্দ? আমাকে অপমান করে তুমি প্রতিহত করতে চাও। আমি কি এতই সামান্য যে আমাকে আমার নারীত্বের সম্মানটুকু তুমি দিতে অস্বীকার করছ। আমি এখনো তোমার কাছে অবনত হয়ে আছি। আমি তোমাকে নির্লজ্জের মতো আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছি; বলছি, চাইছি। একবার তুমি আমাকে আলিঙ্গন করে আমার নারীত্বের মর্যাদা রক্ষা করবে।

www.pathagar.com

আনন্দ চিৎকার করে বলে উঠল, স্তব্ধ হও নারী। তা না হলে আমি এই জায়গা থেকে দ্রুত কোথাও পালিয়ে যাবো। তোমাকে আমি শেষবারের মতো বলছি। আমার কিছু করণীয় নেই। তোমাকে স্পর্শ করলে আমার কাব্য কুহকে পরিণত হবে। আগে কবিতা– এটাই হলো কবির কাজ। কিন্তু তুমি যা নিয়ে এসেছ তা কেবল অগ্নিশিখার মতো আমার দিকে লেলিহান বাহু বিস্তার করছে। আমাকে পুড়িয়ে দিতে চাও? আমাকে ভস্ম করতে চাও? আমাকে নিঃশেষ করার ছলাকলা বন্ধ না করলে আমি তোমাকে ত্যাগ করে অন্যত্র পালিয়ে যাবো।

এ কথায় পল্লবী খিলখিল শব্দে ডাইনীর মতো হেসে উঠল। না, আমাকে পরিত্যাগ করে, তুচ্ছ করে, অপমান করে কেউ মুক্তি পাবে না। তুমি তো কবিতার আরাধনা করো, কিন্তু একবারও ভেবে দেখেছ কি? আমি পল্লবী, আমার সংস্পর্শ ছাড়া কোনো কিছুরই পূর্ণতা ঘটে না। না কাব্যের, না কোনো কীর্তির। আমি তোমাকে অমর হতে সাহায্য করছি, আনন্দ। একবার আমার দিকে ভালো করে দেখো। আমি জলতরঙ্গের শব্দ, আমি মোহ, আমি মায়াবিনী। একবার দেখো আমাকে হে আনন্দ, তোমার চোখ যদি অন্ধ না হয় তাহলে আমার দেহের মধ্যে তুমি তোমার সার্থকতা খুঁজে পাবে। আমাকে আলিঙ্গন করো। আমি তোমাকে অমরতার অবিনাশী মন্ত্র শিখিয়ে দেবো। আমাকে তুষ্ট করো। শান্ত করো। আমি তোমার ভেতরকার সমস্ত জ্বালা নির্বাপিত করে দেবো। আমি আগুনকে জলে পরিণত করতে জানি। আমি তোমার ভেতরের সমস্ত উদ্দীপনাকে জাগিয়ে দেবো। তুমি কবিতার সার্থকতা খুঁজতে শূন্যে হাতড়াচ্ছ। আমার দেহ স্পর্শ করলে তোমার মধ্যে শূন্যতার বদলে বাসনার অনুরাগ আপতিত হবে। তুমি আপ্লুত হবে। শান্ত হবে, শীতল হবে। বলতে বলতে পল্লবীর দেহ মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

- আনন্দ দিশেহারার মতো তার তারের যন্ত্রটি মাটিতে রেখে নির্বাক দৃষ্টিতে নিজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে করতে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

এ সময় পল্লবীর পদশব্দে স্থানটি মুখরিত হয়ে আঁকাবাঁকা পদক্ষেপে নৃত্যের মুহূর্ত তৈরি করে নিয়ে নাচতে শুরু করেছে, যেন এই মোহ সৃষ্টিকারী নৃত্যের ভঙ্গিমা মুহূর্তেই আনন্দকে অভিভূত করে ফেলল। আনন্দ এমন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। অথচ এই নাচ এই মোহ সৃষ্টিকারী দেহের

www.pathagar.com

আলোড়ন আনন্দকে ভেতর থেকে অবশ করে আনছে। সহসা আনন্দ মাটিতে বসে পড়ল এবং চোখ বন্ধ করে কবিতার পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ করতে শুরু করল।

এ অবস্থায় পরিস্থিতি একেবারে পাল্টে গেছে। কেউ যেন আর নিজের জায়গায় নেই। একটা জাদুমন্ত্রে দু'জনেই যেন একেবারে অভিভূত এবং একই সাথে নিজের দেহকে আয়ত্তে রাখতে পারছে না। সর্বত্র একটা কাঁপুনি ও দুলনির তরঙ্গ বইতে লাগল। আনন্দ এই মোহ কাটিয়ে ওঠার জন্য হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বলতে লাগল কোনো অবশ করা মন্ত্রের অধীন নই আমি। আমি সমস্ত মোহ ভঙ্গকারী মন্ত্রের সাহায্যে এই পরিস্থিতিকে পরাভূত করতে চাই। দূরে যাক সমস্ত আলস্য এবং মায়াবী মোহের কুহেলিকা। আমি আনন্দ ও উদ্দীপনার ফুৎকারে সব জঞ্জাল দূর করে দেবো। আমি বাস্তব আর সবই স্বপ্ন। শুধু স্বপ্ন বললেই তো হবে না, বলা উচিত দুঃস্বপ্ন। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে যার সাহায্য দরকার আমি সেই পল্লবীকে আহ্বান করছি।

সাথে সাথে হাসির শব্দে স্থানটি মুখরিত হলো। তাহলে আমি ছাড়া শেষ পর্যন্ত কোনো কিছুই সার্থকতায় পৌঁছে না। খুব ভালো লাগল এই স্বীকৃতিতে। আনন্দ, মাঝে মাঝে তুমি খুবই দরকারি সত্য উচ্চারণ করো। আমি তোমার দায়িত্ববোধ দেখে চমৎকৃত। ভালোবাসার শক্তি অপরিসীম। প্রেম না হলে প্রকৃতিও নিস্তব্ধ নিথর হয়ে যায়, এ জন্যই আমি প্রকৃতির আরাধনা করি। অসময়ে গান গেয়ে উঠি। আনন্দে আমার সমস্ত দেহ স্নাত হয়ে যায়।

এ সময় কোত্থেকে যেন একজন পুরুষের আবির্ভাব হলো। সে খুব চিৎকার করে বলছে, হে পুরবাসীরা, দেশের উত্তরাঞ্চলে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বহু প্রাণহানি হয়েছে। ব্যাপক ধ্বংসের ঘূর্ণিপাকে সব কিছু তছনছ হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে সবারই উচিত প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞের দিকে দৃষ্টি ফেরানো, সাহায্য দরকার, সহানুভূতি দরকার। মানুষের বিলাপ ধ্বনিতে সব কিছুই কেমন এলোমেলো লাগছে। এই বার্তায় সবার মধ্যে বিষাদ ছড়িয়ে পড়ল। আর কোনো স্বতঃস্ফূর্ত বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে না। যেন এক আকস্মিক তাণ্ডবে সব কিছু মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে।

www.pathagar.com

আনন্দ উৎকর্ণ হয়ে বাতাসে কেমন যেন নিস্তব্ধতার শব্দ শুনতে লাগল। তারপর সহসা বলে উঠল– হায় ক্রন্দন, হায় বিলাপধ্বনি, মানুষের হাহাকারে ভরে গেছে দেশের উত্তর দিকটা। হায় সমুদ্র, হায় সর্বনাশ, এখন কী হবে! এই দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব যাদের কাঁধে অর্পিত তারা কি মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে এগিয়ে যাবে?

কতক্ষণ আনন্দ স্তব্ধ হয়ে রইল। চোখ বন্ধ করে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, না যেতে হবে। আমাকে যেতে হবে যেখানে দেশের মানুষের হৃদয় থেকে ক্রন্দন ও বিলাপধ্বনি বাতাসে উত্থিত হচ্ছে।

এ কথায় পল্লবীও সাড়া দিয়ে শরীর কাঁপিয়ে আনন্দের দিকে এগিয়ে এসে বলল। আলিঙ্গন করো বা না করো আমি তোমার সঙ্গিনী হব। যেখানে তুমি থাকবে, সেখানেই ছায়ার মতো বিরাজ করব। তুমি তো জানো আনন্দ, তোমাকে ছাড়া আমার পক্ষে নিঃসঙ্গভাবে বাঁচা মুশকিল।

আনন্দ এ কথায় বিমর্ষ হলো। কিন্তু মাথা নত করে বলতে লাগল– পরিস্থিতি আমার আয়ত্তে নেই পল্লবী। দেশ ক্ষতবিক্ষত। মানুষের বিলাপধ্বনিতে দেশের একটি বৃহৎ অংশ এখন কম্পমান। এ সময় তোমার আশ্রয়হীনের মতো নিরুদ্দেশ যাত্রা ঠিক হবে না। আমি যাচ্ছি আমার কর্তব্যবোধ থেকে– আমি কবি। আমার কতগুলো কর্তব্য আছে। এর মধ্যে এই যে উত্তরাঞ্চলে ঘূর্ণিবায়ুর ঘূর্ণনে মানুষ, বৃক্ষরাজি তছনছ হয়ে গেছে। এ সংবাদ শ্রবণ করে আমি তো আর স্থির থাকতে পারছি না। এখন মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, আশ্রয় এসব দরকার। আমরা জানি এসব করার জন্য দেশের রাজশক্তি এগিয়ে যাবে। তারা যাবে তাদের দায়িত্ববোধ থেকে। আমি যাবো আমি কবি বলেই। আমি এ দেশের জন্য গীত রচনা করি, কাব্য প্রণয়ন করি। আমি ছন্দে, গন্ধে, আনন্দে এত দিন দেশকে মাতোয়ারা করে রেখেছি। এখন দেশের ওপর আপতিত ঘটনার মতো বিপদ নেমে এসেছে। আমি কি এ অবস্থায় কেবল আরাধনা করতে থাকব? না পল্লবী, আমি মানুষ ও প্রাণীর ওপর হাত বুলিয়ে দেবো। আমি ধ্বংসের ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতে আমার হৃদয় থেকে উৎসারিত প্রশান্তির মলম লাগিয়ে দেবো। আমি সম্ভব হলে আগামীকালই উত্তরাঞ্চলে রওনা হতে চাই। এ

www.pathagar.com

সময় তুমি শান্তি ও স্বস্তির মধ্যে অবস্থান করো। আমার সাথে কোথায় যাবে? কারণ সেখানে তো কোনো আশ্রয় নেই, বিশ্রামের ব্যবস্থা নেই। দুর্যোগপরবর্তী দুঃখের সময় অতিবাহিত হচ্ছে।

না আনন্দ, আমাকে সঙ্গে নিলে তোমার কর্তব্য পালনে অনিষ্টতা সৃষ্টি হবে না। আমি তো বললাম আমাকে আলিঙ্গন করতে তোমাকে আমি দুর্যোগে দুর্বিপাকে আহ্বান করব না। আমি কেবল তোমার সাথে থাকব। তোমার সেবা করব। তোমার মনে উদ্দীপনা জাগাব। তোমাকে তোমার নামের মতোই আনন্দে আপ্লুত করব।

আনন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদুস্বরে বলে উঠল– বেশ পল্লবী, আমি আর তোমাকে বাধা দেবো না। নিতান্তই যদি তোমার যাওয়ার সঙ্কল্প পরিহার না করো তাহলে আমি তোমাকে সঙ্গিনী করতে সম্মতি জানাচ্ছি।

এতে পল্লবী আনন্দে শিহরিত হলো। মুখে মৃদুশব্দে বলে উঠল, তুমি আনন্দ, তোমার নামের মতোই নম্র-ভদ্র ও দুঃখের উপশম। এ জন্যই তো তোমাকে এতটা ভালোবাসি। তুমি তো আমার দিকে ফিরেও তাকাও না। অথচ প্রতি মুহূর্ত আমি তোমাকে দেখি, অনুভব করি এবং আলিঙ্গন করতে চাই। মনে রেখো, আমি কেবল কামনায় কম্পমান নই। আমার মধ্যে দয়ামায়া, নারীর কর্তব্যবোধ, সেবাযত্ন এসব নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। আমি শুধু কাম আর বাসনার অগ্নি প্রজ্বলিত করি না। আমি শীতলতা ও শান্তি ছড়িয়ে দিই। আমার স্পর্শে সমস্ত প্রবল পুরুষত্ব নিদ্রিত হয়ে যায়।

আমাকে এতটা সামান্য ভাবো বলেই তোমার প্রতি আমার মাঝে মাঝে আক্ষেপের সৃষ্টি হয়।

কেন তোমার দেহের অনুরাগের উদ্দীপনা জাগ্রত হয় না। তুমি না কবি। কবিদের তো স্বপ্নের সোপান একটি একটি সিঁড়ির মতো পার হয়ে ওপরে উঠতে হয়।

পল্লবী, এ সময় আমাকে উত্তেজিত কোরো না। কারণ এখন আমার অন্তস্তলের হৃদয়ে কোনো আনন্দের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি না। এক নিরানন্দের নৈরাশ্যে মাটি যেন ঘনঘন কম্পিত হচ্ছে। আমার সাথে তুমি দুঃখ-দুর্দশা সইতে যেখানে যাবে সেখানে হয়তো মাথা গোঁজারও ঠাঁই নেই। তবে আমি তোমাকে পেছনে ফেলে যেতে চাই না। যেতে চাও আমার সঙ্গিনী

www.pathagar.com

হয়ে, চলো। কিন্তু আমাকে এই বিপর্যয়ের মাঝে কোথাও পথেপ্রান্তরে নদীতে সমুদ্রে বিচরণের সময় ধ্বংস করার বদলে সাহায্য করার বাসনা নিয়ে চলো। চলো অজানার উদ্দেশে আমাদের যাত্রা শুরু হোক।

মনে রেখো আমরা মানবতার সাহায্যার্থে এই দুর্যোগ, দুর্বিপাক তুচ্ছ করে অজানার উদ্দেশে রওনা দিচ্ছি। আমাদের বাসনা পূর্ণ না হলেও আমরা কেবল মানুষের দুঃখ, কষ্ট, ক্রন্দন ও বিলাপের উপসর্গ কামনা করে যাত্রা করব। যেখানে যাচ্ছি সেখানে হয়তো ঠিকমতো আশ্রয়েরও ব্যবস্থা নেই। আমরা যাচ্ছি নিরাশ্রয় নিরন্ন চিরদুঃখী জনতার হাহাকারের দিকে, যদি তোমার আমার দ্বারা মানুষের কোনো মঙ্গল হয় তাতে আমরা পরিতৃপ্ত হব। পরিশ্রান্ত হলেও একটা তৃপ্তি আমাদের ঘিরে থাকবে। মনে রেখো আমরা সুখ বাসস্থান আশ্রয় এসব ত্যাগ করে জেনেশুনে দুঃখের দরিয়ায় সাঁতার কাটতে যাচ্ছি, কোনো অবস্থাতেই সেখানে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করা চলবে না, পল্লবী।

সাহসের সাথে সব কিছুর সঙ্গী হতে হবে। মনে রেখো, আমাদের দৃঢ়তা আমাদের বিজয়ী করবে। আমরা সার্থকতা ও পরিতৃপ্তি নিয়ে ঘরে ফিরব। যদিও এখনই কিছু আগাম বলা যাচ্ছে না। আমি যদি না ফিরি আর তুমি যদি ফিরে আসো, তাহলে আমার কাজকর্ম এবং দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী তুমি সবিস্তারে বর্ণনা করতে সক্ষম হবে। এ কথা বলে আনন্দ চোখ বন্ধ করে ধ্যান করতে লাগল। কিন্তু তার চোখের মধ্যে একমাত্র দৃশ্যমান থাকল একটি নারীর দেহ সৌষ্ঠব। সে নারী আর কেউ নয় পল্লবী নিজে।

সহসা আনন্দ চোখ খুলে বলে উঠল–তুমি সুন্দরী, রূপসী, লাবণ্যময়ী, সুগন্ধি পুষ্পের মতো। তুমি এত সুন্দর? কই আগে তো কখনো আমি অনুভব করিনি।

পল্লবী জোরে হেসে ফেলল। শেষ পর্যন্ত তুমি স্বীকৃতি দিলে আমার নারীত্বকে, আমার যাবতীয় রূপ-লাবণ্য গন্ধ ও উষ্ণতাকে। এতে আমি খুবই আনন্দ লাভ করেছি, হে আনন্দ। তুমি সত্যিই তোমার নামের মতোই আনন্দ। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা আমাকে একবার আলিঙ্গন করো, হে আনন্দ। তাহলে আমার দেহের সমস্ত আগুন শীতল হয়ে আসবে। তুমি এক আলিঙ্গনে আমাকে নির্বাপিত করো। বুঝতে পারছ না আমি দগ্ধ হয়ে

www.pathagar.com

যাচ্ছি। আমি পুড়ে গেলে হে আনন্দ, আমার দেহভস্ম বাতাসে মিলিয়ে যাবে। কী পাবে তখন– কিছুই না, কেবল ছাই নির্বাপিত অঙ্গার।

এ কথায় আনন্দ পল্লবীকে আলিঙ্গন করতে দু'বাহু বাড়িয়ে দিলো। পল্লবী সেই বাহুর ভেতর আশ্রয় গ্রহণ করল।

পল্লবী মৃদুস্বরে পরিতৃপ্তির ভাষায় বলতে লাগল, এর চেয়ে সুখ, এর চেয়ে শান্তি, শীতলতা জগতে আর কখনো আমার অনুভূত হয়নি। আমি ভেঙে গেলে হে আনন্দ, তোমার মধ্যে মিশে যেতে চাই। কিন্তু এতে আমার জ্বালা জুড়াবে না। তার চেয়ে বরং আমরা দু'জন দুই প্রান্তে অবস্থান করে ভালোবাসব। এভেই হয়তো কোনো পরিতৃপ্তি লুকায়িত আছে। কিন্তু তুমি ছাড়া হে আনন্দ, কাব্যের ভাষা কে এ মুহূর্তে বর্ণনা করবে। তুমি মন্ত্র উচ্চারণের মতো কাব্যের গুঞ্জন তুলে বলতে থাকো– 'সুখ, সুখ, বলো যাবত জীবেত, সুখং জীবত,' এই মন্ত্রই আমাদের মুক্তি ঘটাবে। আর সুখশান্তির অন্বেষণে আমরা কোথাও ধাবমান হব না। আমরা শান্তি চাই, প্রেম চাই এবং মিলনের মহা-আনন্দ গান উচ্চারণ করতে চাই। হে আনন্দ, তোমার নাম সার্থক হোক, সুন্দর হোক, বহুমাত্রিক মন্ত্রের মতো তা এ দেশের ঘরে ঘরে উচ্চারিত হোক।

এ কথা বলার পর দারুণ পরিতৃপ্তিতে মাটিতে উপুড় হয়ে মাথা ঠেকাল পল্লবী। আনন্দ এবার তাকে দুই হাত দিয়ে মাটি থেকে তুলে বুকের ওপর চেপে ধরল। এতে পল্লবী যেন বিগলিত হয়ে তরঙ্গিত নাচের একটি মুদ্রায় পর্যবসিত হয়ে গেল।

এর চেয়ে সুখ ও পরিতৃপ্তি হে আনন্দ ইতঃপূর্বে আমার কখনো ঘটেনি। আজ আমার নারীত্ব, আমার রূপ, আমার যৌবন, আমার লাবণ্য সার্থক হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি মানবজীবন এক মহামূল্যবান সম্পদ।

সহসা খুব জোরে বাতাস বইতে লাগল। বাতাসের মধ্যে অনুভূত হলো শীতলতার বদলে ঈষৎ উষ্ণতা। পরিবেশটা বৃক্ষকুলের অনুকূলে বলে ধারণা হতে লাগল। পাতা ঝরছে। বায়ুর ঘূর্ণনে উত্থিত হচ্ছে এক ধরনের ঝরাপাতা উড়িয়ে নেয়ার শনশন শব্দ।

আনন্দের মনে হলো সে এই পরিবেশটার মতো কেবল প্রকৃতির বিষয় নয়, সে অত্যন্ত অনুভূতিশীল রক্ত-মাংসের মানুষ। তার ধারণা হলো একটি

www.pathagar.com

কুহেলিকা যেন পাক খেয়ে সব কিছু তছনছ করে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। অকস্মাৎ আনন্দ প্রবল পুরুষের মতো পল্লবীকে আকর্ষণ করে তার বাহুবন্ধনে পিষ্ট করতে লাগল।

পল্লবী হাসির শব্দ তুলে বলল, কী করছো? আরে তুমি কী করছো আনন্দ? আমি তো কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে নই। আমার মধ্যে প্রবল পেশন ও পৃষ্ট হওয়ার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত হয়ে উঠতে চাইছে।

দেখো এ অবস্থায় লোভলালসার ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলে তোমার কবিত্বের সর্বনাশ হবে। এবার আমাকে ছেড়ে দাও। বলামাত্র আনন্দ এক ধাক্কায় পল্লবীকে দূরে সরিয়ে দিলো এবং পল্লবী মাটিতে পড়ে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। আস্তে বলল, এটা তো পুরুষের উত্তপ্ত হয়ে সর্বনাশ সৃষ্টি করার একটি উদ্যোগ। এ সময় পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমি প্রকৃতির সাহায্য প্রার্থনা করছি।

এতে আনন্দ ভূমিকম্পের কাঁপুনির মতো কাঁপতে কাঁপতে শেষ পর্যন্ত মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তার মনে হতে লাগল সব কিছু কাঁপছে। মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে এক ধরনের দোলনি ও কম্পন, এই হলো ভূমিকম্প। একি প্রকৃতির একটা অসাধারণ দোলায়িত অবস্থা?

অনেক ক্ষণ এই অবস্থাটি কম্পন সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো। পাতা ঝরছে। পাতা ঝরছে, সব যেন হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে নিচে ঝরে যাচ্ছে।

এ অবস্থায় আনন্দ শব্দ করে একটি মহাকাব্যের মুখবন্ধ যেন নিজের ওষ্ঠে মরমর করে তুলল। বলতে লাগল– কী বিচিত্র এই জগৎসংসার, কখনো অনুভব করি ভূমিকম্প; কখনো অনুভব করি স্থিরশীতলতা। সব কিছুই মাটির ভেতর থেকে উপস্থিত হয়ে আবার মাটিতে মিলিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাকে সৃষ্টি করতে হবে সমিল পঙ্‌ক্তি এবং প্রার্থনার মতো শব্দের ধারা, তৈরি করতে হবে কাব্যের কলরব ধ্বনি। কাব্য আর স্বপ্ন ছাড়া আমি আর তো কিছুই উপলব্ধি করছি না। হে আকাশ, বাতাস, বৃক্ষরাজি সবাই সাক্ষী থাকো কবিতার জন্ম মুহূর্তের বেদনা আমার অস্থির পাঁজরে অনুভূত হচ্ছে। আমি এই মুহূর্তে এক মহাকাব্যের মুখবন্ধ রচনার তাগিদ অনুভব করছি। এখন আর ঘুম বা বিশ্রাম আমার জন্য তৃপ্তিকর হবে না। এখন কেবল

www.pathagar.com

খুঁজতে হবে পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি। সমিল, স্বাচ্ছন্দ্য, গতিময় উচ্চারণের দুলুনি। কাঁপুক সব কিছু, স্থানচ্যুত হোক সব কিছু। এখন দরকার মিল ও ছন্দ। ভাষার তরঙ্গ এবং একই সাথে ভালোবাসার উষ্ণতা। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটবে। ঘটনার ঘূর্ণিপাকে কাঁপছে সব কিছু।

এ হলো সৃজনের মুহূর্ত। এ সময় কোনো কিছুই আর বন্ধ্যা থাকতে পারে না। সৃষ্টির তরঙ্গ ক্রমাগত আমার দেহকে কাঁপিয়ে দিয়ে প্রকৃতির ভেতর মিশে যাচ্ছে, রঙ বদলে যাচ্ছে, ঢং বদলে যাচ্ছে। আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। পাতা ঝরুক, পাতা ঝরুক, হে আকাশ-বাতাস, আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটু একটু করে জ্বলে যাক সব। নিশ্চয়ই এই জ্বলার মধ্যে একটি হাত আমি অনুভব করছি, যার ফাঁক দিয়ে আর কিছুই জ্বলবে না।

কিছুক্ষণ এই অসাধারণ মুহূর্তটি স্থায়ী হয়ে আনন্দকে আবেগে শরীরের ভেতর রক্ত স্রোতের দ্রুত ধাবমান ঝঙ্কারে মাতিয়ে তুলল। আনন্দ মৃদুস্বরে বলতে লাগল এই তো সৃজনের মুহূর্ত, এই তো মহাকাব্যের মুখবন্ধ। আমি এখন চোখ বুজে অন্ধ হয়ে থাকলে এই দুলুনি কাঁপুনি ছন্দের ঝঙ্কার বসে থাকবে না। আবার মুহূর্তে মিলিয়ে যাবে। আমাকে এর মধ্যে উচ্চারণ করতে হবে কাব্যের ভাষা সমিল পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি। আমার আত্মার আলোড়িত আকাঙ্ক্ষা হয়ে যাক আরাধনার মতো। ব্যক্ত হোক একজন কবির কাব্যের সার্থকতা। কাব্য ছাড়া আর কাউকে এ মুহূর্তে আমার প্রয়োজন নেই।

পল্লবী হেসে উঠল, আছে আনন্দ, প্রয়োজন আছে একজন নারীর। প্রয়োজন দয়া, মায়া, শান্তি ও স্বস্তির। প্রয়োজন স্নেহ মমতা ভালোবাসার। আনন্দ তুমি কি প্রেম শব্দটি ভুলে গেছো? নাকি আমার ভয়ে প্রেম তোমার মুখে আর উচ্চারিত হচ্ছে না। হে কবি, হে আনন্দ, আমি কেবল কামসর্বস্ব নারীদেহ নই। আমার মধ্যে আছে শান্তি, উষ্ণতা ও একই সাথে বিশ্রাম। তোমার একটু জিরোবার প্রয়োজন হলে আমাকে অনায়াসে অকৃত্রিম আলিঙ্গনে তোমার বুকে পিষ্ট করতে পারো। আমি তরল হয়ে তরঙ্গ তুলে তোমার মাঝে মিশে যাবো।

www.pathagar.com

আসলে আমি একজন কবিকে সাহায্য করছি, যা একদা নারীর কাছে কালীদাস পেয়েছিলেন।

আমরা তো কালীদাসের নাম জানি। আমরা তো পাঠ করি মেঘদূত। কিন্তু আমরা তো জানি না সৃজন মুহূর্তে কে ছিলেন তার পাশে। নিশ্চয়ই কোনো রমণী, সুন্দরী, সাহসিকা, সুহাসিনী, সোহাগিনী কালিদাসের পাশে ছিলেন। তা না হলে মেঘদূত কিভাবে সংগ্রহ হলো। মেঘদূতের অস্থিতে মজ্জায় আছে এ দেশের প্রকৃতি। গাছপালা, মানব-মানবী আছে তখনকার এই দেশের প্রকৃতি পল্লব। তখনো পৃথিবী পাতা ঝরিয়ে সুন্দর ছিল। আজো এই পৃথিবী কবিদের জন্য, মানুষের জন্য, মানুষীর জন্য বন্ধ্যা নয়। কাব্য রচনা করো হে আনন্দ, মন্ত্রের গুঞ্জনের মতো অক্ষর ফুটে ঝরুক তোমার ওষ্ঠ থেকে। নির্গলিত হোক আশা ভালোবাসা এবং কাম ও কদর্যতা থেকে কাব্যকে মুক্তি দেয়ার জন্য নিগূঢ় মন্ত্র উচ্চারিত হোক। তোমার ওষ্ঠ দু'টি হে আনন্দ, অতি সুন্দর ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং ঘনঘন কম্পিত অক্ষর উচ্চারণের জন্য সদা প্রস্তুত। হে আনন্দ, তুমি ছাড়া এই মুহূর্তে আর সব কিছুই কেমন যেন শিহরণে শিহরিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে তোমার মুখ থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে আসবে এক মহাকাব্যের আরম্ভ।

মাঝে মাঝে হে আনন্দ, তুমি যেমন হতাশার হাওয়ায় হাতড়াও তেমনি আমি নারী, আমার নাম পল্লবী হলেও আমি তো গাছ নই। আমি পত্রপল্লবে আচ্ছাদিত নই। আমি রক্ত-মাংসে উত্তেজিত ও তুমুল আলোড়িত। আমি ক্রমাগত সঞ্চরমান। কবির সাথে সাথে আমি হয়ে যাই কখনো তরল উষ্ণ কোমল বৃষ্টির ধারা। হে আনন্দ, আমাকে বাদ দিয়ে কোনোভাবেই কোনো মহাকাব্যের সার্থকতায় অবগাহন করতে পারবে না। আমার মধ্যে স্নাত হওয়ার উষ্ণ তরঙ্গ বইছে। আনন্দ, তুমি কি কিছুই দেখতে পাও না? আমাকে শুধু রক্ত-মাংসের মানবী মনে হয়? আমার মধ্যে গুপ্ত আছে বিদ্যুৎ। আমার মধ্যে তরঙ্গিত হচ্ছে একই সাথে আগুন ও পানি। এ আগুনে কিছুই দগ্ধ হচ্ছে না, পুড়ছে না, কিন্তু কোথাও কিছু মৃদু আলোড়নে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে। এটা বুঝতে তুমি ছাড়া এ জগতে আর তো কেউ নেই। মনে হয় আগেও কেউ ছিল না, পরেও কেউ থাকবে না। কিন্তু তোমার ওষ্ঠ থেকে নির্গত হবে এক মহাকাব্যের কম্পিত শিহরিত বাগধারা। তোমার চেয়ে সুন্দর মর্মরিত ভাষা এ জগতে এ মুহূর্তে কারো আয়ত্তে নেই। হে

www.pathagar.com

সুন্দর, আমার প্রতি সদয় হোন কারণ আমি এই জগতে এত পার্থিব দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যেও কাব্যের প্রেমিক। আমি উপাসনা করি প্রতি শব্দের সংস্কার ও পরিতৃপ্তির। আমার ভেতরে বিরাজ করছে এক সুরভিত নারী শরীর। আমার সংস্পর্শে কবিরা ভাষা পায়। আশায় ছন্দের বন্দনা করে তরঙ্গিত অগ্নিশিখার মতো। তোমার সামনে উপস্থিত হলেও আমার মধ্যে আছে আগুনের বিপরীত বিষয় অর্থাৎ শীতল। ক্লান্তি নিরসনের নানা বিষয়। আমাকে হে আনন্দ বঞ্চিত কোরো না, তা হলে তোমার কাব্যের স্ফূর্তি ঘটবে না ভাষার মুক্তি আসবে না, আশার অবসান হবে।

বলতে বলতে পল্লবী আবার ধরিত্রীর ওপর মস্তক স্থাপন করে শ্বাস টানতে লাগল। দ্রুত তার বুক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে একটি দীর্ঘশ্বাসের মতো মসৃণ আওয়াজ। আনন্দ উবু হয়ে পল্লবীর পিঠে হাত রাখল। আনন্দের স্পর্শে অকস্মাৎ পল্লবী বলে উঠল– আহ! কী শান্তি, আমার ভেতরের সমস্ত আগুন তাপের বদলে তরঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। আমি বিগলিত হয়ে যাচ্ছি, হে আনন্দ। আমি ক্রমাগত তরঙ্গে ঢেউয়ে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছি। আমার চতুর্দিকে সব কিছুই এ মুহূর্তে সুন্দর লাগছে।

হে আনন্দ, হে কবি, আমি কি কেবলই একজন নারী? আর কিছুই নই? তাহলে আমার ভেতর থেকে বাণী উচ্চারিত হচ্ছে, যা কবিদের পঙ্‌ক্তি হয়ে, মন্ত্র হয়ে তোমার মধ্যে বিচিত্র শব্দে পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে। এর হাত থেকে কোনো দিন কোনো কবির মুক্তি ঘটেনি। মনে রেখো হে আনন্দ, নারী ছাড়া সমস্ত সৃষ্টি শূন্যতায় মহাশূন্যের মতো নীলিমায় নিরুত্তাপ হয়ে কেবল তারকারাজির মিটিমিটিতে মিলিয়ে যায়। হে আনন্দ, আহ্বান করা মাত্র আনন্দ হেসে বলল, আমি তো জাগ্রতই আছি। আমি দেখছি তোমার আলোর বিলোড়ন। প্রার্থনার পরিণতি। তুমি একটি প্রার্থনার সঙ্গীত ছাড়া আর কিছু নও। কী সুন্দর নারীরা, যখন সে কবিকে কীর্তিমান হতে সাহায্য করে। আমি রচনা করব এক অসাধারণ মহাকাব্য। তার মুখবন্ধ কী হবে তা আমি তোমার কাছ থেকে শিখলাম, পল্লবী। তুমি জানো হে পল্লবী, তুমি কত সুন্দর!

না আনন্দ, আমি তো আমার রূপ, লাবণ্য, ছন্দ গন্ধ কোনো কিছুই আমার নিজের জন্য অনুভব করি না; আমি সব সময় তোমার আনন্দের জন্য, হে আনন্দ। আমি আমার অঞ্জলি তুলে অর্পণ করব। যেখানে কালের মহাস্রোত

www.pathagar.com

বয়ে গেলেও এক নারীর ভালোবাসার আবেদনকে অস্বীকার করতে সক্ষম হবে না। আনন্দ, আমি আরাধনা, আমিই প্রার্থনা। আমিই সুগন্ধি পুষ্পের মতো। আমি গোলাপ, আবার অন্য দিকে আমি এক সৌরভের কেন্দ্র, আমার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে সুগন্ধ। আর সেই সুগন্ধ কি তোমার নাসিকায় প্রবেশ করে না? জগতের কবিরা এখন আমাকে একটু দেখুক, আমি কি কেবল একজন নারী; আমি তো তা নই, আমি নারীত্বের অধিক এক সুগন্ধি সত্তা, আমার মধ্য থেকে উৎসারিত হচ্ছে সুরভি। আমাকে আঘ্রাণ করো, হে আনন্দ। আমাকে আকর্ষণ করো, আমাকে ভালোবাসো, আমাকে প্রেম করো। এবং পরিণত করো এক কালোত্তীর্ণ মানব জাতির অবিচ্ছেদ্য সঙ্গিনী হিসেবে। তোমার কাব্য ভাষা পাক, সব কিছু তরঙ্গায়িত করে উচ্চারিত হোক কবির বাণী। হে আনন্দ, তোমার কবিতা আমাকে স্পর্শ করে উদ্ভিদের মতো পল্লবিত হোক। তবেই না আমার নাম সার্থক হবে। আমি পল্লবী, আমার দেহ স্পর্শ করে কবিদের কবিতা। অমরতার উচ্চ মার্গে স্বর্গকে স্পর্শ করুক। আমার জন্মের সার্থকতা আমি উপলব্ধি করছি। ক্লান্তিতে আমার শরীর কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বিন্যস্ত হওয়ার জন্য ব্যাকুল। আনন্দ, আমি শান্তিতে কিছুক্ষণ নিদ্রিত থাকতে চাই। বলতে বলতে পল্লবী মাটিতে দেহ বিন্যস্ত করে দিলো। তার চোখ মুদ্রিত ও ভ্রূরেখা অসাধারণ সুন্দরের মধ্যে উড়াল দিয়ে থাকল।

আনন্দ উবু হয়ে মাটিতে আসন গ্রহণ করে এই অসাধারণ নারীদেহকে দেখতে লাগল। আর মৃদুশব্দে উচ্চারণ করতে লাগল, কী সুন্দর এই নারী আমার সঙ্গিনী অথচ আমি কিনা তার দিকে তাকানোর ফুরসত পাই না। এ মুহূর্ত থেকে হে পল্লবী, আমি তোমার সেবা ও সুশ্রূষার চেষ্টা করব। তুমি সুন্দর, তুমি অসাধারণ, তুমি রূপবতী, তুমি যৌবনা। জগতের সব কিছুই তো ক্ষণস্থায়ী, তাহলে আক্ষেপ করব কিসের জন্য। যদি এতে আমার কাব্য স্ফূর্তি পায়, তবে আমি রচনা করব চঞ্চল কাব্য মহাকাব্য। যা পাঠ করে মানুষ বিগলিত হয়ে যাবে। আপনা থেকেই তার মধ্যে সৃষ্টি হবে বেদনা। এবং তার দু'চোখ বেয়ে বেরিয়ে আসবে উষ্ণ দু'টি নদী।

বলতে বলতে আনন্দের চোখ দু'টি সিক্ত হয়ে তার গণ্ডদেশের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ল দু'টি জলের ধারা। পল্লবী সহসা আনন্দের অশ্রুজল শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, তুমি কাঁদছো আনন্দ, তোমার চোখ

www.pathagar.com

এমন অশ্রুশিক্ত। এমন উষ্ণ জলধারা বইয়ে দেবে এটা তো আমার ধারণায় ছিল না। বলতে বলতে পল্লবীর হাত অকস্মাৎ আনন্দের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে থাকল। আমি হে আনন্দ, জীবনে কখনো কোনো পুরুষের স্পর্শ, আলিঙ্গন, চুম্বন ইত্যাদি পাইনি।

এ কথায় আনন্দের মধ্যে জেগে উঠল এক কবিসত্তার মুহূর্ত। সে পল্লবীকে স্পর্শ করে এবং একই সাথে একটু দূরে ঠেলে দিয়ে বলল, আমার সর্বনাশ কোরো না, হে নারী। কারণ তোমার দেহ থেকে উৎসারিত হচ্ছে বিদ্যুৎ, বহ্নিশিখা, আগুন; যাকে আমরা কাম বলি। এ মুহূর্তে আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য তোমার ডালপালা মেলে দেয়া সঠিক হচ্ছে না। সংবরণ করো, নারী। নিজেকে সংযত করো। তোমার আগুনে এক কবি যদি হুতাশনে এবং হাহাকারে পরিণত হয়ে দগ্ধ হয়ে যায়, তাহলে কাব্যের উষ্ণায়ন ব্যর্থ হয়ে যাবে। হে পল্লবী, আগে কবিতা, পরে তুমি; অথচ তুমি চাচ্ছো আগে তুমি, পরে কবিতা।

এটা কবিদের নিঃশেষে নির্বাক করে দেয়। কিছুতেই তুমি আগে আমার মনে স্থান গ্রহণ করবে সেটা হবে না। আগে অবশ্যই কাব্যের স্থান নির্ধারিত থাকবে, তারপর তুমি। এ কথায় পল্লবী আনন্দের গাত্রের ওপর নিজের হাত বিস্তার করে স্পর্শ করল, তাই যদি হবে তাহলে তো আমি পেছনে সরে যাবো। তুমি আর আমাকে কোনো মূল্য দিতে চাইবে না। যদি আমি আগে থাকি তাহলে তোমার কাব্যের কী ক্ষতি হবে?

না, কিছুতেই তুমি প্রথম নও। আগে কাব্য, আগে ছন্দ,গন্ধ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, তারপর তুমি। যদি মানো তাহলে থাকো। যদি না মানো আমি নিরুপায়। এতটুকু ত্যাগ শিকার করতে হে নারী তুমি নম্র হও, কোমল হও। এবং দয়ামায়া এসব মানবিক মাত্রা প্রস্ফুটিত করে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করো। যদি পারো তাহলে সার্থকতা। না পারলে কিছুই না, কেউ তোমাকে বাধ্য করছে না। কোনো জোরজুলম নেই, কেবল অনুরাগ, অনুভূতি ও অনুশোচনা। আসলে কাব্য কী? তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। তারা পঙ্‌ক্তি আচ্ছাদন করে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু আমাকেও তো দেখতে হবে কাব্যের অন্তরে কী আছে। মহাকাব্যের ছন্দে ও দুলুনিতে প্রকৃতপক্ষে মানুষের একটা জীবন কাঁপতে কাঁপতে বাতাসে মিলিয়ে যায়। এর বাইরে কবিকে নিরাসক্তভাবে অবস্থান নিয়ে পঙ্‌ক্তি রচনা করতে হয়।

www.pathagar.com

কাব্যের সৃজন মুহূর্ত অতিশয় জটিল, বহুমাত্রিক, বহু অশ্রুজলে সিক্ত। আমি অনুভব করছি কিন্তু হে পল্লবী, ব্যক্ত করতে পারছি না। তবে আমি কবিসত্তা। আমার সর্বস্ব দিয়ে আমি নিশ্চয়ই কোনো একদিন আবিষ্কার করব আনন্দের উৎস কোথায়। ফুলের গন্ধ কিভাবে ভ্রমরকে উন্মাদনায় মাতিয়ে দেয়। আমি এখন কেবল পাপড়ি খোলা এক পুষ্পের দর্শক মাত্র। আর সেই পুষ্প হলে তুমি, হে পল্লবী।

এর চেয়ে বড় স্বীকৃতি আর কী হতে পারে? তুমি সত্যিই অসাধারণ অমর কবি পুরুষ। তুমি অবস্থাটি ঠিকমতো উদ্ভাবন করেছ এবং বর্ণনা করতে পেরেছ। আমি এখন যেখানে আছি, তোমার সত্তায় শিহরিত হতে হতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। আমি জ্ঞান-অজ্ঞান মুহূর্তের মধ্যে এখন ধীরে ধীরে বিন্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। আমাকে এ অবস্থায় রেখে তুমি আনন্দ মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আমাকে আলিঙ্গন না করে স্পর্শ করো। স্পর্শ করো আমার দু'টি চোখ।

হে আনন্দ, তুমি চুম্বক। তোমার টানে আমাকে কবিত্বে ও রক্তমাংসের মধ্যে নিমজ্জিত করো। বিশ্বাস করো হে আনন্দ, আমি গলে যেতে চাই। আমি তরলপ্রাপ্ত হয়ে নদীর মতো স্রোত সৃষ্টি করে বয়ে যেতে চাই। আনন্দ আমাকে রক্ষা করো।

এ কথায় আনন্দের একটি হাত দেহ স্পর্শ করল। শীতল হও, হে আগুন, হে বহ্নিশিখা, হে অনল, এই মুহূর্তে নির্বাপিত হও। জল হয়ে যাও, তরল হয়ে যাও, তৃপ্ত হয়ে যাও– বলতে বলতে আনন্দ পল্লবীর দেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। পল্লবী চোখ দু'টি মুদ্রিত করে বলে উঠল– হে সুন্দর, সাক্ষী থাকো। আমি আমার ইচ্ছায় কাব্যের মুক্তির জন্য নিজের সত্তাকে উৎসর্গ করলাম। আমার অস্তিত্ব আরাধনা ও সমস্ত অঞ্জলি একমাত্র হে আনন্দ, তোমার সৃজনক্ষমতার স্ফূর্তির জন্য নিবেদন করলাম। তুমি সৃষ্টি করো মহাকাব্যের মহামুক্তি। তুমি রচনা করো সমিল বাক্যবন্ধ, তুমি রচনা করো পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি– বলতে বলতে পল্লবীর ভাষা তার ওষ্ঠদ্বয়ে মিলিয়ে গেল। স্থানটিতে নেমে এলো স্পর্শকাতর এক পরিবেশ।

এর মধ্যে ঝরে পড়তে লাগল বৃক্ষের পত্রপল্লব। যেন পাতা ঝরার শব্দও আনন্দের কানে প্রবেশ করতে লাগল। আনন্দ মৃদুস্বরে বলল, শুরু হোক ঝঙ্কার, ঝঙ্কৃত বাক্য। ঝরে পড়ুক স্বাদ গন্ধ বর্ণ সুরভি ও সান্তনা। যা কিছু

www.pathagar.com

একজন কবিকে অমরতা দান করে, তা আনন্দের বক্ষপিঞ্জরে আশ্রয় পাক। আনন্দ, রচনা করো যা কিছু তোমার রচনা করতে ইচ্ছে হয়। তোমার রসনাকে এই মুহূর্তে সৃজনের মাদকতায় সিক্ত করে তুলেছি। আনন্দিত হও হে আনন্দ, গুঞ্জরিত হও হে আনন্দ, মঞ্জুরিত হও হে আনন্দ।

দেখো এটা হলো সৃজনের মুহূর্তে আরম্ভের আগের অবস্থা। এখন যা কিছু শুরু হবে তার নাম কবিতা। কবিতাই আগে, কবিতাই প্রথম, কবিতাই অগ্রগামী এবং কবিতাই সত্য। যদিও কবিতার পাপড়িতে স্বপ্নের আল্পনা আঁকা। প্রজাপতির পাখার মতো বিচিত্র অক্ষর গুঞ্জরিত হচ্ছে। হে কবি, হে আনন্দ, এটা তোমার জন্য মহামুহূর্ত। রচনা করো সমিল বাক্যবন্ধ। অক্ষরের পর অক্ষর।

এ কথা বলতে বলতে পল্লবী মোচড় দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইল, কিন্তু তার দেহ ক্রমাগত কম্পনে শিহরিত হচ্ছিল। এ অবস্থা উপলব্ধি করে আনন্দ একটি হাত বাড়িয়ে দিতে গেলে পল্লবী লতার মতো বাহু বিস্তার করে নিজের দিকে আকর্ষণ করার প্রয়াস পেতেই আনন্দের দেহ ঘন ঘন কম্পিত হতে লাগল– যেন ভূপৃষ্ঠে ভূমিকম্পের দুলুনি উঠেছে। আনন্দ মৃদু শব্দে বলতে লাগল– হে নারী, হে পল্লবী, তুমি মায়াবিনী, তুমি কেবল নারীই নও, তুমি এক দাহিকাশক্তি, অথচ আমি কবি হলেও রক্তমাংসের মানুষ মাত্র। আমার মনে বাসনার আগুন জ্বলছে। হে পল্লবী, তুমি এ পাবক শিখা প্রশস্ত করেছ। আমাকে আগুনে আহ্বান করলে আমি জ্বলে যাবো, ছাই ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, হে নারী। তুমি কি ভস্ম মাখিয়ে জাতিকে তৃপ্ত করতে পারবে? কেন আমাকে হুতাসনে হাহাকারে পর্যবসিত করতে তোমার এত ছলাকলা। তুমি ছলনা, তুমি দাহিকাশক্তি। অথচ আমি তো তোমাকে আমার কোনো কাব্যের স্তুতির জন্য আহ্বান করি না। কোত্থেকে এলে তুমি? কী তোমার পরিচয়? কী দিয়ে তুমি আমাকে বশীভূত করতে চাও?

বলতেই পল্লবী অসংবৃত বসনের উদ্ধত যৌবনের তরঙ্গ হয়ে সহসা যেন আনন্দের দিকে উন্মুক্ত হস্ত বিস্তার করতে উদ্যত হলো।

আনন্দ অত্যন্ত নমিত স্বরে বলল, প্রশমিত হও হে বহ্নিশিখা। হে নারীরূপী আগুনের লেলিহান জিহ্বা। আমার অনিষ্ট করতে চাইলে আমি তোমাকে অভিশাপ দেবো। এবং তুমি চিরবন্ধ্যা এক খণ্ড ভূমিতে পরিণত হবে। তোমার ওপর কোনো উদ্ভিদ অঙ্কুর মেলবে না।

www.pathagar.com

এ কথা বলতেই পল্লবী অভিন্ন কেশ পাশ বুকের ওপর বিস্তার করে আনন্দকে স্পর্শ করার জন্য তড়িৎ বেগে হস্ত বিস্তার করল। আনন্দ পিছিয়ে যেতে যেতে বলল, প্রশমিত হও, নির্বাপিত হও এবং আমাকে সাহায্য না করতে পারো আমার দুর্বলতার সুযোগ নেয়া থেকে নিবৃত্ত হও, নারী।

আমাকে ভালোবাসো হে আনন্দ।

আমি তো তোমাকে ভালোবাসি হে পল্লবী, তুমি কি আমার আচরণে ভালোবাসার বিপরীত কোনো ইচ্ছা দেখতে পাও? আমি তোমাকে সাহায্য করছি। আমি তোমাকে মহাকাব্যের এক স্রষ্টা করে তুলতে চাইছি। আমাকে বশে পরিণত করে, নির্বাপিত করে তুমি কি সেটা করতে পারবে?

তোমার কাব্যের বিধিব্যবস্থায় আমার কি কোনো স্থান নেই? কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি তুমি ছাড়া। আমাকে যতই বঞ্চনা দাও আমি তো তুমি ছাড়া অস্তিত্ব রক্ষায় আর কোনো অবলম্বন খুঁজে পাই না। আমি বাঁচব তোমার প্রেরণা হয়ে।

এ কথা বলার পর আনন্দের যেন সহসা চৈতন্যোদয় হলো। সে মৃদু শব্দে বলে উঠল, হয়তো বিভ্রান্ত হয়ে আমি কোনো দিকে চলে যাচ্ছি। আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত কোরো না, হে সুন্দর। আমি তো যা কিছু করি সবটাই কাব্যের স্বার্থে। এই নারী আমাকে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছে না। অথচ আমি তাকে সাহায্য করতে চাই। তাকে সুরভিত পুষ্পে পরিণত করতে চাই। তার পাপড়িতে কবির কম্পিত ঠোঁটের চুম্বন চিহ্ন এঁকে দিতে চাই।

এ কথা বলামাত্র পল্লবী মৃদুস্বরে বলল, এই যদি তোমার মনের বাসনা হয় হে আনন্দ, তাহলে কেন বলো না আমাকে তুমি ভালোবাসো। আমাকে কেবল একটি অগ্নিকুণ্ড ভাবা কি তোমার উচিত। আমি নারী, নিশ্চয়ই আমি পুরুষের জন্য শীতলতা ও বিশ্রাম এবং নিদ্রার আশ্রয়। আমাকে জড়িয়ে একবার যারা ঘুমিয়ে পড়বে তারা স্বপ্ন দেখবে সার্থকতার। আমি আর তুমি, হে আনন্দ, আমরা দু'জনই সত্য আর সবই মিথ্যা। আমাদের মিলনের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। কেবল তোমার মনের ভয় ছাড়া। কেন ভয় পাও, হে আনন্দ। আমি কি ভয়ঙ্কর কোনো প্রাণী, আমি কি হিংস্র? আমি তো চিরকালের এক নারী, অন্যান্য নারী যেমন হয় আমি তার ব্যতিক্রম কিছু নই।

www.pathagar.com

এ কথায় আনন্দ দুই চোখ বন্ধ করে দুই বাহু বিস্তার করল। মুহূর্ত বিলম্ব না করে পল্লবী তার বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। বাহু বেষ্টনে পল্লবীকে বুকের পেশিতে পিষ্ট করে আনন্দ বলল, তুমি সত্যিই অত্যন্ত কোমল পুষ্পের মতো, মৃদু সুরভি তোমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। আমার ভুল হয়ে যায়, হে পল্লবী। আমি তো কাব্য ছাড়া আর কিছুই আরাধনা করি না, তাই কাব্যের অতিরিক্ত কোনো কিছু চাইনি। আমাকে তো বিষয়টা অনুধাবন করার সুযোগ দিতে হবে, হে পল্লবী। আমার জন্য তোমার সমস্ত অস্তিত্ব নম্র হোক, কোমল হোক এবং একই সাথে সৌরভযুক্ত মাংসের অবতার হোক। আমি তো কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে নই। আমি তো তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। তুমি ছাড়া আমার এ কবিজীবনের সার্থক হওয়ার উপায় নেই; আমারও তো মুক্তি কেবল আমি নির্ধারণ করে নিয়েছি। এ সময় আমি কি আর কিছু ভাবতে পারি?

সাথে সাথে পল্লবী ফুৎকার দিয়ে বলে উঠল, কেন বুঝতে পারছো না, আমাকে স্পর্শ করো এবং আমাকে বেষ্টন করে বাহুতে আশ্রয় দিলেই তোমার সমস্ত ক্লান্তি ও উদ্ধত উন্মাদনা সার্থক হবে। আমি সুস্থির থাকতে পারছি না। কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে ভূমিতে গড়িয়ে পড়ি।

না পল্লবী, তুমি নিজেকে সংবরণ করো। তোমার মধ্যে যে নারীত্বের হাহাকার রয়েছে, সেটাকে তৃপ্ত করতে হলে আমাকে একজন প্রকৃত কবির দায়িত্ব পালন করতে দাও। তুমি থাকলে আমি নিরাসক্ত হতে পারছি না। তুমি আমাকে সাহায্য করো। আমি তোমাকে সহযোগিতা ও পূর্ণতা দান করব। তুমি জগতে এক পরিপূর্ণ নারী হিসেবে চিরকাল বিরাজিত থাকবে। আমার বাসনা পূর্ণ করো, আমি তোমাকে অমরত্ব দান করি। কাব্যে, শব্দে প্রতিটি অক্ষরে আমি তোমার লাবণ্যের লালিত্বে ভাষা লিপিবদ্ধ করব। মনে রেখো আমার পঙ্‌ক্তি এক অপরাজিত সত্তা হয়ে বিরাজ করবে।

এ কথায় এক্‌ধরনের গভীর প্রশান্তি নেমে এলো স্থানটিতে, আর বৃক্ষের ডালপালা থেকে ঝরে পড়ল হলদে পাতার রাশি। সহসা আনন্দ বলল– হে পল্লবী, আমাদের গিয়ে উত্তরাঞ্চলে পৌঁছতে হবে। আগামী দু-এক দিনের মধ্যে আমাকে রওনা দিতে হবে। তুমি নাছোড় বান্দা না হলে তোমাকে এক অপরিচিত-অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যেতে সাহসী হতাম না। আসলে এখানে তোমার সাহসী ভূমিকার আমি একজন সহকারী মাত্র। তুমি

www.pathagar.com

আমাকে নিয়ে যাবে। আমি তোমাকে নিয়ে যাত্রা করব। পথিমধ্যে আমাকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছ। হে পল্লবী, আমাকে বিব্রত কোরো না। পথ বাধাগ্রস্ত কোরো না। আমাকে একজন কবির ভূমিকা পালনে সাহায্য করো। কিছু ব্যাপার আছে যা কবির কর্তব্যের চেয়ে কমানা-বাসনার শিক্ষায়ই প্রজ্বলিত হয়। তুমি নিজেকে সংযত করে একজন চিরকালের সঙ্গিনী নারী, সহযোগী সাহসিনীর মতো সাহায্য করবে। মনে রেখো আমি যদি পথভ্রষ্ট হয়ে তোমার অগ্নিতে কামে বাসনায় দগ্ধ হয়ে যাই তাহলে কাব্যের সমাপ্তি ঘটবে। আর কাব্য সৃজিত না হলে তোমার অস্তিত্ব আমার জন্য আর কোনো অর্থবহ করবে না।

হে আনন্দ, কেবল বাসনা ও জ্বালাময়ী তৃষ্ণা কি আমার মধ্যে সব সময় তুমি প্রত্যক্ষ করো। অথচ আমার দেহে আছে তোমার পরিতৃপ্তি, বিশ্রাম ও শীতলতা। মনে রেখো, আমি কেবলই একজন স্ত্রীলোক নই, জগতের সমস্ত বিক্রমশালী ব্যক্তি আমার মতো একজন নারীর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য জীবন উৎসর্গ করে অমর হয়ে আছে। তুমি হে আনন্দ, আমাকে তুচ্ছজ্ঞান করে নিজের সৃজনক্ষমতাকে বিভ্রান্ত করছ। সৃষ্টি করো, হে আনন্দ। অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে তোলো। তোমার কাব্য শুধু তোমার জন্য নয়, আমার জন্যও অমরতার সৌধ নির্মাণ করবে। হে আনন্দ, প্রেম কি একটি অপবাদ? প্রেম কি কবির জন্য অনিষ্টকারী? বলো হে আনন্দ, কেন এমন করছো। আমি তোমার ভেতর উদ্দীপ্ততার আগুন জ্বালিয়ে এখন সৃষ্টি করতে কাতর মিনতি জানাচ্ছি। অথচ তুমি আমার মধ্যে কেবল বাসনার বিভ্রান্তি অবলোকন করছ।

আমি কেবল কাম নই, বাম। অর্থাৎ পুরুষের বাম দিকে আমার অবস্থান করার এক চিরকালীন শান্তি, আশ্রয়। হে আনন্দ, আনন্দ নামের অর্থ তুমি কি বুঝতে পারো না। অথচ আমি নারী হয়ে তোমার নামের অর্থ হৃদয়ে ধারণ করেছি। তুমি আনন্দ, আনন্দ অফুরন্ত, সীমাহীন সময়কাল তোমাকে অতিক্রম করতে পারে না। তুমি সময় বা কালের ওপর অবস্থান করার চিহ্ন এঁকে দাও। তুমি সত্য ও অনন্তকালের কবি। মনে রেখো তুমি কবি ছাড়া আর কিছুই নও। কেন আমার মতো এক নারীকে এতটা ভয় পাও। আমি তো তোমার মনে আনন্দ সৃষ্টি করতে সহায়ক শক্তি। আমাকে আলিঙ্গন করার মধ্যে পাবে অফুরন্ত সৃজনক্ষমতা। তুমি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি লিখে

www.pathagar.com

যেতে পারো। সমিল সুন্দর ও সাহসিকতাপূর্ণ রচনা করো, হে আনন্দ। আমার দেহের দোহাই, রচনা করো সমিল পঙ্‌ক্তি। তোমার বক্ষ থেকে নির্গত হোক এক মহাকাব্যের কলেবর। ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে এই দেশের আকাশে-বাতাসে তা গুঞ্জন তুলুক। এতে তোমার মুক্তি এবং কাব্যের সার্থকতা। কাব্যের জন্য হে আনন্দ, বিশ্বাস করো আমার বিরাগ ছিল। আমার অস্তিত্ব কোনো কবির বন্ধ্যাত্বে বাধ্য করে না। আমি কবির জন্য সৃষ্টিকর্তার এক উপহার, আমি অলঙ্কার এবং অলঙ্কৃত কাব্য রচনার আমিই একমাত্র উপমা, প্রতি তুলনা, লেখো হে আনন্দ, রচনা করো। যে বাক্য প্রার্থনায় সব কিছুতে ঝঙ্কার তুলবে। বেজে উঠবে শব্দ, গন্ধ ও মিল, প্রান্তমিল।

বিভ্রান্ত হয়ো না; বুকে সাহস রাখো এবং লিখে যাও মহাকাব্যের আরম্ভ। লিখে যাও এক নারীদেহের নিরাসক্ত বর্ণনা। এই তো আমি তোমার জন্য সব কিছু উজাড় করে দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। নাও আমাকে, আর তোমার কলম থেকে অনবরত ঝরে পড়ুক কলরব, আনন্দ গুঞ্জন, ঝঙ্কার এবং ঝঙ্কৃত বাক্য। আমি তোমার সামনে অলঙ্কার এবং একই সাথে অহঙ্কার। আমার চেয়ে সুন্দরী এই মুহূর্তে আর পৃথিবীতে অন্য কেউ নেই। যেহেতু আজ মহাকাব্যের শুরু সে জন্য আজকের দিনটি মহাকাব্যের আরম্ভের গুঞ্জনের মতো।

আনন্দ আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল– হে সুন্দর, হে বহমান আকাশ-বাতাস, প্রকৃতি-পল্লব, সব কিছুই কম্পিত হও; কাঁপুক বসুন্ধরা এক আকস্মিক ভূমিকম্পে। কারণ শুরু হতে যাচ্ছে এক মহাকাব্যের করুণাধারা। ঝরো হে বাক্য, অতি ধীরে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, অক্ষরে অক্ষরে মিলে মন্দাক্রান্ত ছন্দের বিদ্যুৎ তরঙ্গে ঝরুক, ঝরুক বাক্য, ভাষার বাঁধন শিথিল হয়ে ঝরে পড়ুক উপমা, উৎপ্রেক্ষা, বাক্যের রক্তমাংস। আর এই নারী আমার সঙ্গিনী। আমার কাব্যের সহায়ক। তাকে হে আপনারা আশীর্বাদ করুন। আর একই সাথে অমরতায় অভিসিক্ত করে কাব্যের পঙ্‌ক্তির মতো মিলের বন্ধনীতে মিলিত করুন।

এক গভীর আঠালো অন্ধকার স্থানটিকে পরিবেষ্টন করে কেবল পাতা ঝরার নিগূঢ় শব্দ শুনতে লাগল। আনন্দ মাটিতে আসন গেড়ে চোখ মুদ্রিত করে

www.pathagar.com

ওষ্ঠ থেকে বাক্যের বিদ্যুৎ ও পঙ্‌ক্তির অন্ত্যমিল সৃষ্টি করতে লাগল। সব কিছুই একটু একটু করে স্বাভাবিকতায় উপস্থিত হলে শুরু হলো এক কবির সৃজন ক্ষমতার উষ্ণ নিঃশ্বাস। একই সাথে তার বক্ষস্থলে একধরনের পুলক সৃষ্টি হচ্ছে। আনন্দে কাঁপছে আনন্দ স্বয়ং। মৃদুস্বরে সে পল্লবীকে বলল, আমরা যেখানে ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে বাংলার মাটি এবং বৃক্ষলতা প্রকৃতি-পল্লব সেদিকে এখন থেকেই মনস্থির করে যাত্রার জন্য অপেক্ষা করতে থাকব। হে পল্লবী, মনে রেখো বাধ্য হয়ে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। হে পল্লবী, তুমি এই অভিযানে যাত্রী না হলেই উত্তম হতো। কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা করে বসে আছো, সর্বকাজে সর্বমুহূর্তে উপস্থিত থাকবে। আমি সাহস করতে পারছি না। কিন্তু তোমার সাহস আমার মধ্যেও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। আমারা তো সব সময় সুখের পায়রা। দুঃখ কী তা সত্যিকারভাবে কখনো উপলব্ধি করিনি। আর হে নারী, হে সুন্দরী, তুমি এ যাত্রা থেকে বিরত থাকলে কতই না মঙ্গল হতো!

আমাকে বিভ্রান্ত কোরো না, হে আনন্দ। একবার মেনে নাও আমি আছি, আমি ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও আমি থাকব। আমাকে রেখে তুমি দুঃখ-সুখে কোথাও গিয়ে আরাম পাও না। কেন আমাকে সুখ থেকে বঞ্চিত করতে চাও। আমি সামন্য নারী হলেও দেখো আমাকে যতটা অবজ্ঞা করো, তুচ্ছ ভাবো; আমি ততটা তুচ্ছ ও সামান্য নই।

আনন্দ হেসে বলল, কে বলেছে তুমি সামান্য। তুমি অসামান্য, সুন্দরী শ্রেষ্ঠা। একই সাথে যেকোনো পুরুষের জন্য অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতা।

না, না, হে আনন্দ, আমি প্রতিবন্ধকতা নই। আমি সাফল্যের প্রতিশ্রুতি। তুমি যখন শীতল হয়ে যাবে কর্তব্য ভুলে প্রলাপ বকতে থাকবে আমি তখন তোমাকে উষ্ণতায়, ভালোবাসায় ও উদ্দীপনায় জাগিয়ে দেবো। তুমি যে দিকেই হাত বাড়াবে সেখানেই কাব্যের স্ফূর্তি ঘটবে। আমি কতবার তো বলেছি, আমি জগতের সব কবির কাব্যের এক সৃজন মুহূর্ত। সব কিছুই আমার সংস্পর্শে কাঁপতে থাকে, লতাপাতা, বৃক্ষরাজি, পুষ্প, প্রজাপতি আমাকে স্পর্শ করে আনন্দে হিল্লোলিত হয়। আমি শিহরণ, আমাকে এড়িয়ে জগৎ কবিরা কোনো দিন কিছুই নির্মাণ করতে পারেনি, রচিত হয়নি কোনো সমিল পঙ্‌ক্তি। আমাকে দেখলে পুরুষের জিহ্বা লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ে– বলেই পল্লবী খিল খিল হেসে স্থানটিকে মুখরিত করে তুলল।

www.pathagar.com

আনন্দ নিজেও হাসল, তুমি সুন্দরী সন্দেহ নেই; সর্বনাশিনী এবং কাব্যের সৃজন মুহূর্তকে সংস্কারকারিণী।

গাল দিয়ো না, হে আনন্দ। সব সময় আমাকে খাটো করে দেখানোর তোমার যে বিতৃষ্ণা আছে, সেটা আপাতত সংবরণ করো। কারণ আমার মধ্যে জেগে উঠেছে এক আদিম ও অসহনীয় নারীশক্তি। তুমি তো জানো না আমার মধ্যে শুধু রূপ-লাবণ্য ও কমনীয়তাই নেই, আছে বাসনার বহ্নিশিখা। দেখো হে আনন্দ, বঞ্চিত হলে কে জানে তোমাকেও জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একেবারে ভস্ম করে দিতে পারি। আমার রূপ-লাবণ্য যদি একবার প্রতিহিংসায় জ্বলে ওঠে তাহলে মনে রাখবে শুধু ভস্ম ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। তার চেয়ে বরং আমার মধ্যে জাগিয়ে দাও এক সহনশীল নারীত্বের গৌরব।

আনন্দ মুদ্রিত চোখ খুলে একবার পল্লবীকে অবলোকন করল এবং মৃদু শব্দে হেসে বলল, আমি মানতে বাধ্য তোমার রূপ-লাবণ্য সব কিছুকে এক একটি দাহ্য বস্তু হিসেবে জ্বালিয়ে দিতে পারে। মানি হে দাহিকাশক্তি, হে লাবণ্যময়ী, আমাদের উদ্দেশ্য যদি হয় ভালোবাসা, তাহলে ঝগড়া করে কেন আমরা মহামুহূর্ত যা কাব্যের জন্য একান্ত দরকার, সেটাকে দিগ্‌ভ্রান্ত করছি। এসো আমরা বিজয়ী হওয়ার বাসনা ত্যাগ করে, পরাজিতের বেদনা বুকে ধারণ করে পরস্পরকে আলিঙ্গনে বেঁধে রাখি। এই দেখো আমি বাহু বাড়িয়ে দিচ্ছি। এসো আমার বুকে, আমাকে আশাভরসা ও সাফল্যের সুসংবাদ শোনাও।

এ কথা বলতেই সব কিছু কেমন যেন একটি নিজের বন্ধন দশা ভেঙে ভঙ্গ পঙ্‌ক্তির প্রান্তে উপচে পড়ল। আনন্দের ঠোঁট থেকে নির্গত হলো অবিনাশী মন্ত্রের মতো কিছু বাক্যের ধারা। একই সাথে মিলের ঝঙ্কার বেজে উঠল প্রকৃতির পত্রপল্লবে। আনন্দের ঠোঁট থেকে বেরোতে লাগল–

পাতা ঝরে পাতা ঝরে
ঝরে যায় দূরতম প্রান্তের কানন
তারার শৃঙ্খল ছিঁড়ে
পৃথিবীর সব ঝরে যায় অন্ধকার নিঃসঙ্গতায়

www.pathagar.com

সব কিছু ঝরে পড়ে
তবু থাকে এক হাত
সব কিছু ধরে থাকে
তার ফাঁকে কিছুই ঝরে না

আনন্দ উপলব্ধি করল নিজের ভেতরে কোথাও যেন বেজে উঠেছে ছন্দের ঝঙ্কার। মিলের তরঙ্গ বইছে শব্দের ভেতরে– অনুপ্রাসের গুঞ্জন যেন মৌমাছির মতো গুঞ্জন তুলে প্রকৃতির মধ্যে মিশে যাচ্ছে। আর একই সাথে অন্ত্যমিলের ঝঙ্কার তার বুকের ভেতরে কাঁপন তুলে ওষ্ঠাধরে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে। সহসা সে বলে উঠল, হে পল্লবী, আমি কবি হলেও কামনা বাসনার অধীন। তোমার শরীর থেকে এখন নিংড়ে বেরিয়ে আসছে দারুণ উত্তাপ, উষ্ণতা, একই সাথে উল্লাসধ্বনি। আমি এই অবস্থায় তোমাকে একটি চুম্বন না করে কিছুতেই নিজেকে বশে রাখতে পারছি না।

এ কথা বলামাত্র পল্লবী লাফিয়ে উঠে আনন্দকে দু'বাহু দিয়ে বেষ্টন করল। এই তো তুমি সত্য বলতে শুরু করেছ। এই তো তুমি প্রকৃত কবির মতো আমার জন্য বেজে উঠেছ। চুম্বন করো আমাকে। শত শত চুম্বনে আমার সমস্ত দেহে আগুন ধরিয়ে দাও। আমি এক আদিম অসাধারণ নারীরূপে তোমাকে আলিঙ্গন করি।

এ কথায় আনন্দের মধ্যে সঞ্চার হলো প্রবল পৌরুষের উত্তাপ। আনন্দ হেসে বলল, আমি তো কবি হলেও মানুষ, আমি তো রক্ত-মাংস, অস্থিমজ্জার বন্ধন আর ধরে রাখতে পারছি না। আমি ক্রমাগত গলিত লাভার মতো উদগিরণ করতে ব্যাকুল হয়ে পড়েছি।

এতে পল্লবীর মধ্যে হুঁশ এবং বাসনা দমিত করার সাহস সঞ্চার হতে লাগল। সে আনন্দকে আলিঙ্গন থেকে একটু দূরে ঠেলে দিয়ে বলল, আমি তোমাকে আমার লোভের আগুনে দগ্ধ হতে দেবো না। যদিও এখন আমি যা বলব তাই করতে রাজি হয়ে যাবে তুমি। এ অবস্থায় তোমার সর্বনাশ করলে আমার আর কী থাকবে? আমি আমার ভূমিকা পালন করব। তুমি লাভার মতো গড়িয়ে পড়তে চাইলেও আমি তোমাকে এই মুহূর্তে একটু দৃঢ় হয়ে দূরে সরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছি, হে আনন্দ। আমি তো কেবল

www.pathagar.com

তোমাকে চাই। কিন্তু কখনো তোমাকে বিনাশ করে আমার মধ্যে মিশিয়ে দিতে চাই না। তুমি কবি, এক মহাকাব্যের কারিগর। অথচ এখনো সেই মহাকাব্যের মুখবন্ধ রচিত হয়নি। আনন্দ, কবিতার কাছে আমার কমনীয়তা, লাবণ্য এবং দাহিকাশক্তি অতিশয় তুচ্ছ। তুমি একবার দৃঢ় হয়ে কবিত্বের কর্তব্যে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাও। আমি উপচে পড়লেও তোমার সর্বনাশ চাই না। হে আনন্দ, যদি মনে করো রচনার মহামুহূর্ত এসেছে, তাহলে এই মুহূর্তে স্থান ত্যাগ করে তুমি যেখানে বসে কাব্য রচনা করো সেই অন্দরে চলে যাও। আমি বিশ্বাস করি, তোমার সারা শরীর কাঁপছে। এখন নির্গত হবে ভাষার স্রোত, কাব্যের বাঁধুনি, যেখানে যে রূপ ধারণ দরকার তাই করা উচিত।

আমি এক সামান্য নারীমাত্র। নিজে কাব্য রচনা করতে পারি না। তবে একজন কবির পঙ্‌ক্তিতে আমি বেঁচে থাকতে চাই। আমি দেখতে যদি তুচ্ছ না হয়ে থাকি তাহলে হে আনন্দ, আমাকে নিরাশক্তভাবে উচ্চে স্থান দাও। বলতেই আনন্দ দু'বাহু বাড়িয়ে দিয়ে পল্লবীকে আকর্ষণ করতে চাইলে পল্লবী সরে দাঁড়াল। না, না, এভাবে তোমাকে পরাভূত হতে আমি কি আহ্বান করতে পারি? আমি বরং এখনো বলছি হে আনন্দ, ভালোবাসার পরাক্রম প্রকাশ করো। দৃঢ় হও অজেয় অক্ষরের মতো, একবার সমস্ত কামনা-বাসনা নারী সব কিছুকে সরিয়ে দিয়ে তুমি উত্থিত হও। তোমার ভেতর থেকে নির্গত হোক কাব্যের ঝর্নাধারা। এবং আড়ালে যেখানে তুমি কাব্যের আরাধনা করো সেখানে গিয়ে রচনা করো কাব্য, ভাষা, আশা; নিরাশা, হতাশা দূর হোক, বন্ধ্যাত্ব বর্জিত হোক, স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠুক কাব্যের ঝঙ্কার। মিল চাই, মিলের পর মিল। যেন মানুষের হৃদয় চৌচির হয়ে ঝরে পড়তে চাইছে। হে আনন্দ, দৃঢ়তা দরকার। সাধনা ও সংযম দরকার। তুমি তো জানোই, কারণ তুমি প্রকৃত কবি, অপরাজিত শক্তি। তোমার মধ্যে সংগুপ্ত আছে, হে কবি, হে কীর্তিমান, হে অফুরন্ত যশের অধিকারী। এটা সৃজনের মুহূর্ত আমাকে এই মুহূর্তে ত্যাগ করে তুমি অন্ত রালে যেখানে বসে তোমার কাব্যস্ফূর্তি পায়, সেখানে চলে যাও। তা হলে আমার কোনো দুঃখ হবে না। যাও হে আনন্দ, কাব্যের জন্য অন্তরালে যাও। আড়াল গ্রহণ করো এবং লিখতে থাকো যা তোমার ভাষার মাধুর্যে লাবণ্যময় হয়ে কাব্যে ছড়িয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

বলতে বলতে পল্লবী সহসা নিজেকে যেন গুটিয়ে নিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল। তার কেশপাশে তার মুখাবয়ব ঢাকা পড়েছে। শুধু আভাসে বোঝা যাচ্ছে এই নারী এক অফুরন্ত লাবণ্যময় কোমলতার আধার।

এ সময় আনন্দ একবার ভালো করে পল্লবীকে দেখলো এবং মৃদু শব্দে বলল, তুমি এত সুন্দরী হে নারী। তোমাকে এখন একবার দেখলে তপস্বীদের তপস্যা ভেঙে যাবে। তোমাকে একবার দেখলে দেব-দানব, ভূত-প্রেত সব কিছুই লালসায় গলিত হয়ে ঘামতে থাকবে। সংবরণ করো হে নারী, আবৃত করো হে নগ্নতা, ঢাকো হে উন্মুক্ত অগ্নিশিখা, ঢাকো, ঢাকো। নির্বাপিত হও, লেলিহান শিখা নিজের মধ্যে সমাহিত করে নাও। আমি এবার অন্তরালে যাচ্ছি, যাচ্ছি যদি কিছু রচনা করতে পারি। মিলে বন্ধনে বাক্যে আমি এখন কবির কর্তব্য পালনে আড়াল চাই। অবগুণ্ঠন চাই এবং আবৃত হোক সব কিছু যা দেখার আমি তো দেখেছি। এখন লেখার মুহূর্ত, দেখার কাজ শেষ, শুধু লেখা লেখা লেখা... ...

বলতে বলতে আনন্দ এই স্থানটি ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হলো, সহসা পেছন থেকে পল্লবী খিলখিল হাসিতে বাতাসকে কাঁপিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, ওহে পলায়নপর খরগোশ, কোথায় পালাবে; এই মুহূর্তে আমার আত্মা, আমার যৌবন জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠতে চাইছে, কোথায় পালাবে তুমি, আরো কিছুক্ষণ থাকো। যখন সৃষ্টির সময় হবে তখন আপনা থেকে আমি নিজেকে গুটিয়ে সরে দাঁড়াব। কিন্তু এই মুহূর্তে যখন আমার মধ্যে আমারই রক্তের ঝঙ্কার শব্দ করে বেজে উঠেছে তখন হে কবি, হে আনন্দ, আমাকে একা ছেড়ে যেও না। কী হবে যদি কিছুক্ষণ সময়ের অনুশাসন না মেনে আমরা পরস্পরকে কেবল দেখতে থাকি। দৃঢ় হও, হে আনন্দ। তাড়াহুড়া করে এই সময়ে সান্নিধ্য বিশৃঙ্খল করে দিয়ো না। আমি তো তোমার জন্যই নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছি। তুমি তো বলো আমি সুন্দরী, আমি নিজেও জানি কাব্যের সৃজন মুহূর্তে আমি অপরূপ, আমার মতো আর কেউ নেই মর্ত্যলোকে। এটা শুধু আমার মুখের অহঙ্কৃত বাক্য নয়। এ হলো অলঙ্কার, কাব্যের জন্য যা একান্ত দরকার। আমি ঝঙ্কার, আমি নূপুরের শব্দের মতো সব কিছু বাজিয়ে তুলতে জানি, আমি নাচতে জানি, হে আনন্দ। আমি একটু নাচি না কেন– বলেই পল্লবী নাচের মুদ্রা উচ্চকিত করে শরীর দুলিয়ে নাচতে শুরু করল। তার হাত ও দেহের ভঙ্গিতে অকস্মাৎ কেমন যেন একটা সতেজ সাহসের সৌন্দর্য লীলায়িত

www.pathagar.com

হয়ে উঠল। আনন্দ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পল্লবীর নাচের মুদ্রা অবলোকন করে মৃদু শব্দে বলে উঠল, কী সুন্দর, কী অপরূপ এই নারী আমার সঙ্গিনী, তরঙ্গিনী; সব কিছুকেই কাঁপিয়ে তুলতে জানে। হে পল্লবী, তুমি সত্যিই অসাধারণ, তোমার মতো দ্বিতীয়টি আর নেই কোথাও। কিন্তু যদি এভাবে নাচের মুদ্রায় আমার ক্ষুদ্র হৃদয়কে মুষ্টিবদ্ধ করে ফেল তাহলে কাব্যের কী দশা হবে? হে মনোহরিণী, চির লাবণ্যময়ী, এবার একটু অবকাশ দাও। বিশ্রাম এই মুহূর্তে একান্ত দরকার। তা না হলে মহামুহূর্তের মন্ত্র উচ্চারণ আমি হয়তো ভুলে যেতে পারি। আমারও তো লোভ আছে, লালসা আছে এবং কাম আছে। সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যদি এখন একই সাথে জ্বলে ওঠে তাহলে কাব্য কলরব ইত্যাদি মূর্ছিত হয়ে পড়বে। একটু বিশ্রাম, বিরাম এবং আরাম কি দরকার নয়? এসো কয়েক মুহূর্তের জন্য একটু আরামের আরাধনা করি। তুমি তোমার সব কিছু উজাড় করে দিয়ে আমাকে সাহায্য করছো। আমি এখন অনুপ্রাণিত হয়ে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছি। বিশ্বাস করো আমি এতটা উদ্দীপিত হইনি।

বলতে বলতে আনন্দ পল্লবীর দিকে হস্ত সম্প্রসারণ করামাত্র পল্লবী তার বাহুটি ধরে শরীর বেষ্টন করে বুকের ওপর মাথা রাখল।

এক শান্তিময় বিশ্রাম বা বিরাম যেন এই স্থানটিকে হিল্লোলিত করে বইতে লাগল। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে আর শান্তি ও পরিতৃপ্তির একটা বলয় যেন এই পরিবেশের প্রাণীদের এবং একই সাথে প্রকৃতির অন্তরালবর্তী সব কিছুকে স্পর্শ করে মৃদু কম্পনে শিহরিত হতে লাগল। কাঁপছে সব কিছু, শব্দহীন মৃদু মরমর ধ্বনি উচ্চকিত হয়ে আছে। যেন প্রকৃতি পল্লব গাছপালা কান পেতে আছে। প্রকৃতির ভেতরে যা কিছু সতেজ ও বাঙ্ময় সব যেন নিঃশব্দে আরাধনা করছে নৈশব্দের। শব্দ নেই কিন্তু নিঃশ্বাস বায়ু নির্গত হচ্ছে অতি কোমলতায় এবং একই সাথে গাছের পাতা একটি-দু'টি করে ঝরছে মাটির আকর্ষণে, মনে হয় মাটি এখানে মন্ত্রদাতা আর সব কিছুই উৎকণ্ঠিত। নৈশব্দের সিক্ত শব্দ নেই কোনো কিছুর। শুধু নিঃশ্বাস বায়ু এখানকার বাতাসকে গ্রহণ করে নিঃশব্দ হয়ে কাল গুনছে। সময়ের স্রোত অতিবাহিত হতে যে অতিশয় মৃদু আলোড়ন তোলে এখন সেই মহামুহূর্ত বইছে।

বইছে সময়, বইছে বাতাস। এমন একটি মুহূর্ত যা কেবল কবিদের কল্পনার আকাশে ধরা দিলেও প্রকৃত পক্ষে এর অস্তিত্ব কেউ কোনো দিন

www.pathagar.com

স্বীকার করে না। একেই বলে হয়তো বা সৃজনের মুহূর্ত। সৃষ্টি হয় কাব্য, মহাকাব্য এবং মর্মরিত হয় ভাষা-আশা-ভরসা। অতি মৃদু এক বহমানতা বইছে সব কিছু ঘিরে, সময় বইছে মহাকালের সাথে মিলনে সম্পৃক্ত হতে।

এই আলোড়নের কোনো ব্যাখ্যা নেই, বিশ্লেষণ নেই; কেবল আছে মৃদু শিহরণ।

সহসা আনন্দ দু'হাত তুলে বলে উঠল, হে পল্লবী, বুঝতে পারছো না সময়ের বহমানতা সতত বইছে। কাল কালের ভেতরে মিলিয়ে যাচ্ছে। আর যা কিছু রচিত হবে তা আমার বুকের ভেতর এসে গুঞ্জরণ তুলছে। নিশ্চয়ই মহাকাব্যের কলরব আমি শুনতে পাচ্ছি। যদি আমাকে সাহায্য করো হে নারী, তাহলে তোমার সার্থকতা কাব্যের ইতিহাসে লিখিত হবে। বলতেই পল্লবী প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাতজোড় আনন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল– দেখো, দেখো, তোমার চেয়ে সুন্দরী জগতে আর কেউ নেই নেই, হে পল্লবী। তুমি প্রজাপতির মতো মৃদু স্পর্শ রেখে উড়ছো। তোমার পা রাখার স্পর্শে আমার ভাষা বিবরণ বিস্তার লাভ করুক। সব কিছুই দুলছে অথচ মৃত্তিকার কোনো কম্পন নেই। শান্তি, শান্তি, শান্তি বলতে বলতে আনন্দ আকাশে-বাতাসে এক মন্ত্র যেন উচ্চারণ করে মিশিয়ে দিতে চাইল।

মিশ্রিত হও হে বহমান সময়-কাল এবং কালান্তর দ্রবীভূত হও, গলিত হও। সুগন্ধে সুরভিত হও। আমি আনন্দ, কবিতার সৃজনক্ষমতা আমার আয়ত্তে আছে। আমি পঙ্‌ক্তি বিন্যস্ত করতে পারি, আমি মিল সৃষ্টি করতে পারি এবং আমি মিলন ঘটাতে পারি। আমার ওপর যারা আস্থা রাখে তাদের জন্য আমি অন্ত্যমিল, ঝঙ্কার, ঝঙ্কৃত বাক্য এবং কথার যে মাধুর্য মানুষকে অমরতা দান করে আমি সেই অমরতা। আমি অমৃত, আমি চিরজাগ্রত, আমি অবিনাশী, আমি সুন্দর, সুশীতল বারিবিন্দুর মতো ঝরনাধারা। ঝরে যাচ্ছি এই প্রকৃতি পল্লব এবং কবিদের পরিশ্রমের ওপর আমার সার্থকতা।

আনন্দের কলরবধ্বনিতে যেন সহসা মন্ত্রশক্তি নির্গত হয়ে সব কিছুকে বেষ্টন করে ঘূর্ণিপাক বিস্তার করল।

আনন্দ আকাশের দিকে দু'বাহু বিস্তার করে কম্পিত দেহে বলতে লাগল– এই তো কেঁপে উঠছে মৃত্তিকা আর আমার অবয়ব থেকে ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আমারই নিঃশ্বাস বায়ু। শক্তি দাও, হে সর্বশক্তিমান।

www.pathagar.com

মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে যেন বাতাসের একটা সজোরে ঝাপটা এসে স্থানটির পত্রপল্লবে কম্পন সৃষ্টি করে ক্রমাগত আছড়ে পড়তে লাগল।

আনন্দ অনেকটা মোহগ্রস্ত মানুষের মতো চোখ বন্ধ করে বলতে লাগল, সময় বইছে কালের ঘূর্ণনে, এখন তরঙ্গিত হবে মানব-মানবী, দৈত্য-দানব আর সজীব যা কিছু আকাশের দিকে ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। হে মহাকাব্যের তরঙ্গিত ঝঙ্কার, আমার সত্তার কম্পন তুলে বয়ে যাও। আমি সৃষ্টি করব বৃষ্টির ধারার মতো বাক্যের নির্ঝর। বলতে বলতে আনন্দ কম্পিত কলেবর নিয়ে উচ্ছলিত ঝরনাধারার মতো উৎক্ষিপ্ত হয়ে যেন ছড়িয়ে পড়তে চাইছে। এখন আর বাঁধ মানার কোনো পরিস্থিতি নেই। কেবল আছে সজোরে সাহসের সাথে ছড়িয়ে পড়ার বাসনা। সব কিছু কেমন যেন মস্ত শক্তিতে তরলিত, বিগলিত এবং একই সাথে বিবশ।

হে প্রকৃতি, হে বৃক্ষরাজি, পত্র ও পল্লব, আমি উচ্চারণ করি মন্ত্র। আমি শূন্যে ফুৎকার দিই সব কিছু বদলে যাক। যে বায়ু প্রবাহিত হয়, যা কিছু জগতে সুন্দর ও ছন্দময় তাতে এই মুহূর্তে কম্পন শুরু হোক। তরঙ্গ সৃষ্টি হোক এবং নৃত্যের শব্দের মতো ঘূর্ণন উঠুক। নাচো হে আত্মা, নাচো আমার রক্ত-মাংস, নৃত্যের নূপুরের মতো নাচের মুদ্রা হাতের ইঙ্গিতে বাতাসে মর্মরিত হোক।

এতে সব কিছুতে কেমন যেন সত্যি একটা ছন্দের তরঙ্গ বয়ে গেল। আনন্দ মৃদুস্বরে বলে উঠল– একি আদি অন্তহীন বাসনার ঝঙ্কার। কে শুরু করেছে এই প্রলয়ের তাণ্ডব।

আনন্দ একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলে উঠল– এই তো, আকাশ তেমনি নীল, এই তো বাতাস বইছে শীতল এবং স্বাভাবিক গতিতেই। সব কিছুই আমার চিন্তার চতুর্দিকে সঠিক ছন্দের দোলায় দোলায়িত হচ্ছে, অবিশ্বাস কিছুতে নেই, সবই বিশ্বাসযোগ্য, সবই বাস্তব। কিন্তু এ মুহূর্তে স্বপ্নের দরকার, স্বপ্ন না থাকলে কোনো কাব্যেরই মুক্তি ঘটে না। হে স্বপ্নের সন্ধ্যাতারা, আকাশের এক প্রান্তে মিটমিট করতে করতেই বলে দাও কবিতার কল্পনালতা কিভাবে উদ্ভিদের মতো একটি অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে আকাশের দিকে বাড়তে থাকে।

www.pathagar.com

কিন্তু প্রকৃতি পল্লব এবং এই শূন্য প্রান্তর নিরুত্তর, দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে যেন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।

আনন্দ হঠাৎ মৃদুস্বরে মন্ত্রের মতো বলতে লাগল, যাকে বলে সৃজনের মুহূর্ত এই তো। সারা দেহ আমার রক্তস্রোতের মতো বয়ে চলছে শব্দস্রোত। অথচ আমাকে লিখতে হবে নীরবে, নিভৃতে। এই খোলা আকাশের নিচে হয়তো বা বাক্যের আরাধনা স্বতঃস্ফূর্ত হবে না, আড়াল দরকার, আচ্ছাদন দরকার, অবগুণ্ঠন দরকার।

বলতে বলতে আনন্দ পল্লবীকে আকর্ষণ করে স্পর্শের বিদ্যুৎ তরঙ্গ স্পন্দিত করে বলল– খুশি হও হে নারী, আমি কাব্যের উপলব্ধি এই মুহূর্তে হৃদয়ে ধারণ করছি এবং বলতে চাইছি সর্বাবস্থায় একজন কবির পঙ্‌ক্তি বিন্যাস করা সম্ভব। অসম্ভব কিছুই নেই। অপারগতা কবিকে কখনো ব্যর্থ করতে পারে না, আমি সক্ষম, সবল ও সচেতন। এখন কাজ শুরু হবে, কিন্তু আমার যেহেতু আগামীকালই দেশের উত্তরাঞ্চলে এক বিধ্বস্ত এলাকায় যাওয়ার বাসনা রেখেছি। সে কারণে আগামীকাল ভোরেই শুভযাত্রা।

জয় হোক তোমার। এ কথা বলেই পল্লবী দু'হাত আকাশের দিকে উত্তোলন করে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। সবই কেমন যেন এক সৃজনের কম্পন অনুভব করে আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়েছে।

হে পল্লবী, আগামীকাল যেহেতু আমরা পরস্পরের হাত ধরে এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় পা বাড়াতে যাচ্ছি। সে কারণে আজকের দিনটা বিশ্রাম, বিরাম, আনন্দ ও পরমানন্দের। ইচ্ছে হলে বিশ্রাম নিতে পারো কিংবা নাচতে পারো, গাইতে পারো। হৃদয়ে আমারও একটা কলরবধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। হয়তো পাখিরা এই আনন্দে কলরবমুখর হয়ে পুলকের আভাস দিচ্ছে। কেবল হিল্লোল, শিহরণ ও নাচের মুদ্রা, হাতের ভঙ্গিতে প্রকাশ করো। কিংবা ঘুমিয়ে পড়ো স্বপ্ন দেখতে দেখতে। আরো একটি ভোরের জন্য আমরা এসো পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করি। এসো হে নারী সুন্দরীতমা, আপেক্ষা করি প্রভাত সূর্যের।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আনন্দ ও পল্লবী যথাসময়ে দেশের দুর্গত অঞ্চলে রওনা হয়ে গিয়েছিল। পথের নানা অভিজ্ঞতা, দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করতে করতে এসে পড়ল এক সমুদ্রসন্নিহিত দ্বীপ দেশে– সবই অচেনা, অজানা। কিন্তু আনন্দের হৃদয়ের মধ্যে তুমুল আনন্দে বাজতে লাগল রক্তের ঝনৎকার। মৃদুস্বরে আনন্দ পল্লবীর দিকে তাকিয়ে বলল, এ কোথায় এসে পড়লাম, হে নারী, হে প্রিয়তমা।

তোমার কথায় এসে এক শঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে উপস্থিত হলাম।

আমি তো বলেছিলাম, আমার অনুসরণ কোরো না, কিন্তু তুমি মানলে না, এখন দেখো সামনে কী আছে, কিছুই জানা নেই আমাদের। কিন্তু মানুষের কলরব শোনা যাচ্ছে। যেখানে মানুষের ভাষা আছে, সেখানে নিশ্চয়ই আমার মতো কবির আশাও আছে।

পল্লবী হেসে বলল, আমি তো ভীতত্রস্ত নারীমাত্র নই, হে আনন্দ। আমি সর্বাবস্থায় স্বাভাবিক এবং একই সাথে তোমার সঙ্গিনী। এক অসাধারণ কবি প্রতিভার সহচরী। আমার কোনো ভয়ের অনুভূতি সহসা আমাকে অভিভূত করতে পারে না। আমরা কালের স্রোতে প্রবহমান। ভাসছি। আর দুর্বার গতিতে বয়ে যাচ্ছি। আমাদের এই গতির গল্প তুমি তোমার রচনার ভাষার মাধুর্যে মর্মরিত করে তুলবে।

বলতেই আনন্দ বুকে হাত দিয়ে হাসল।

তোমাকে যতই দেখছি আমি দারুণভাবে উল্লাসে কাঁপছি। অদৃষ্টে যাই থাকুক আমরা তো এক জায়গায় বসে নেই। চলছি দুরন্ত গতিতে আর শুনছি মানুষ ও পাখিদের কলরব। সব কিছুই আমার কাছে কী যেন বলতে চায়। আমি সমস্ত বোবা প্রকৃতির মুখে ভাষা জাগিয়ে তুলতে পারতাম। আমি চাই আমরা দু'জন ছাড়াও কথা বলার জন্য প্রাণী ও প্রকৃতি একযোগে শব্দ করে উঠবে। বাক্যের জন্য শব্দ চাই। কীর্তির জন্য যেমন কবির কর্মের দরকার, তেমনি ভবিষ্যতের জন্য কবিত্বের ভাষা আমাকে সৃজন

www.pathagar.com

করতে হবে। মনে রেখো হে পল্লবী, সবাই কথা বলতে পারে না। কিন্তু নানা ভঙ্গিতে তরঙ্গ তুলতে পারে। কাঁপুনি তরঙ্গায়িত হয়ে বয়ে যায়। এতে যা কিছু বোবা-নির্বাক এবং নিঃশব্দ তাদের নিগূঢ়, নীরব শব্দ বেজে উঠতে থাকবে। আমি ভাষা সৃষ্টি করি বলেই জানি সব কিছুই এই গান প্রকৃতি পল্লব, যা কিছু দৃশ্যমান সবাই কথা বলতে ব্যাকুল। নৈশব্দের ভাষায় তারা বলছে প্রেমের কথা, ভালোবাসার কথা। ছন্দে, গন্ধে বেজে উঠুক যা কিছু নিঃশব্দ তার অন্তরালের আহ্বান। হে পল্লবী, তুমি কি শুনতে পাও আমার মাথার ওপর বৃক্ষরাজি পাতা ঝরিয়ে ভাষার গুঞ্জরণ তৈরি করছে। এমন একটি মুহূর্ত, হে নারী, অতীত অভিজ্ঞতার মধ্যে আমি এমনভাবে কখনো উপলব্ধি করিনি। আজ আমার কবিজীবনের অন্য একটি অধ্যায় শুরু হলো। আমাকে দু'হাত দিয়ে সাহায্য করো। সান্ত্বনা দাও।

বলতেই পল্লবী নাচের মুদ্রা তুলে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে ধীরে ধীরে অঙ্গ সঞ্চালন করতে লাগল– যেন এক নাগিনী ফণা ধরে আনন্দ হিল্লোলের সাথে কিছু অবলোকন করছে।

হে আনন্দ, আমি মানবী, নাগিনী নই এবং আমি তো তোমাকে প্রাণের অধিক ভালোবেসে প্রেমে আপ্লুত হয়ে স্থানে স্থানান্তরে অজ্ঞাত অচেনা নদীতীরে বইতে শুরু করেছি। আমাকে, হে কবি, বাহু বেষ্টনে পিষ্ট করে দিলে আমার বুকে তৃপ্তির মন্ত্র স্ফুরিত হতে থাকবে। আর তুমি লিখবে সমিল কাব্য, অক্ষয়, অমর কালজয়ী। বলতে বলতে পল্লবী আনন্দের মুদ্রিত চোখ দু'টিতে তার হাতের স্পর্শ বুলিয়ে দিলো আর তার আঙুলের স্পর্শে সহসা আনন্দের মুদ্রিত আঁখি পল্লব উন্মোচিত হলো– চোখ নয় যেন অতীতের কোনো রাজার জোড় দীঘি।

এত সুন্দর তুমি। হে আনন্দ, পুরুষ এতটাই রূপবান হয়। তোমার সমস্ত মাংসপেশি থেকে জেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলো, অন্ধকারের অন্তস্তল কাঁপিয়ে দিয়ে নির্গত হচ্ছে আলোর ধারা। এ সময় আমার মর্মেই দোলা লেগেছে, আমার ভয় হচ্ছে। হে আনন্দ, আনন্দে না তুমি দিশেহারা হয়ে রচনারীতি বিস্তৃত হও।

হে নারী, এ আশঙ্কা তো আমার মর্মেও মর্মরিত হচ্ছে। তবে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কবি। পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি আমি মনের মধ্যে আবর্তিত করছি।

www.pathagar.com

গুঞ্জন উঠেছে, কাব্যের গুঞ্জন। প্রকৃতির মধ্যে। একই সাথে আমার প্রাণের দেশে, সঙ্গোপনে।

তা হলে তো হে কবি, তুমি এক অসাধারণ সার্থকতার সিংহতোরণ অতিক্রম করতে যাচ্ছো। মনে রেখো হে কবি, হে পুরুষ। আমি এক অবলা নারী তোমার সঙ্গিনী পথপ্রান্তরে, দুঃখ-দুর্দশায় আমি হারিয়ে যাই আমাকে বিস্মৃত হইও না, হে কবি। তোমার কাব্যে কোথাও একটিমাত্র শব্দে আমার নাম উচ্চারণ করতে সঙ্কোচ বোধ কোরো না। আমি তো তোমাকেই ভালোবেসেছি। লোকসংস্কারের ভয়ে যদি কোনো কিছু উজাড় করে না দিতে পেরে থাকি তাহলে তোমার মহত্ত্ব ও মাহানুভবতা আমাকে ক্ষমা করুক। আমি তো একজন নারী ছাড়া আর কিছুই নই। আর নারীরা লতার মতো, অবলম্বন ছাড়া ওপর দিকে উঠতে পারে না। তুমি আমার অবলম্বন, হে আনন্দ। আর আমি এক অচেনা-অজানা পল্লব। আমার অবলম্বন, আঁকড়ে ধরার বিষয় তুমি ছাড়া আর কেউ নেই এই জগতে। আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করো করুণা, দয়া ও মমতায়। তবেই আমার জীবনকে আমি সার্থক, সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত বলে জ্ঞান করব। ধন্য তুমি হে আনন্দ, সুন্দর তুমি, সাহসী আর বীরপুরুষ আমি তোমাকেই জানি। তোমার কাব্যে কোথাও না কোথাও আমার নাম লিপিবদ্ধ করে অমরতার স্বাদ গ্রহণের সুযোগ দিয়ো।

পল্লবীর কথায় প্রকৃতির ওপর দিয়ে কেন যেন বাঁধভাঙা শব্দ তুমুল আলোড়ন তুলে বাতাসে এক ধরনের ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি হলো। আর ক্রমাগত পাতা ঝরে পড়তে লাগল। আনন্দ এতক্ষণ অবিচল শক্তি প্রদর্শন করে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। এখন পল্লবীকে বাহু বেষ্টনে আকর্ষণ করে বলল, হে নারী, আমি বুঝতে পারছি আমরা সভ্য জগতের সীমান্ত অতিক্রম করে গভীরে প্রবেশ করেছি। এখানে আছে আদিম বন্যতা এবং একই সাথে আছে প্রকৃতির মতোই কথা বলতে না পারার এক অসম্ভব বেদনা। এই বেদনাকে ভাষা দেয়ার দায়িত্ব নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, হে নারী, আমি নিশ্চয়ই ভাষার গুঞ্জন তুলব। শব্দ সৃষ্টি করব, আওয়াজে সব কিছুই মোহিত ও মর্মরিত হবে। আমিও তো কাব্যের অন্তরাল, অর্থাৎ কবিতার হৃদয় স্পর্শ করতে চাই। কিন্তু দেখো, এখানে প্রকৃতপক্ষে কোনো ভাষা নেই। জায়গাটা অনেকটা

www.pathagar.com

দীর্ঘশ্বাসের মতো শীতল, কিন্তু ঈষৎ লবণাক্ত। হে পল্লবী, হে নারী, তুমি অবলা নও, তুমি সবলা ও সাহসিনী। এই মুহূর্তে কাব্যের দুন্দুভি আমার অন্তরে বেজে উঠেছে। যদিও আমি এই মুহূর্তে কিছু লিখতে পারব না, কিন্তু আমি আমার চৈতন্যে সব কিছুই ধারণ করে রাখার ক্ষমতা রাখি, আমি সব মনে রাখব, বিস্মৃত হব না। আমি আমার প্রতিভা দিয়ে একই সাথে অন্তরের রক্তস্রোত মিশিয়ে দিয়ে রচনা করব। তুমি দেখতে পাবে, কবিতার অন্তরালে আসলে কী অসাধারণ উষ্ণতা লুকিয়ে আছে।

হে আনন্দ, তোমার বাক্যে আমার অন্তরের কাঁপুনি ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে। আমি তোমাকে অমরতার পঙ্‌ক্তি মিলনে সাহায্য করব। মনে রেখো আমি এখন এক কবির সৃজনরীতির বহ্নিশিখা হয়ে জ্বলে উঠেছি। তুমি কেবল আমাকেই দেখতে পাচ্ছো। শুধু রক্ত-মাংস দেখলে তো চলবে না, তোমাকে দেখতে হবে আমার অন্তরালে, আমার মাংসপেশির ভেতরে রয়েছে এক বহ্নিশিখা। যদিও আমায় জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমার মধ্যে আছে এক নারীত্ব, দয়ামায়া, মহানুভবতা এবং একটি অত্যন্ত গোপন শব্দের আহ্বান; যা মা মা বলে আমাকে আলিঙ্গন করে বেঁধে রেখেছে। হে আনন্দ, আমার কেবল একটি রূপই তুমি দেখছো। আর সেটি হলো আমি সুন্দরী, কমনীয় ও নমনীয়। কিন্তু ভালো করে তাকাও, আমার মধ্যে অনেক দূরবর্তী এক পবিত্র অন্ধকার লুকিয়ে আছে, সেখানে আমার আসল রূপ অর্থাৎ মা মা– এই উচ্চারণের গুরুগম্ভীর আহ্বান। আমি মাতৃ সম্বোধনে, হে আনন্দ, বিগলিত হয়ে যাই; আমার ভেতরে প্রস্তরীভূত কাঠিন্য আছে তা তরঙ্গায়িত হয়ে কোমলতায় ও নম্রতায় পর্যবসিত হয়ে যায়। হে আনন্দ, তুমি তো জানো আমি নাচতে জানি। আমার নাচনে আমি জানি কঠিন পুরুষও স্থির থাকতে পারে না। বিগলিত হয়ে থর থর কাঁপুনি তুলে ভূমিতে গড়াগড়ি যায়। আমি অবশ্য এই মুহূর্তে ওই রূপের পরিচয় দিতে চাই না। কারণ এখানে আমাদের উভয়ের একটি সঙ্কটকাল অতিবাহিত হচ্ছে। জানি না আমরা এখন কোথায় আছি। কেবল জানি, তুমি আমার পাশে আছো। কোনো ভয় আমাকে পরাস্ত করতে পারবে না। হে বীরশ্রেষ্ঠ, আমরা বিজয়ী হব। নিশ্চয়ই বীরত্বের মর্যাদা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আর কথা নয় হে পল্লবী, যদি কেবল ভাষাই উচ্চারণ করো তাহলে আমি তো তোমার বাকভঙ্গিতে তন্ময় হয়ে যাবো। আমাদের আসলে কাজ হলো

www.pathagar.com

এই মুহূর্তটাকে পঙ্‌ক্তিতে কাব্যে ও ছন্দের মিলে অভিষিক্ত করা। কারণ আমাদের জীবনে হয়তো বা এমন একটা মহামুহূর্ত নাও আসতে পারে। আমি কবি হলেও সতর্কতা অবলম্বন করতে যথেষ্ট অবস্থায় নেই।

পল্লবী উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

আসলে অসতর্কতা এবং অজ্ঞাত কোনো মানসিক শিহরণই মনে হচ্ছে কাব্য। যদি নাও হয় তাহলেও কাব্যের মহামুহূর্তের কাছাকাছি কোনো অবস্থা। হে কবি, হে আনন্দ, তুমি মাঝে মাঝে নির্বাক হয়ে কেবল তাকিয়ে থাকো কেন?

আনন্দ হাসল। আমি দেখি তোমার রূপ-লাবণ্য, ছন্দ-গন্ধ ইত্যাকার নানাবিধ প্রসাধন। যদিও তুমি কোনো অলঙ্কার পরিধান করোনি। তবুও তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে। তুমি তো জানো না তুমি কী অসাধারণ রূপ-লাবণ্যের আধার।

বলতেই খিলখিল হাসির শব্দে বাতাস তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল।

আমি কী? আমি যদি জানি তাহলে তুমি হে আনন্দ, হে কবি, হে স্বপ্নের অসাধারণ স্রষ্টা, লিখবে কী? আমরা কিছু জানি আর সবটাই অজানা-অচেনা এক অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে আছে। আজ প্রশ্ন না করে এসো আমরা যদ্দুর পারি একে অন্যকে অবলোকন করি; হয়তো এ দেখার মধ্যেই খুলে যাবে এক অজ্ঞাত অন্ধকারের দরজা। যেখানে আমাকে, হে আনন্দ, নারী হিসেবে নয়– এক অসাধারণ নগরী হিসেবে তুমি অবলোকন করবে। আমাকে আমার অতিরিক্ত কোনো রূপ-লাবণ্যের মহানগরী হিসেবে দেখতে পাওয়া যদি তোমার সৌভাগ্য হয় তাহলে হে আনন্দ, হে কবি, হে কীর্তিমান, আমার নারীত্বের সার্থকতা।

এ কথা বলার সাথে সাথেই আনন্দ সহসা কেমন যেন চমকে উঠল এবং পল্লবীকে আকর্ষণ করে দাঁড় করিয়ে দিতে দিতে বলল– দণ্ডায়মান হও হে সৌন্দর্যের মহানগরী, হে রূপের রূপকথা, দাঁড়াও এবং খুব ভালো করে আমাকে দেখো। আমি শুধু কবি নই, কর্তব্যপরায়ণ পুরুষ। তুমি যে মহানগরীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান সেই রূপের নগরীতে কারা বাস করে তা জানতে আমারও আগ্রহ কম নয়। কিন্তু তার আগে আমার ভয় আমরা কর্তব্য ভুলে ভিন্ন পথে কিসের টানে যেন চলে যাচ্ছি। ফিরে এসো হে

www.pathagar.com

নারী, হারিয়ে যাওয়ার চেয়ে, দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং দু'চোখ মেলে দেখতে দেখতে যাওয়া অনেক উত্তম। আমরা এখন পর্যন্ত সঠিক পথেই যাচ্ছি বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু যদি কোনো ভ্রান্তি ঘটে থাকে, তাহলে দাঁড়িয়ে তা দেখা আমাদের কর্তব্য।

এতে পল্লবীও কেমন যেন চৈতন্য ফিরে পেয়ে সোজা ও দণ্ডায়মান হয়ে চতুর্দিক অবলোকন করার অবকাশ পেল।

হে আনন্দ, যা কিছু আমরা আমাদের চতুর্দিকে দেখতে পাই, তার সব কিছুর ব্যাখ্যা কি আমরা জানি? না, জানি না। আমরা শুধু বিস্ময় ও হতবাক হয়ে দেখতে থাকি। আমরা সব যেমন দেখি না, তেমনি সব হৃদয়ঙ্গম করে ভবিষ্যতের জন্য জমা করে রাখি। কোনো অভিজ্ঞতাই ফেলনা নয়। কোনো সময় কোনো মহামুহূর্তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো আমাদের অভিজ্ঞতা আগুনের ফুলকি তুলে আমাদের চমকে দেয়, আমরা শুধু দেখতে থাকি। কবি হলে লিখি, কবি না হলে মর্মের ভেতর সঞ্চিত রাখি। আমরা জমাই এবং জমাকৃত সম্পদ আমাদের চলার পথে হতাশা দূর করে দেয়। আমরা চলতে থাকি আর কেবল বলতে থাকি আমাদের আত্মকথন, উপচে পড়ে কথার কারুকার্য। মানুষের কথামৃত কতই না বিস্ময়কর। কথা না হলে মানব জনমের কোনো সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না; কথাই হলো চলৎশক্তি। কথাই হলো কল্পনার কারুকার্যময় এক স্তম্ভবিশেষ, কথা কথামৃত এবং কথা বিদ্যুতের লতাবিশেষ।

আনন্দ তন্ময় হয়ে তার সঙ্গিনী পল্লবীকে কিছুক্ষণ দেখল; কিন্তু উদাসীন চোখদ্বয় চতুর্দিকের পরিবেশ পত্রপল্লব লতাপাতার এক আচ্ছাদিত অজ্ঞাত ভূখণ্ডে যেন ঘুরছে। আনন্দ মৃদু হেসে বলতে লাগল অতিক্রম করতে হবে হে নারী। আরো গভীরে গোপনে এবং এই প্রান্তরের প্রাণশক্তির সন্ধান করতে হবে। জানতে হবে যা অজ্ঞাত এবং মানতে হবে আমরা এক দুর্দশার রাজত্বে এসে পড়েছি। এখানে হে পল্লবী, বিশ্রামের অবকাশ নেই। আমার সাথে একটি পুরনো তাঁবু আছে। তা ঠিক করে বাস উপযোগী করতে হলে আমাকে এখনই কাজে হাত দিতে হবে। আমি তাঁবুটিকে দাঁড় করাই, তুমি আমাকে সাহায্য করো। আমি যেখানেই যাই, এই ক্ষুদ্র তাঁবুটি সাথে করে নিয়ে যাই। আজো নিয়ে আসতে ভুলিনি। এখনই তাঁবুটি দাঁড় করাতে হবে। বলতে বলতে আনন্দ তার পোশাক-আশাক এবং

www.pathagar.com

বিছানাপত্রের ভেতর থেকে তাঁবুটি বের করার জন্য তার গুটানো সজ্জার ভেতর থেকে তাঁবুটি খুলে ঘাসের ওপর রাখল। এই আমার ভ্রমণের তৈজসপত্র। আমি একটু কষ্ট করে এই জমিতেই তাঁবুটি দাঁড় করাতে পারব। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো কিংবা নিঃশব্দে বসে থেকে দেখতে থাকো।

পল্লবী বলল, হে আনন্দ, আমাদের এদিকে কে যেন আসছে। বলতেই দেখা গেল এক নারী, যার পোশাক-আশাকে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে বেশ মানানসই। মেয়েটি এসেই বলল– আপনারা কে গো, আপনাদের তো এখানকার মানুষ বলে মনে হয় না।

আনন্দ স্বর কোমল করে হাসিমিশ্রিত ভঙ্গিতে বলল, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। আমরা বহিরাগত। আমরা এ অঞ্চলের মানুষের দুর্দশায় আমাদের যৎসামান্য সাহায্যদ্রব্য নিয়ে এসেছি। এখন আমাদের একটু বিশ্রামের দরকার। আমরা খুবই ক্লান্ত, ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছি না। আনন্দের কথায় মেয়েটি হাসার ভঙ্গি করে বলতে লাগল, দেখতেই পাচ্ছি আপনারা উভয়ে অতিশয় ক্লান্ত-শ্রান্ত। আমি তো আপনাদের এখানে পৌঁছানোর কথা শ্রবণ করে অতিশয় বিস্মিত হয়েছি। আপনারা আমাদের দুঃখ-দুর্দশায় সাহায্য করতে এসেছেন শুনে আমি খুবই আনন্দ বোধ করছি। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে কাছেই আমার একটি বাসস্থান আছে। যদিও অযত্নে গড়া আমার কুটিরে কাউকে আহ্বান করতে আমার লজ্জা হয় তবুও আজ আপনারা আমার অতিথি, বলুন আমার সাথে আমার কুটিরে একটু বিশ্রাম নেবেন। বলতে বলতে মেয়েটি পল্লবীর হাত ধরল। আনন্দ আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল, আমরা হয়তো আশ্রয় পেলাম। আমাদের আমন্ত্রণ করে যিনি নিজের গৃহে নিয়ে যাচ্ছেন তাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই। এ কথা বলে দৃষ্টি বিনম্র করে মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল- আমরা আপনার আতিথ্য গ্রহণ করলাম। আমাদের সাথে করে আনা কিছু পোশাক-আশাক শুকনো খাদ্য ইত্যাদি সবই আপনি গ্রহণ করলে খুবই আনন্দিত হব।

আনন্দ একটু থেমে আবার বলতে লাগল, আমার নাম আনন্দ। আমি একজন কবি মাত্র। কাব্য রচনা করি, স্বপ্নের অর্চনা করি। সাহিত্যের মানুষ। আর এই নারী আমার সঙ্গ ত্যাগ করতে চায় না বলে বাধ্য হয়ে তাকে নিয়ে এসেছি এই অজ্ঞাত সফরে।

www.pathagar.com

এবার আগন্তুক মহিলাটি, বিস্মিত হয়ে আনন্দ ও পল্লবীকে পর্যবেক্ষণ করল। আপনারা অতিশয় দয়ালু মানুষ। কষ্ট করে এত দূর এসেছেন। এত দূর এসেছেন আমাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। যা হোক, আপনারা এখানে এই দুর্যোগ-দুর্দশার মধ্যে যত দিন থাকবেন তত দিন আমার কুটিরে অসঙ্কোচে অতিথি হিসেবে অবস্থান করবেন। চলুন, আমি আপনাদের আমার আশ্রয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে সামান্য কিছু মুখে দেবেন এবং আজকের দিনটা বিশ্রামে কাটাবেন। আগামীকাল থেকে আমি আপনাদের নিয়ে যাবো ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত এলাকাগুলোতে। মানুষের দুর্দশার কোনো সীমা নেই; যা হোক চতুর্দিক থেকে আরো সাহায্য সহায়তা এসে পৌঁছাচ্ছে। আমরা আমাদের এই দেশের মানুষের সহানুভূতি দেখে খুবই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনারা বুঝতেই পারছেন আমাদের এখন দুর্গতির সীমা নেই। কিন্তু আপনারা এসেছেন আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। আমি এখানকার এই এলাকার নেত্রী। আমাকেই সব কিছু সামাল দিতে হচ্ছে। আসুন, আমাদের যা কিছু আছে তা দিয়েই আপনাদের সেবা-শুশ্রূষা করার চেষ্টা করি। এ কথা বলতেই আনন্দ হাতজোড় করে মহিলার দিকে একটু ঝুঁকে বলতে লাগল, আপনার নেতৃত্বের আমি প্রসংশা করি। চলুন, আপনার বাসস্থানে যাই। এ মুহূর্তে আমাদের সামান্য খাদ্য ও বিশ্রামের একান্ত দরকার। আমরা আর ঠিকমতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

বলতেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে অপরিচিত মহিলাটি আনন্দের বাহুতে আকর্ষণ করল। সুডোল পেশিবহুল উষ্ণ হস্ত আনন্দের হাতটি স্পর্শ করলেই বোঝা যায় এর পেশিতে শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, আশ্রয় আছে, একই সাথে প্রশ্রয়ও আছে। যেন হাতের মাংসপেশি থেকে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে শক্তির বিদ্যুৎ। আনন্দ স্পর্শ করল সবার হাতের উষ্ণতা। আসুন, আপনাদের সব দুর্ভাবনার অবসান হোক, সব অবস্থায় আমরা পরস্পরকে সাহায্য-সহায়তা করি। আপনারা ক্ষুধার্ত, সামান্য কিছু আহার্য গ্রহণ করার জন্য আমার কুটিরে এসে একটু বিশ্রাম নিন। এর মধ্যেই সম্ভব সব কিছু করার চেষ্টা করে যাবো। মনে মনে আপনারা কোনোরূপ অসহায় ভাববেন না নিজেদের। আসুন, আমাকে অনুসরণ করুন, বলতে বলতে মাহিলা উঠে দাঁড়াল। আনন্দ এবার এই মহিলার দৈহিক ঘন ও শরীরিক শক্তির এক

www.pathagar.com

সুগঠিত নারীর লাবণ্যের বিদ্যুৎ ছটা অবলোকন করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল। মহিলাটি এবারে মৃদু হেসে আনন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার নাম বনলতা। এ অঞ্চলে সমস্ত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমার সম্পদসম্ভার অতি সামান্য, কিন্তু যখন মানুষকে বাঁচানোর কথা একবার উচ্চারণ করেছি তখন আমি তো আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে কুলিয়ে ওঠার চেষ্টা করে যাবো। আপনারা আমার অতিথি। আশা করি আপনাদের তেমন অসুবিধা হবে না। কষ্ট একটু হবে, আর সেই কষ্ট আমরা সবাই মিলে ভাগ করে নেব।

এই সুগঠিত স্বাস্থ্যবতী লাবণ্যময়ী নারীর আহ্বানে আনন্দ ও পল্লবী চোকিতে একবার বনলতার স্বাস্থ্য ও ভরাট দেহের দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়ার নিজেদের মনে কেমন যেন স্বস্তির বিদ্যুৎ খেলে গেল। আনন্দ নিজের সমস্ত হতাশা ত্যাগ করে উঠে বনলতার সুডৌল বাহু স্পর্শ করে একধরনের শক্তিশালী নারীর দেহের বিদ্যুৎ স্পর্শ করে কেমন যেন বিস্মিত হলো যেন বনলতার বাহু থেকে স্ফুরিত হচ্ছে বিদ্যুৎ তরঙ্গ। এমন একটি স্বাস্থ্যবতী, সুগঠিত নারীদেহ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। আনন্দ বলে উঠল আপনার স্বাস্থ্যই আপনার সৌন্দর্য।

আমরা পাণ্ডুর পাংশু শুষ্ক রূপের চর্চা করি না। মানুষ ওইসবকে সৌন্দর্য বা রূপ বলে। আমরা স্বাস্থ্যকে, গঠনকে এবং সক্ষম বাহুকেই রূপ বলে অভিহিত করি। যা হোক আপনাকে প্রশংসা কারার চেয়েও আপনি অধিক স্বাস্থ্যবতী, আমার দৃষ্টিতে সুন্দরী। এই কথায় বনলতা খিলখিল হাসির শব্দ তুলে বলে উঠল– হায় ভগবান, এই বিপদেও এই আগন্তুকের চোখে আমার দেহসৌষ্ঠবের নেশা লেগেছে। আমি যেখানেই যাই, পুরুষেরা কেবল বাসনার বহ্নি জ্বেলে দু'চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। আমি অবশ্য আমাকে গোপন করার জন্য কোনো আচ্ছাদন ব্যবহার করি না। কেন করব? আমি তো দেখতে কুরূপা নই। পুরুষ আমাকে দেখলে যদি চোখ ফেরাতে না পারে তাহলে দু'চোখ ভরে দেখতে থাকুক। দেখুক আমার বাহু, মুখাবয়ব। আমার চেহারা, নাক, মুখ, চোখ দেখুক না। আমি তো দেখলে আর ফুরিয়ে যাবো না। দেখো হে জগতের পুরুষ মহাশয়রা। দেখো আমাকে, বলো আমি তোমাদের প্রিয়তমা। বলেই খিল খিল হাসিতে অরুণাঞ্চল কাঁপিয়ে দিলো।

www.pathagar.com

আনন্দ হেসে বলল, সব কিছুই আমার মন ও বিবেকের ওপর আঁচড় কেটে যাচ্ছে। সবই সুন্দর, সবই কবিতার দু'টি প্রথম পঙ্‌ক্তির মতো সমিল ও সুন্দর। হঠাৎ আড়াল থেকে পল্লবীর হাসিভরা মুখখানি একবার চৌকিতে আলো ছড়িয়ে দিলো।

কিন্তু যা কিছু ঘটুক, এখন আমাদের একটু বিশ্রাম ও খাদ্য দরকার। কারণ সর্বাবস্থায় সতেজ না থাকতে পারলে এই অজানা-অচেনা অরণ্যের আদিমতায় কিভাবে অতিক্রম করতে পারব।

আনন্দের দিকে তাকিয়ে বনলতা হেসে বলল, আসুন আমার সাথে আমার গৃহে; যা কিছু আছে সেটা গ্রহণ করে ক্লান্তি দূর করুন। ভাববেন না কোনো বিপদে এসে পড়েছেন, আমরা গ্রাম্য হলেও অতিথিপরায়ণ। আপনাদের সেবা করে ধন্য হতে চাই। এক কথায় আনন্দ হেসে বলল, দেখুন আমি অবশ্য কবি মানুষ, স্বপ্ন, কল্পনা ও বাস্তবতা মিলিয়ে পৃথিবীকে দেখতে অভ্যস্ত। তবে আমি স্বীকার করছি, আপনার মতো ভরপুর, স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী নারী সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। এ কথায় বনলতা হেসে বলল, আমার স্বাস্থ্যের গঠন ও আকৃতির একটা খ্যাতি আছে এ অঞ্চলে। যা হোক আমি এসব নিয়ে গর্ববোধ করি না। এখন আমার কর্তব্য আপনাদের ক্ষুধা ও ক্লান্তি দূর করার ব্যবস্থা করা। আমার কুটিরে আসুন, সেখানে আশা করি আপনাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে পারব। আনন্দ হেসে বলল, আমরা কিছু খাদ্য, পোশাক সাথে নিয়ে এসেছি। এই সব কিছু আপনাকে অর্পণ করছি। আপনি এগুলো দুস্থদের মাঝে বিতরণ করতে পারেন– বলে একটি বান্ডেল বনলতাকে দেখিয়ে দিলো। বনলতা হেসে বলল– আপনাকে ধন্যবাদ, এসব সাহায্যদ্রব্য আমার এলাকায় নিয়ে এসেছেন। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, আপনাদের আনা দ্রব্য আজই আমার লোকজন দুস্থদের মাঝে বিতরণ করবে। আর আপনি একজন কবি, এটা তো ভারি খুশির কথা। আপনার নাম সম্ভবত আমি কোথাও শুনে থাকব। আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে আমরাও খুশি হয়েছি। আর কথা নয়, এখন আমার সাথে আসুন। আপনি ও আপনার সঙ্গিনী কিছু আহার গ্রহণ করবেন। বলেই বনলতা একে একে হাত ধরে আকর্ষণ করে তার আঙিনায় নামিয়ে আনল ওদের। তার কুটিরে আনন্দ ও পল্লবী এসে দাঁড়াতেই চতুর্দিকে এবং কুটিরের ভেতরে দৃষ্টিপাত করে একটু আবাক হলো। মনে হয় এই মহিলার অবস্থা

www.pathagar.com

যথেষ্ট সচ্ছল। ঘরে তৈজসপত্রের অভাব নেই। যতটুকু দৃষ্টিপাত করা যায় তাতে আনন্দ দেখল যে তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে বনলতার যথেষ্ট ব্যবস্থাই বিদ্যমান।

একটু পরেই অতিথিদের হাত ধরে বনলতা গৃহের ভেতরে একটি নরম সোফায় গিয়ে বসল। ঘরটির সজ্জা দেখে আনন্দ খানিকটা অবাকই হলো। ঘরটিতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা যেমন আছে তেমনি গৃহে প্রবেশ করেই গৃহকর্ত্রীর রুচির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। গৃহটি একেবারে ছোট নয়। একটি মাঝারি সাইজের টিনের ঘর। এ অঞ্চলে টিনের ঘর খুব বেশি নেই। ছনের ঘরই পরিলক্ষিত হয় বেশি। এই গৃহটি বনলতার সম্পদ ও প্রাচুর্যের আসবাবপত্রে সজ্জিত। আনন্দ মৃদু হেসে বলল, এখানে তো দেখি আরামেরও ব্যবস্থা আছে।

বনলতা হেসে বলল, দেখুন কবি সাহেব, আমরা গরিব হলেও ভিখেরি নই। ভগবান আমাদের সম্পদ, প্রাচুর্য, জমিজামা, ক্ষেতখামার অনেক দিয়েছেন। আমরা এসব চাষবাস করে খাই। আমি এ অঞ্চলের মানুষের জন্য জীবনপাত করে খাটি, তারাও আমাকে নেত্রীর মর্যাদা দিয়েছে। আমাকে সবাই বনমা বলে ডাকে। আমি সুখেই আছি। আপনাদের জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। এত দূর থেকে এতসব নিয়ে হাজির হয়েছেন। এটা তো আমাদের জন্য পরম আনন্দের খবর। তা ছাড়া আপনি নিজে স্বয়ং একজন কবি আছেন, তখন আমরাও কবিতার বিষয়বস্তু হতে পারি– বলে বনলতা খিল খিল করে হেসে ফেলল।

তবে পেটে আগুন জ্বলছে, আগে খাদ্য দরকার। যা হোক, এ কথা মুখফুটে বলতে হলো না। বনলতা বলল, আপনার নাম তো কবি আনন্দ। আমি এবং আমরা আসলে এই এলাকায় চাষবাস করে খাই। আমাদের খুব প্রাচুর্য না থাকলেও দারিদ্র্যের কষ্টে জর্জরিত নই। আপনারা যখন একবার আমার ঘরে এসে পড়েছেন, তখন ভাববেন আপনাদের আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। কোনো কষ্ট আপনাদের যাতে পোহাতে না হয়, সেটা আমাকে দেখতে হবে। কোনো কিছু দরকার হলে আমাকে বলবেন। কবি আনন্দ আমার অতিথি, এটা আমি ভাবতেই পারি না। সন্দেহ নেই আমি ভাগ্যবতী। আর আপনার সঙ্গিনী মনে হয় একটু কাতর হয়ে পড়েছেন। খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলে সেই অবসাদ দূর হবে। কোনোরূপ সঙ্কোচ

www.pathagar.com

করবেন না। আমাদের পরিপার্শ্ব একটু গ্রাম্যতায় ঘেরা হলেও আমাদের মন গ্রাম্য নয়।

আমরা খুবই সন্তুষ্ট যে দেশের কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা আমাদের দুর্যোগ মুহূর্তে এসে হাজির হয়েছেন। এটা তো ভাবাই যায় না। একটু কষ্ট হলেও আপনাকে এখানে আমরা আনন্দের মধ্যে রাখার চেষ্টা করব। ইচ্ছে করলে এখানে বসে কাব্যও রচনা করতে পারেন। তাহলে তো আমার সুখের সীমাই থাকবে না।

আনন্দ হেসে বলল, হ্যাঁ, আমার ভেতরে কোথাও অনেক দূরে একটা কলরব গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি। যেন অনেক মৌমাছি একসাথে গুঞ্জন তুলছে। কুটিরের ভেতরে ভালো করে দেখল। ঐতিহ্যবাহী শিকে ঝুলছে, চিত্রবিচিত্র মাটির পাত্রে নরনারীর ছবি আঁকা। ঘরের ভেতরে একটি পোড়ামাটির কারুকার্যময় স্তম্ভ রয়েছে, এতে যূথবদ্ধ হংসী সাঁতার কাটছে, আরো নানারূপ মাটির পুতুল, খেলনা সুন্দরভাবে সাজানো। ঘরটিতে প্রবেশ করলেই শৈল্পিক শিষ্টাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যেই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি খাদ্যদ্রব্য আহার্য সামনে রেখে দেয়া হলো। আনন্দ বলল, আমি আর বিলম্ব করতে পারছি না। এসো হে পল্লবী, তোমার তো আবার ভুক-পিয়াসা আমার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম।

মোটেই কম নয়। তুমি তো আমাকে হিসাবের মধ্যে আনো না। আমি ক্ষুধার্ত থাকলে মনে রাখবে, তোমাকেও খেয়ে ফেলতে পারি। বলেই উচ্চ শব্দে হাসতে লাগল।

আনন্দ তার কানের কাছে মুখ লাগিয়ে বলল, তুমি নিজেই বলছ তুমি রাক্ষুসী।

গৃহকর্ত্রী এইবার হেসে বলল– খেতে হলে সভ্যতা বজায় রেখে খাওয়া যায় না। রাক্ষুসীর মতোই খেতে হয়। আপনারা খান, ক্ষুধার্ত মানুষেরা যেভাবে খায় সে ভাবেই খান। আনন্দ ও পল্লবী হাত ধুয়ে নিয়ে উষ্ণ আহার্য খাওয়ার জন্য হাত বাড়াল। এবং বেশ রুচিকর দ্রব্য সামনে সাজানো পেয়ে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে খাওয়া আরম্ভ করল। ক্ষুধার্ত মানুষ প্রচুর মাছ, গোশত, শাক ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য হাতের কাছে পেয়ে খেয়ে ভোজন শেষ করল। খাওয়ার পর হাত ধুয়ে আবার ঘরের ভেতরে এসে আসন গ্রহণ করে পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে বলল, আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে।

www.pathagar.com

আমরা এই অরণ্যের আদিম এলাকায় এসেও রুচিকর খাদ্যদ্রব্যে উদর পূর্তি করতে পারলাম। কবিরা অবশ্য সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় খাদ্যদ্রব্যে, আমি ভাবতে পারিনি আমাদের জন্য এই বনলতা দেবী এমন সুন্দর আয়োজন করে রেখেছেন। আমি যতই দেখছি তার দেহের সৌন্দর্য, লাবণ্য এবং স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ছি।

পাশ থেকে পল্লবী বলে উঠল, দেখো আবার প্রেমে পড়ে আমাকে ভিখেরি করে যেও না। এতে সবাই একসাথে হেসে উঠল।

বনলতা বলল, দেখুন, আমাকে নিয়ে আপনাদের বেশি ভাবতে হবে না। আমি গ্রাম্য গোঁয়ার মহিলা। আমি চাষবাস করি। প্রয়োজনে লাঙ্গলে মুঠো ধরতে অসুবিধে নেই। আমি সারা দিন কাজ করি। ঘাম ঝরিয়ে মাটিতে শস্য ফলাই। আমাদের তেমন প্রাচুর্য না থাকলেও অভাবের মধ্যে কাল কাটাতে হয় না। আমরা শস্যের প্রতিটি দানার জন্য ধান, কাউন, মরিচ, মসলার জন্য এখানে বীজ বপন করি। আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাই কিভাবে অঙ্কুর উদগম হয়। মাটি ফাটিয়ে শস্যের চারা ধীরে ধীরে মাথা তোলে। আমাদের দেখার বাস্তবতা এবং শেখার আগ্রহ খুবই বেশি। আমরা দেখি শিখি। ফলাই এবং মাড়াই করে গোলায় তুলি। আমাদের শরীর থেকে ঘাম ঝরে পড়ে। আমরা নির্মল বায়ুতে নিঃশ্বাস টেনে বুক ভর্তি করে এবং বাতাসে শ্রমের ক্লান্তি ঝরিয়ে বাঁচি। আমদের সম্বল আমাদের পরিশ্রম, আমাদের চাষবাস, আমাদের জমিজমা এবং সবুজ শস্য ক্ষেত্র। দেখুন দেশের সমুদ্রাঞ্চল পর্যন্ত চাষের আওতায় এনেছি। আমি তো আগেই বলেছি আমাদের নারীরা শুষ্ক, শীর্ণ, পাণ্ডুর, ক্লান্ত নারী নয়। আমাদের সব নারী-পুরুষই পরিশ্রমী পেশিবহুল কর্মক্ষম সবল বাহুর অধিকারিণী, কর্মঠ, একই সাথে লাবণ্যময়ী নারী প্রতিভা আমাদের অফুরন্ত। আমরা স্বাস্থ্যকেই সৌন্দর্য বলি। আমরা সুঠাম দেহের প্রশংসা করি। এ জন্যই আমাদের মধ্যে নারীমাত্রই সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী কর্মক্ষম এবং কর্তব্যপরায়ণ হয়। আমরা কাউকে ভালোবাসলে তার জন্য সর্বস্ব উজাড় করে তার পদতলে নিবেদন করি। আমরা প্রেমের জন্য প্রাণ দিই। আমাদের ঘর আলস্যের বিশ্রাম নয়। কর্মঠ নারী-পুরুষের বিশ্রাম ও নিদ্রার স্থান। আমাদের স্বপ্ন হলো শস্য ফলানোর স্বপ্ন। যে বেশি শস্য ফলাতে পারে আমরা তাকে ফলবান এবং সুস্থ পুত্রসন্তান জন্ম দেয়ার

www.pathagar.com

মাতৃগর্ভ হিসেবে বিবেচনা করি। আমাদের মধ্যে কেউ অসুন্দরী নেই। অসুস্থ থাকা যায় না, আমরা সবাই সুস্থ ও সবল দেহের অধিকারী। আমরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কাজ করে, পরিশ্রম করে ফলবান করে তুলি। আমরা ফলাই এবং গোলায় তুলি। আমাদের আহার্যের দ্রব্যে দারুণ পরিতৃপ্তি লুকিয়ে আছে। আজ আমাদের এখানে দেশের একজন খ্যাতিমান কবির আগমন ঘটেছে। এতে আমরা অনেক আনন্দ ও নিজেদের সৌভাগ্যবতী বলে মনে করছি।

আনন্দ সারা মুখে হাসির বিদ্যুচ্ছটা ছড়িয়ে দিয়ে একটা গানের কলি গুনগুন করে গেয়ে উঠল। সাথে পল্লবীও নাচের ভঙ্গি করে ঘুরে ঘুরে আনন্দকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। একটি মধুর দৃশ্যের অবতারণা হলো। পল্লবীর সহসা মনে হলো শ্বেতবর্ণের এক অগ্নিশিখার মতো যেন তেজ ছড়িয়ে নৃত্য করে চলছে। কে তার সাথে, কে যেন গেয়ে উঠল সুন্দরী কমলা নাচে... গানটির তালে তালে হাতের তালি বাজিয়ে দর্শকেরা সমর্থন জানাতে থাকল আর পল্লবী দেহ হেলিয়ে-দুলিয়ে একটি অসাধারণ আনন্দময় মুহূর্তের সৃষ্টি করল।

সবাই আনন্দে, উল্লাসে স্থানীয় সৌন্দর্যের যেন একটি অংশ হয়ে উঠতে চায়। গাছ, প্রকৃতি, পল্লব সবুজ দিগন্ত এবং স্বাস্থ্যবতী নারীর উপস্থিতিতে স্থানটি মুখরিত হলো। পরিতৃপ্তি এবং পরাক্রম প্রকাশের সুযোগ পেয়ে যেন এখানকার সবাই একবার নেচে উঠতে চায়। এ সময় আনন্দ একটি কাগজের পৃষ্ঠার ভাঁজ খুলে পড়তে লাগল এবং তার ভাষা মুহূর্তের মধ্যে শ্রোতাদের কানে যেন ঘুঙুর শব্দের মতো তরঙ্গ তুলে নাচতে লাগল। কে একজন গাইতে লাগল...

তোমরা দেখো গো আসিয়া

কমলা নৃত্য করে

হেলিয়া দুলিয়া।

এই গানের ধুয়া মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল এবং স্থানটিকে করে তুলল অত্যন্ত শিহরণমুখর এক উদ্যানের মতো।

এই দৃশ্যটি মুহূর্তেই উপস্থিত নরনারীদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল।

www.pathagar.com

একসময় বনলতা উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলে উঠল, হে এই আদিম অঞ্চলে আগত অতিথিরা, আজ বহু দিন পরে এ অঞ্চলে আপনারা আনন্দের শিহরণ বইয়ে দিয়েছেন। আপনাদের পেয়ে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। কবি আনন্দের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আপনার কাব্য লেখার ক্ষেত্রে যদি যৎসামান্য উপাদান আমাদের এখান থেকে গ্রহণ করেন তবে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

এতে আনন্দ উৎফুল্ল হয়ে বলল– হে গ্রামবাসী, আপনারা নিশ্চিত থাকুন। আপনাদের এই মধুর পল্লীর অঞ্চলের প্রকৃতি পল্লবে, গাছে নদীতে, শস্যের মাটিতে, যেখানে যেটুকু কাব্যের উপাদান আমার চোখে ধরা দেবে আমি তা আমার মনে এক অদৃশ্য হস্তে লিপিবদ্ধ করছি। মূল লেখার কাজটি আমি সব সময় দেখার একটু পরেই শুরু করি। আমি বিশ্বাস, বাস্তবতা, স্বপ্ন ও নরনারীর সাহসিকতাকে অতি উর্ধ্বে স্থান দিয়ে থাকি। আমি প্রেমকে এক অপরাজেয় বিষয় হিসেবে এতকাল বর্ণনা করে এসেছি। আমি আমার রচনায় আমার কবিত্ব শক্তির যতটুকু সাধ্য তার সবটুকু নিংড়ে সৃষ্টি করব সমিল পঙ্‌ক্তি। আমি ভাষার সাথে আমার শরীরের রক্ত মিশিয়ে দিয়ে কাব্য সৃষ্টির প্রয়াসী। এ দেশের প্রায় সবাই তো আমার নাম এবং রচনার স্বাদ গ্রহণ করে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমি আমার পাঠকদের মনে দারুণ কৌতূহল এবং একই সাথে আস্থা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে কলম হাতে নেব এবং আশা করি, এর জন্য আপনাদের বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না। ভ্রমণ শেষ করে ঘরে এসে আমি শান্তিতে এই কাব্য শুরু করতে চাই। আমার বিশ্বাস আমি বিজয়ী হব। এমন কিছু লিখব যে ছন্দে গন্ধে এ অমর উৎসাহ গুঞ্জরিত করবে। মানুষ আমার মহাকাব্য অধ্যয়ন করে হাসবে, কাঁদবে ও ঘুমিয়ে পড়বে। আবার নিদ্রা থেকে জাগরিত হয়ে চোখ বন্ধ করে পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করবে।

পল্লবী হেসে নাচের ঘূর্ণন শেষ করে বলে উঠল– হে কবি, হে স্বপ্নচারী, হে সার্থক জন্মের পুরুষ লহ আমার অঞ্জলি, লহ আমার নমস্কার এবং আমার দেহ-মনের সমস্ত আবেগ-উচ্ছ্বাস। আমি আত্মসমর্পণ করি এক কবির জন্য। আর সে কবি হলে তুমি হে আনন্দ, তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

আনন্দ আপ্লুত হয়ে মুদ্রিত চোখদ্বয় ধীরে ধীরে মেলে একটু স্থির হয়ে পল্লবী ও বনলতাকে একনজর দেখল। মৃদু হেসে বলে উঠল, আমার দৃষ্টি

www.pathagar.com

সার্থক হোক এখানে এই অরণ্যানী পরিবেষ্টিত ভূমিখণ্ডের ভেতর এমন মধুরতর সৃজন উদ্দীপনা আমাকে উদ্ভাসিত করবে তা আমি আগে ভাবিনি। আমি অভিভূত, আমি শিহরিত একই সাথে আমার রক্তপ্রবাহ দেহের অভ্যন্তরে দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে; আমি বুঝতে পেরেছি কাব্য রচনার দায়দায়িত্ব যার ওপর বর্তায় তিনি কিভাবে অনুপ্রাণিত বোধ করেন। হে পল্লবী ও বনলতা, আপনারা এই দুই রমণী প্রতিভা সত্যি অসাধারণ রূপবতী রমণী। পার্থিব পৌরুষ যাদের অন্তরে আছে তারা আপনাদের মতো বহু গুণে গুণান্বিত রমণীদের রোমাঞ্চকর দেহসৌষ্ঠব এবং একই সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দেখে নিজেদের খুশি, আনন্দ ও উল্লাসে সংবরণ করতে পারবেন না। আমি কবি হলেও মনুষ্য জাতির মধ্যেই জন্মেছি। আমি অকপটে স্বীকার করছি, এক অভূতপূর্ব রমণীয় মুহূর্ত অতিক্রান্ত হচ্ছে আমার ওপর দিয়ে। আমরা উর্বশী রম্ভার নাম শ্রবণ করেছি; কিন্তু আমার বিশ্বাস তারা কেউ এই উপস্থিত আমাদের সামনে যে দীপ্যমান দুই নারী প্রতিভার রূপ-লাবণ্যকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না। আমি অভিভূত মন্ত্রমুগ্ধ ও প্রকৃতি এবং পল্লবে আচ্ছাদিত এই স্থানটির মহিমা কীর্তন করি। আপনারা আমার ওপর আস্থা রেখেছেন আমার ভবিষ্যৎ কবিকর্মের ওপর ভরসা রাখুন। আমি সর্বশক্তি দিয়ে হৃদয়ের সমস্ত ধুকপুকানি উজাড় করে সৃষ্টি করব এক মহাকাব্য, এক মহাবৃত্তান্ত। তার সাথে এ দেশের প্রকৃতির অসাধারণ রূপবৈচিত্র্যের। আমি এখন থেকে বনলতাকে এবং একই সাথে তার রূপ-লাবণ্য এবং মধুর হাসিটিকে রচনায় অমর করে রাখার অক্ষর ও ছন্দের জন্য তদুপরি মিল ও ভাষার মিশ্রণের জন্য চিন্তা করতে থাকব। আমি স্বপ্নে লিখব, জাগরণে লিখব। আমি ঘুমিয়ে কাব্যের আরাধনা করব। জেগে উঠে কবিতার অর্চনায় পরিশ্রম শুরু করব। কোনো ত্রুটি থাকবে না আমার কোনো কাজে। বিনয়ের সাথে বলি, কাব্য রচনায় আমি যেটুকু দক্ষতা অর্জন করেছি তার সবটুকু আমি নিজের ভাষার তরঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে এক মহাকাব্যের আয়োজনে মেতে উঠব।

তার কথায় সবাই বলে উঠল– জয় হোক কবির, জয় হোক ছন্দের, জয় হোক গন্ধের, জয় হোক দৃশ্যের এবং একই সাথে জয় হোক অদৃশ্যের। এমন মহামুহূর্ত আমার জন্য আর আসবে কি না তা আমি জানি না, বলল বনলতা। তবে এই মুহূর্তেই আমার জীবনকে আমি সার্থক মনে করছি।

www.pathagar.com

আমার নারীত্ব, আমার যৌবন, আমার রূপ, আমার স্বাস্থ্যকে আমি ধন্য মনে করছি। আমি প্রাণপাত করি আপনাদের সবার উদ্দেশে। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন এবং এই কবির কর্মে অকাতরে সাহায্য করতে আমাকে সহায়তা করুন।

সবাই এক বাক্যে বলে উঠল তথাস্তু।

স্থানটিকে ঘিরে আনন্দের হিল্লোল বইতে লাগল। হাওয়ায় জেন কোনো অজানা বনফুলের সুঘ্রাণ ভেসে আসছে। প্রকৃতি ও পল্লবে শিহরণ বইছে। নাচছে পুরুষের রক্তধারা। আর নারীরা আনন্দে আত্মহারা। খুশিতে আনন্দ একবার বলে উঠল– হে বনলতা, আপনাকে যদি আমি শুধু বন্যতা বলে আদর করে সম্ভাষণ করি তাহলে আশা করি আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না। আমি আপনাকে, আপনার দেহবল্লরীকে যতই অবলোকন করছি ততই আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছি এবং একই সাথে মনে মনে ভাবছি– স্রষ্টা, তুমি নারীদের এমন অপরূপ করে সৃজন করেছ। আমার অঞ্জলি লহ, লহ আমার সালাম।

পেছন থেকে পল্লবী বলে উঠল, এটা কি পুরুষদের রমণী পূজা। বলতেই সবাই একযোগে হেসে ফেলল।

বনলতা হেসে বলল, আমার নাম দিয়েছেন কবি আনন্দ মহাশয় বন্যতা বলে। আমি কিন্তু ঈষৎ গোঁয়ার প্রকৃতির নারীই বটে। আমি এই অরণ্যের ভেতরে পুষ্পের উদ্যান রচনা করি এবং একবার যারা আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, বিনয়ের সাথে বলছি, তারা আমাকে বিস্মৃত হবেন না।

এমন একটি নারীরত্ন আমরা এই দুর্গম গ্রামাঞ্চলে নিত্য অবলোকন করার সৌভাগ্য অর্জন করব তা কিন্তু আমাদের কল্পনাতেও ছিল না। আনন্দের মুখ দিয়ে মৃদু উচ্ছ্বাসের মতো এ কথাগুলো উচ্চারিত হওয়ামাত্র সবাই দারুণ পরিতৃপ্তিতে মৃদুহাস্যে বনলতার দিকে দৃষ্টিপাত করল।

বনলতা ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বলল, পুরুষেরা যখন একযোগে কোনো নারীকে প্রত্যক্ষ করতে থাকেন তখন সে নারী ঈষৎ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিনয়ে গলতে শুরু করে। আমার ভেতরটা নরম হয়ে আমার চোখের অশ্রুতে পরিণত হয়েছে। ভাববেন না আমি কাঁদছি, মানুষ তো খুশিতেও অশ্রুপাত করে। এটা আমার আনন্দের অশ্রু। আনন্দ তরল এবং নিঃসন্দেহে কবি আনন্দের আগমনে উচ্ছ্বসিত। হে কবি, অমরতার রচনাকারী, আমাকে কোনো দিন বিস্মৃত হবেন না। আমি সব সময় অতীতে আপনার কথা বলে এসেছি। কারণ আপনার চেয়ে আপনার সুখ্যাতি আমাদের দেশে কূল ছাপিয়ে

www.pathagar.com

গেছে। আমার নমস্কার, হে কবি। হে ক্ষণজন্মা পুরুষ, হে মহান পদকর্তা, পদ্যের নির্মাতা, শব্দের সম্মোহনকারী।

এ কথার পর সবাই পল্লবীর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখেই চোখ নামিয়ে নিলো। কারণ পল্লবীর দেহে এক অসাধারণ লাবণ্যময় আলোকছটা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

এই অবস্থা দেখে সহসা বনলতা বলে উঠল, আমরা এখানে যারা উপস্থিত আমি তাদের সবারই কম-বেশি সৃজনক্ষমতা ও কাব্যের উপাসক। কবিতা কি তা আমরা ঠিকমতো বলতে না পারলেও এটা জানি, কবিতা হলো এক অপার্থিব রহস্যের আধার। ইচ্ছে করলে কেউ কাব্য রচনা করতে পারে না। দরকার কবিত্বশক্তি, স্বপ্ন ও সাহসিকতা। তা ছাড়া পরিশ্রম ছাড়া সাহিত্য কখনো কাউকে গৌরব দান করতে চায় না। আমরা জানি, আনন্দ মহাশয় এক অসাধারণ কবিপ্রতিভা। তিনি আমাদের আয়োজনকে সম্মানিত করেছেন। আমরা তাকে প্রণাম করি এবং অভিনন্দন জানাই।

এবার আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলতে লাগল, হে আমার সঙ্গী ভ্রাতা ও ভগ্নীরা, একটি অসাধারণ মুহূর্তের মধ্য দিয়ে আমরা অগ্রসর হয়ে চলেছি। আমাদের মন আনন্দে ভাসছে। উচ্ছ্বাসে কবিদের মন গুঞ্জরিত হয়। আমার দেহে এখন শব্দের শিহরণ তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে। ভাষার মাধুর্য নিংড়ে নিতে আমি সদাপ্রস্তুত, তবে অতিশয় আনন্দের মুহূর্তে কবিরা উচ্ছ্বাস ত্যাগ করতে পারে না বলে কবিদেরও বিশ্রাম ও স্থিতি দরকার। পরে অবশ্য পঙ্‌ক্তি রচনা আরম্ভ করা যায়। কাব্য চিরকালই এক রহস্যময় শিল্প। আজ পর্যন্ত এর কোনো কূলকিনারা কেউ বর্ণনা করতে পারেননি। তবে যারা কবি তারা রচনা করতে পেরেছেন। আমরা যা পারি কাব্যের আকারে, তা যতটা না বাস্তবতা তার চেয়ে বেশি স্বপ্নের কুয়াশার দ্বারা আবৃত কুহক। সবটাই দারুণ রহস্যময়। রহস্য না থাকলে কাব্যের শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয় না। এখন এ নিয়ে আর আলোচনা না করে আসুন আমরা একটু পরস্পরকে দেখি এবং আন্তরিক সৌহার্দ্য সৃষ্টির বন্দনা করি।

জয় হোক কবিতার, বলে বনলতা উচ্চ শব্দে সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধতার ঘোর কাটিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে চাইল। সবাই বুঝল এ মুহূর্তে আর কাব্য নয়, বরং মানুষের সৃজনক্ষমতার জন্য একটু অবসর এবং চিন্তার অবকাশ দিতে হবে।

সবাই গোল হয়ে বসে কথা আরম্ভ করল। কেউ বলল, এমন মহামুহূর্ত সহজে আসে না। কবি আনন্দ মহাশয়, মহাকব্যের উপাদান সংগ্রহ

www.pathagar.com

করছেন। স্থান-কাল-পাত্র যেহেতু আমরাই, এখানে কাব্যের বন্দনা করছি। এ কারণেই আমরা আনন্দকে নিরানন্দ করব না, তিনি চিন্তাভাবনা করে ভাষার তরঙ্গ বইয়ে দেবেন। এটাই এখন সবার কাম্য।

আনন্দ বলল, দেখুন, আমি ভাবতে পারিনি যে এমন একটি গ্রাম্য পরিবেশ, যা লতাগুল্মে আচ্ছাদিত, সবুজে নিমজ্জিত এবং বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলার মতো মৃদু শব্দ আমাদের সবাইকে অভিভূত করেছে। আমরা একই সাথে কাব্যের আরাধনা করি এবং আমাদের সঙ্গের নারী বনলতা ও পল্লবীর দেহকান্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি। মানুষমাত্রই কামনার অগ্নিতে শিখাময় অবস্থায় থাকে। কিন্তু কাব্যের জন্য আগুন নয়, শীতল পানীয় দরকার। বলতেই সবাই হেসে ফেলল এবং বন্যতা দাঁড়িয়ে বলল, আমার সামান্য আয়োজনে আপনাদের প্রাণের তৃষ্ণা মেটাতে পারব বলে আমি মনে করছি। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আমার কাছে সঞ্চিত সামান্য পানীয় পরিবেশন করব। সবাই আনন্দে আত্মহারা। বনলতা তাদের মধ্যে একধরনের পানীয় বিতরণ করল। বলল, দেখুন সবাই নিয়ম মেনে চলবেন, এখানে মত্ত হয়ে কোনো অসংযত আচরণ কাম্য নয়। এতে সবার মধ্যে একধরনের সংযত ও সাবধানী ব্যবহার আন্দাজ করা গেল।

এবার আনন্দ বলতে লাগল, আমার যা কর্তব্য ছিল এ অঞ্চলে প্রবেশ করে আমি তা বনলতাকে অর্পণ করেছি। প্রকৃতপক্ষে আমার আর কিছু করার নেই। তবে আপনারা আমার মধ্যে যে কাব্যের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

বনলতা পাশ থেকে বলল, আমি এর মধ্যে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নিয়েছি। আপনারা অনুমতি দিলে আমি আদিনৃত্যের কিছু দৃশ্য আমার অঙ্গে হাতের মুদ্রায় তুলে ধারার চেষ্টা করব।

সবাই একবাক্যে বনলতাকে অনুমোদন দিলো। বনলতার দেহবল্লরী সহসা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। এক অসাধারণ প্রাচীন নৃত্যভঙ্গি বনলতার দেহে বলয়িত হয়ে আকাশে, বাতাসে, মাটিতে মিশে যেতে লাগল। আনন্দ-উল্লাসে এবং একই সাথে ঈষৎ মত্ততায় সবাই যেন নিজেদের উজাড় করে দিয়ে নারীর নৃত্য দেখতে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

বনলতা তার অসাধারণ ভরাট শরীর এবং সুন্দর মাংসপেশি প্রদর্শন করে নাচের নানা ভঙ্গি প্রদর্শন করতে লাগল। বনলতাকে মনে হচ্ছে এ তো কেবল নারীই নয়, যেন উর্বশী। অসাধারণ তার দেহভঙ্গি, সুন্দর তার নগ্ন হস্তের মুদ্রা। সুগঠিত তার বক্ষ, শক্তিশালী উরুদ্বয় এমন কম্পন তুলল যা সেখানকার প্রতিটি সদস্যের মনে হলো স্বর্গের এক অপ্সরা যেন নৃত্য করে চলছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে পল্লবী গাইতে চেষ্টা করল,

... ...

তোমরা দেখো গো আসিয়া

কমলা নৃত্য করে

হেলিয়া দুলিয়া

গানের সুর সবার মনেই সঙ্গীতের তরঙ্গায়িত উষ্ণতা যেন ছড়িয়ে দিলো। সবাই উৎফুল্ল ও আনন্দে আত্মহারা।

অনেকক্ষণ এই নৃত্যের নানা অঙ্গপ্রতঙ্গ ঘুরে ঘুরে দর্শকচিত্তকে বিভোর করে রাখল।

যখন নাচ ঈষৎ শিথিল সোমে এসে পৌঁছল। তখন সবাই একটা ক্লান্ত ও নেশার ঘোরে মাটিতে শয্যা গ্রহণ করেছে। তারপর ধীরে ধীরে নিদ্রার কোলে সবাই নম্র হয়ে আত্মসমর্পণ করল।

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মানবভাষার জন্য কাব্যের উপাদান আহরিত হয় প্রকৃতি, গাছপালা, ফুল, পাখি– এই সব পরিবেষ্টিত সৌন্দর্যের মধ্য থেকে, কেউ কথা বলে না। কেবল কবি আপন মনে বাক্য উচ্চারণ করেন। শব্দের ঘনঘটায় তার হৃদয় নাচতে থাকে যেন ময়ূরী পেখম ধরেছে এভাবেই সৃষ্টিকর্ম সম্পাদিত হয়। কবিরা যতটা নিবিষ্টচিত্তে পরিশ্রম করেন। সেটাই পরবর্তীকাল তাকে অমরত্ব দান করে। ভাষা এমনিতে কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কিন্তু কবি যখন কাজ করেন তখন ভাষা হয়ে ওঠে তার অত্যন্ত নিজস্ব এক ভাব ব্যক্ত করার বাহন। মনে হবে ভাষাটা আর দশজনার মতো সবার সম্পত্তি নয়। এতে শুধু কবিরই অধিকার আছে। কবিতা নির্মাণে কত রহস্যই আমাদের এখনো আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠতে পারছে না। কবিতা লেখা হচ্ছে, মুখে মুখে সঞ্চারিত হচ্ছে আর ক্রমাগত রস নিংড়ে জমা হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কে। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে কবির গৌরবগাথা। কিন্তু কবি তো একজন মানুষ মাত্র; তার আয়ুষ্কাল আছে মৃত্যু আছে। এবং অবসান আছে। কিন্তু কবিতার কোনো অবসর বা ক্লান্তি থাকলে চলে না। কবিতার রস সব সময় প্রকৃতিকে প্ররোচিত করে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরতে থাকে। যে কবি যত বেশি তন্ময় হয়ে শব্দের সঞ্চয়কে উজাড় করে দিতে পারে তিনি তত সার্থক। কালিদাস মেঘদূত রচনায় সার্থক হয়েছিলেন। অথচ মেঘদূত পাঠ করলে এর বাণীভঙ্গির সরলতা, সহজতা মনে একেবারে দাগ কেটে বসে যায়। নিঃসন্দেহে কালিদাস এক অপূর্ব বাক-বিভূতির অধিকারী ছিলেন। তার সার্থকতা অনন্তকালের। এখনো আমরা মেঘদূত পাঠ করতে করতে বিমহিত হয়ে যাই। প্রণয় ও ঝঙ্কারে হৃদয় আপ্লুত হয়ে যায়। তবে এটাও মানতে হবে যে কবিরা বারবার অতি উচ্চে আরোহণ করতে পারেন না।

কবিদের এমন একটা সময় আসে যখন বিশ্রাম বা বিরামের দরকার হয়। ওই বিশ্রাম ও বিরাম প্রকৃত পক্ষে কাব্য নির্মাণেরই একটা ছেদ বিশেষ। চোখ মুদ্রিত করে শুয়ে আছে কবি– এটা বাইরে থেকে মনে হয়। কিন্তু

www.pathagar.com

কবির আত্মা এক মুহূর্তের জন্যও নিদ্রিত থাকতে পারে না। সে স্বপ্নে সাঁতার কাটে এর বাস্তবের কঠিন পাথরে পা রেখে পেরিয়ে যেতে চায় তেপান্তর। চলতেই থাকে সব কিছু ছিঁড়ে। এই চলার যেমন ছন্দ আছে তেমন গন্ধ এবং পরিমাণও আছে। কাব্য রচিত হয় শব্দে এই শব্দ। পুঞ্জিভূত হয়ে থাকে কবির মস্তকে এবং নিসর্গ হয় প্রান্তমিলে। আসলে মিলটাই হচ্ছে বড় কথা। যদি ঠিকমতো কাব্যের প্রান্তে বাক্য যোজিত হয়ে ঝঙ্কার তুলতে পারে তবেই সার্থকতা। কবি দেখেন সব কিছু ঝরে যাচ্ছে। সেই হাতের ফাঁক দিয়ে কিছুই আর পড়ছে না। এই উপলব্ধি যখন কবির অন্তরে একবার গুঞ্জন তোলে তখন মহানন্দের সৃষ্টি হয়। এই আনন্দ ও পুলকের কোনো পরিসীমা নেই। শুধু মনে হতে থাকে ঝরে যাচ্ছে দূর থেকে দূরবর্তী প্রান্তের কানন।

কবিরা একবার কোনো মহা মুহূর্তে যদি কাব্যের জাদুমন্ত্রে নিজকে সমর্পণ করে দিতে পারেন তাহলেই তার মনে হয় এটাই তো সার্থকতা। এই সার্থকতা নিয়েই কবিকে ক্রমাগত আহার-নিদ্রা ভুলে কেবল মিলের মিছিলে শরিক হয়ে হাঁটতে হয়। হয়তো বা এর মধ্যেই আছে কোনো রহস্য, যার জন্য কালে কালে কবির আবির্ভাব ঘটে। তার বাক্য রচনায় ভাষায় সব কিছু মহা আনন্দের ঝঙ্কার গুঞ্জরিত হয়।

আনন্দ চোখ মুদিত করে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকল। তারপর পল্লবীকে ইশারায়-ইঙ্গিতে কাছে ডেকে তাকে জড়িয়ে ধরল। তার ললাটে চুম্বনচিহ্ন এঁকে দিলো। বলল– হে নারী, আমার কাব্যের কলবে তোমার নাম অমর অক্ষয় হয়ে থাকুক, তোমাকে ভালোবেসে আমি এখন কাব্যের অন্তর স্পর্শ করতে যাচ্ছি। আমাকে সাহায্য করো। তোমার উষ্ণতা এবং দেহের মাধুর্য দিয়ে। এমন মুহূর্ত হয়তো জীবনে নাও আসতে পারে। তা ছাড়া আমি, তুমি এবং এই প্রকৃতি নিয়ে হয়তো আমাকে এই মুহূর্তের মতো আর কোনো সময় সহায়তা বা সাহস জোগাবে না।

পল্লবী হাসল। আমি সব সময় তোমার পাশেই আছি, হে কবি। হে কালের কীর্তিময় পুরুষ, আমাকে বারবার আলিঙ্গন করো। আমি তোমার দেহ-মনে যত ক্লান্তি আছে তা মুছে দিয়ে কাব্যের মহামুহূর্ত সৃষ্টি করব। যদি লিখতে

www.pathagar.com

চাও তাহলে আর বিলম্ব না করে তোমার লেখার জায়গায় চলে যাও। আমিও আছি তোমার সাথে। তোমার ঠোঁট থেকে ঝরতে থাকুক কাব্যের মধুর ঝঙ্কার। তুমি তোমার শব্দভাণ্ডার ধীরে ধীরে উন্মোচন করো। দেখো প্রকৃতি পল্লব সব কিছুই তোমার জন্য নগ্ন হয়ে নিরাবরণ হয়ে নিজেদের উৎসর্গ করতে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রহণ করো কবি প্রকৃতি পল্লব এবং পরিবেশের উজাড় করা দান অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করো।

আনন্দ সহসা কাঁপতে লাগল। অনুচ্চ স্বরে বলল, ভয় পাচ্ছি হে নারী। সুন্দরীতমা, প্রিয়তমা আমার, ভয়ে আমার হৃদয়ে দুলুনি উঠেছে। দেকো আমি কাঁপছি। অথচ পৃথিবীতে মাটিতে কোনো ঝঙ্কার নেই। এ হলো এক অন্য রকম কাঁপুনি। সৃষ্টির বিধানই হলো সে যখন কোনো কিছু সৃজন করতে যায় তখন তার মধ্যে ভয়ের কাঁপুনি ওঠে এবং একই সাথে জয়েরও একটা কম্পন আছে।

এখন তোমার মধ্যে হে আনন্দ, যে অবস্থা উপস্থিত হয়েছে আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখো।

আনন্দ হাত বাড়িয়ে পল্লবীকে ঝাপটে ধরল। কিন্তু পল্লবী বলল, একি আনন্দ! তোমার গা তো জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। আনন্দ তুমি অসুস্থ, এখন তোমার বিশ্রাম দরকার, আমাকে যদি কোনো একবারো তোমার যোগ্য সঙ্গিনী হিসেবে বিবেচনা করে থাকো তাহলে এসো আমি তোমাকে নিয়ে সজ্জায় গিয়ে সান্ত্বনা দিই। এটা তোমার জন্য এই প্রথম ঘটছে। হয়তো কালিদাসের মতোই এক মহা সৃজনক্ষমতা তোমার মধ্যে এসে উপচে পড়ছে। এ সময় ধৈর্য ধারণ করতে হবে। নিজের লোভ, লালসা, কামনা, বাসনা সব কিছুকে পায়ে মাড়িয়ে রাখো। আমি তোমাকে মহা পরিতৃপ্তির বিশ্রাম নেয়ার অবকাশ দেবো। এক নারীকে সঙ্গে নিয়ে মহাতৃপ্তিতে নিদ্রা যাও, হে কবি। হে অমরতার উম্মার ধ্বনি। বলো শান্তি, বলতে বলতে পল্লবী আনন্দের দেহ দুহাত দিয়ে বেষ্টন করে তাকে মন্ত্রমুগ্ধ মানুষের মতো টেনে সজ্জায় নিয়ে গেল। সেখানে পৌঁছে তাকে মাথার নিচে বালিশ দিয়ে মনে হয় কোনো মন্ত্র উচ্চারণ করল এবং তার সারা মুখমণ্ডলে ফুঁৎকার দিতে দিতে বলল, তোমার এখন পঙ্‌ক্তি রচনার পরিবেশ নেই। এ অবস্থায়

www.pathagar.com

স্বপ্ন হলো কবির সহায়ক– ঘুমাও হে আনন্দ। আমার দেহকে জড়িয়ে ধরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যাও। নিদ্রা তোমায় সমস্ত হতাশা ও ক্লান্তি থেকে মুক্তি দেবে। হে কবি আনন্দ মহালয়, আমি সামান্য নারী মাত্র। তোমার মতন বিদ্যান, বিদুষী কিছু নই। জ্ঞান অতি সামান্য। আমি উষ্ণ রক্ত-মাংস আরামের আচ্ছাদন। আমি কোনো অহঙ্কার করি না। কিন্তু একবার যদি তোমার দ্বারা মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের মতো কোনো কিছু সৃষ্টি সম্ভব হয় তাহলে আমার জন্ম সার্থক। তোমার জীবন সার্থক। তোমার উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ছন্দ ও গন্ধ আমাকে, আমি যোগ্য না হলেও, পরিবেষ্টন করে আছে। কবিদের অমর কৃতি এভাবে কোনো সামান্য উপাদান থেকে নির্গত হয়ে অসামান্য সৃজন গৌরবের অধিকারী হয়। মহাকবি কালিদাসও সম্ভবত এভাবেই তার অমর কৃতি মেঘদূত রচনা করেছিলেন। আমার মনে হয় আমি তুচ্ছ ও সামান্য একজন নারী হলেও আমার ভেতর থেকে বা আমাকে উপলক্ষ করেই তোমার অলঙ্কৃত বাক্যের ভাষা উৎসারিত হবে। দু'কূল ভাসিয়ে দিয়ে একবার কবিতার উষ্ণ স্রোত বইয়ে দিতে পারলে তোমার মতো আমিও অমরতায় নিষিক্ত হয়ে যাব। মিলিয়ে যাব মাটিতে প্রকৃতি পল্লবে। ঝঙ্কৃত প্রার্থনার মতো। আমি তোমাকে সাহায্য করার সামর্থ্য না রাখলেও, হে কবি হে আনন্দ মহাশয়। তোমার নামের মতোই তুমি আনন্দের উৎস। তোমাতে উৎসারিত হচ্ছে ভাষার এক সুরভিত শব্দের সঙ্গীত, যেন শব্দ নয়– কস্তুরীমৃগের নাভির উৎস থেকে নির্গত হচ্ছে সুরভি। এমন মহা মুহূর্ত মানুষের জীবনে কয়বার আসে, হে আনন্দ। তুমি নিঃশ্বাস নিয়ে পান করো শব্দ ছন্দের অবারিত স্রোত। আর আমি অতি সামান্য হলেও এক মহাকবির সঙ্গিনী তো বটে। আমাকে তুচ্ছ না করে উচ্চে স্থাপন করো। আমি তোমার জন্য চিরকাল এক আনন্দহিল্লোল। তোমাকে বারবার বলছি, তুচ্ছ না করে তোমার মনের মাধুরী দিয়ে কাব্যের মর্যাদার আসনে অলঙ্কৃত করো। আমি তোমার জন্য সধর্ম ত্যাগ করেছি। এখন আমার নিজের বলে আমার মধ্যে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আমি তোমাকে উজাড় করে দিয়ে হাত জোড় করে সামনে দাঁড়িয়েছি। তাহলে

www.pathagar.com

আর কোনো প্রশ্ন না তুলে তুমি প্রজাপতির মহামন্ত্র হৃদয়ে গুঞ্জরিত করতে থাকো। আমি তোমার স্ত্রী না হলেও সারা জীবনের পার্শ্ববর্তী ছিলাম, আছি এবং থাকব। আমি কাব্যে থাকব, কর্মে থাকব, ধর্মে থাকব, উপমায় থাকব, উৎপ্রেক্ষায় থাকব। কাব্যের যদি বিনাশ না ঘটে তাহলে আমি চিরকাল তোমার সমস্ত সৃজনক্ষমতায়- কর্মে-ক্রোধে-লালসায় তোমাকে পরিতৃপ্ত করব। সম্ভবত এ জন্যই আমার সৃষ্টি হয়েছিল। আমার ধারণা হচ্ছে হে কবি আনন্দ মহালয়, আমি আমার আরাধ্য দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমাকে কেউ ইচ্ছা করলেও আমার বিনাশ ঘটবে না। আমি থাকব। কাল থেকে কালান্তরে তোমার প্রবহমান কবিতার অন্তরে এক অবনত বধূ হয়ে। বলতে বলতে পল্লবী সুরচিত হয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। এমন অবস্থায় আনন্দ তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল।

হে সুন্দরী, আমি তোমাকে কী আর বলব, তুমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে বিশ্রাম নাও। এসো আমি তোমাকে সজ্জায় শুইয়ে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই। তোমার মতো আর দ্বিতীয় কোনো নারী এই মহামুহূর্তকে স্পর্শ করতে পারেনি। সত্যি তোমার কোনো তুলনা হয় না। আমি এখন যতই তোমাকে দেখি আমার মনে হয় তুমি মায়াবী নও। আবার কোনো দেবীও নও। তুমি এক স্বতন্ত্র জন্মকবিতার কল্পনার বহ্নিস্বরূপ। তোমাকে না হলে কোনো কাব্যই স্ফূর্তি পায় না। মহাকবি কালিদাস, মনে রাখতে হবে, একবারই মেঘদূত রচনা করতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয়বার আর সেই ঊর্ধ্বে আরোহণ করার সৌভাগ্য হয়নি। তিনি অবশ্য অসাধারণ রত্নভাণ্ডার হিসেবে পুস্তক রচনা করতে পেরেছিলেন। পণ্ডিত প্রবর হিসেবে জন্মে ছিলেন। পরকালকে তিনি স্পষ্ট রচনা করেছিলেন। আমরা শুধু একটি-দু'টি জনপ্রিয় কাব্যের-মহাকাব্যের নাম জানি মাত্র। কিন্তু কালিদাস তার কালকে মন্থন করে আরো অনেক পুস্তক রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর ওই সব বইয়ের নাম আমাদের কাছে এসে পৌঁছেনি। কবিদের মাপের ধারা এ রকমই হয়। কাব্যের সত্য যুগকে অতিক্রম করে চলে যায়। ইতিহাসও পারে না কবিতার দ্রুত ধাবমান গতিকে অনুসরণ করতে।

কালিদাসের রচনা মেঘদূত এক মহা মূল্যবান গ্রন্থ, সন্দেহ নেই। এই বইটি পড়লে বোঝা যায় কালিদাসের এ দেশের ভূগোল, মানুষ, গাছপালা,

www.pathagar.com

নদী সব কিছু সম্বন্ধেই অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিলো। মেঘ যে সব দেশের ওপর দিয়ে উড়ে গেছে বলে কালিদাস বর্ণনা করেছেন, সেই সব দেশের নর-নারী, প্রকৃতি-পল্লব এমনকি কণ্টকাবৃত বেতফলের গাছও তার দৃষ্টিকে এড়ায়নি। অত্যন্ত উদার অসাধারণ পণ্ডিত এই কবির বর্ণনা থেকেই আমরা জ্ঞাত হতে পারি তৎকালীন ভারতবর্ষের মানসিকতা কেমন ছিল। কালিদাসের বর্ণনায় প্রকৃতি, পল্লব, গাছপালা, পশুপাখি, নর-নারী সব কিছুই এমন জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে যে তার চমৎকারিত্ব আমাদের বিস্ময়ে বিহ্বল করে রাখে। তিনি গাছপালা ও প্রকৃতির খুঁটিনাটি এমন যথাযথ বর্ণনা করেছেন, ওই কাব্য পাঠ করলেই উপমহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত আমাদের মনে মর্মরিত হতে থাকে। এটা একমাত্র মহাকবি কালিদাসের পক্ষেই হয়তো সম্ভবপর ছিল। অথচ কবি কালিদাসকে নিয়ে কত গল্প প্রচলিত আছে। ওই সব কথিত গল্পে বলা হয়েছে কালিদাস নাকি প্রথম জীবনে মূর্খ ছিলেন। এসব কথা অবশ্য রূপকথায় পর্যবসিত হয়েছে। চরিত্রগুলোও অতিশয় প্রাচীন। যে কারণে এর মধ্যে রহস্য দানা বেঁধেছে। ওই রহস্যের ভেদ ছড়িয়ে যদি আসল কাব্যটি আমরা পাঠ করতে পারি তাহলে পাওয়া যাবে এই উপমহাদেশের কত শত-সহস্র পাখি-পত্র-পল্লব, বৃক্ষলতা। মানুষ-মানুষী সকলের অবয়ব। জীবন তো হয়ে ওঠে এক অতি প্রাচীন বিলীন ইতিহাসের কল্পকথা। কী সুন্দর মানুষের কবিতাশক্তি! কবি না থাকলে জগৎ বোবা হয়ে যায়। অথচ কথাশিল্প সাগরের মতো বর্ণনা না হলে মানবহৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। কত শত বছর ধরে এই দেশে মানুষ-মানুষী পরস্পরকে প্রেম আলিঙ্গন করেছে সেই ইতিহাসের গূঢ়রহস্য উন্মোচন করার সাধ্য কার আছে হে আনন্দ, হে বিস্ময়কর কবি? হে প্রেমিকপুরুষ, হে অলঙ্কৃত ভাষার স্রষ্টা। এই জলে স্থলে প্রকৃতি পল্লবে যদি কেবল ঘুরেফিরে বেড়াই আমরা তাহলে তো কবিতার জগৎ ঠিক অগ্রসর হবে না। এই কথা বলে পল্লবী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনন্দকে আলিঙ্গন করে বলতে লাগল, আমি অতিশয় সুন্দরী অপ্সরা উর্বশী বা রম্ভা নই। আমি পল্লবী, সবুজ পাতার মতো ঝকঝকে সুন্দরী। আমাকে একবার জড়িয়ে ধরলে তোমার সর্বাঙ্গে শিহরণ খেলে যাবে। হে কবি, কামে ক্রোধে লালসায় নয়। আমাকে গ্রহণ করো চিরকালীন এক স্ত্রীরূপে। আমি অতীতে কখনো আমাকে স্ত্রীরূপে

www.pathagar.com

গ্রহণের আবেদন জানাইনি। আমি ভেবেছিলাম তুমি প্রস্তাব দেবে। কিন্তু সময় বয়ে যাচ্ছে, আমরা ক্ষয়ে যাচ্ছি, একটু একটু করে হয়তো মরেও যাচ্ছি। কি জানি ভূমিতলে কী লেখা আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে হে আনন্দ হে কবি সুন্দর হে ভাষার রাজা, আমাকে ভালো করে দেখো। আমি কি যোগ্য নই? কিন্তু কী আশ্চর্য, হে আনন্দ! তুমি এই ধৈর্যমাধুর্য আশ্চর্যজনকভাবে নিজের আয়ত্তে রেখেছ। যদি তুমি আমাকে উচ্চে না রেখে তুচ্ছজ্ঞান করো তাহলে আমার আত্মার অভিশাপের সাথে প্রকৃতির বোবা মুখ থেকে বাতাসের মতো ফুৎকারে বেরিয়ে আসবে পল্লবের অভিশাপ। আমাকে যদি স্ত্রীরূপে গ্রহণ না-ও করতে পারো তাহলেও হে কবিশ্রেষ্ঠ, আমাকে তোমার কাব্যের প্রেরণাদাত্রী হিসেবে গণ্য করো। আমি নগণ্য নই। আমি নষ্টা চরিত্রের নারী নই। আমি কবিদের অন্তরে শীতল সান্ধ্যকালীন বায়ুপ্রবাহের মতো। আমি দক্ষ হাতে তৈরী শীতলপাটির মতোই। আমাকে আলিঙ্গন করে একবার নিদ্রা গেলে পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ অনুভব করবে। আমি নিজে জড়তা ও মরতার অধীন। আমার মৃত্যু আছে। কিন্তু যে লাবণ্য নিয়ে আমি তোমার জন্য স্বল্পকালের আরামের ব্যবস্থা করি, সেই ইচ্ছা অমর হোক। আমার মৃত্যু আছে; কিন্তু আমার লাবণ্যের রূপের গন্ধের কোনো অবসান নেই। যদিও পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় এক দিনের জন্য। তবু মানুষ ফুলকে ভালোবাসে।

'যদি মরে যাই, ফুল হয়ে ঝরে যাই
যে ফুলের নেই কোনো ফল
যে ফুলের গন্ধই সম্ভব।
যে গন্ধের আয়ু এক দিন
উৎরোল রাত্রিতে বিলীন
যে রাত্রি তোমারই দখলে
আমার সর্বস্ব নিয়ে জ্বলে
আমার সত্তাকে করে ছাই
ফুল হয়ে যেন ঝরে যাই।

আনন্দ তন্ময় হয়ে তার সঙ্গিনীর আবৃত্তির ধ্বনি শ্রবণ করতে করতে একেবারে আত্মহারা হয়ে বলে উঠল– হে নারী সুন্দরীতমা প্রিয়তমা

www.pathagar.com

আমার! তুমি শুধু দেখতে মনোরমা নও। তোমার মধ্যে ভাষারও তরঙ্গ বইছে। আর ভাষা মানেই হলো পুরাণের নিংড়ানো রস। আহ, আমি এতটাই মুগ্ধ ও তন্ময় হয়েছি। হে পল্লবী, হে প্রিয়তমা আমার মনে হচ্ছে তুমি না থাকলে আমি সম্পন্ন মানুষ নই। অর্ধেক মানব। আর তুমি থাকলে আমার অবয়ব জ্ঞান, ধ্যান ও ছন্দ তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। ওগো তরঙ্গিনী আমার চার দিক বেষ্টন করে নৃত্যের মাধুর্যে মুদ্রা উচ্চকিত করো। তোমার হাতের আঙুলে তোমার চোখের বিদ্যুৎ। তোমার ভাষায়, বর্ণনায়, কবির হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার সহসা খুলে যাচ্ছে। হু হু করে বাতাস আসছে। আমি ধন্য হে পল্লবী। তোমাকে পেয়ে আমি পুরুষ পূর্ণতা এবং সফলতা পেয়েছি। আমি কাব্য রচনা করি। কিন্তু তুমি তোমার দেহের লাবণ্যে উদ্ভাসিত যে তরঙ্গ লীলায়িত করে তুলেছ, তা না হলে কবিতার কোনো অর্থ হয় না। আমি তোমাকে ছাড়া অর্ধেক কবিতাশক্তি মাত্র। আর তুমি আমার সঙ্গে থাকলে আমি সমিল মাত্রায় ভাষার পূর্ণতা দান করতে সক্ষম হবো। মনে রেখো, ভাষাই আশা। এবং ভাষার মধ্যেই কবির সমস্ত রহস্য সম্পৃক্ত আছে। ভাষা কোনো এক মুহূর্তে দ্রুতগামী হরিণীর মতো চঞ্চল চপল হয়ে আত্মগোপন করতে চায়। ওগো–

মনো বন বিহারিণী হরিণী।
গভীর গোপন ও সঞ্চারিণী
কেন তারে ধরিবারে করি পণ?
অকারণ....

এই কথার পরে গভীর আনন্দে শিহরণ যেন ভূমি থেকে গাছপালা ইত্যাদিকে বেষ্টন করে মূলে মিলিয়ে যেতে লাগল। মনে হয় প্রকৃতিতে পল্লবে স্বরূপে শ্যামলিমায় যেন বিদ্যুায়িত শিহরণ ক্রমাগত নিচ থেকে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে। সব কিছু কম্পনধ্বনি এবং এক অপরূপ সৌন্দর্যের তরঙ্গে লীলায়িত হয়ে উঠেছে। সব কিছু কম্পনের শিহরণে এক বশীকরণ মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে। যেন প্রকৃতির ভেতর থেকে একটি শব্দ উচ্চারিত হওয়ার জন্য পুরুষের ওষ্ঠে অস্থির বিদ্যুৎলীলায়িত হয়ে উঠতে চলেছে। কে যেন বলছে, বশমান হে পুরুষ ও নারীগণ– তোমরা প্রেম কী জিনিস তা নিশ্চিতভাবে জানো না। তোমরা কি

www.pathagar.com

জানো প্রেমও শিক্ষণীয় বিষয়। হৃদয়ের সমস্ত আর্তি-তৃষ্ণা সব মিলিয়ে প্রেমকে উপলব্ধি করতে হয়। তবেই প্রেমের সার্থকতা। ভালোবাসা। হে কবি আনন্দ মহালয় এবং ভালোবাসার মুহূর্তে তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি সব কিছুকে প্রসারিত করে দাও। প্রেমের সার্থকতা প্রেমের মধ্যেই অনুসন্ধান করে তার জয়গাথা রচনা করতে হবে। লেখো হে কবি আনন্দ। তোমার নাম তো আনন্দ গুপ্ত। মহানন্দে কবিতার প্রান্ত মিলে এসে ঝঙ্কার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো। বুঝতে পারছ না এই মুহূর্তে কাব্য ছাড়া আর সবই সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছে। জাগিয়ে তোলো অমর ভাষার তরঙ্গ। লীলায়িত হোক তোমার ভাগ্য এবং ধূমায়িত হোক তোমার আত্মা। এমন মুহূর্ত মানুষের জীবনে খুব বেশি আসে না। এক অসামান্য ধ্বনির ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়েছে। শব্দ করে ওঠো। স্পষ্ট করো। এবং মূর্ছিত হয়ে যাও। আমরা আমাদের ভাষায় নতুন কবির ধ্বনিময়তা শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি ঝঙ্কার। এবং চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে অন্ধকার। দেখো হে আনন্দ, আলোকিত হয়ে উঠেছে আমাদের আত্মিক জাগরণ। এই মুহূর্তে কাব্যকে কর্মে, ধর্মে ও মর্মে গেঁথে নিতে হবে। এসো আমরা নতুন সৃষ্টির তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে নিজেদের দেহবল্লরীর উপাসনা আরম্ভ করি। বলো, কবিতা ছাড়া আর কোনো কিছুই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কবিতা না হলে মানুষের মধ্যে কোনো মাধুর্য ব্যক্ত হয় না। সবার ওপরে কাব্য সত্য, ছন্দ, অন্ত্যমিল এবং অনুপ্রাস দিয়ে ভাষার অতি উচ্চে আরোহণ। ভাষা আশা এবং একই সাথে সর্বনাশা।

আনন্দ কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রইল। অথচ তার দৃষ্টি কোনো কিছুই ঠিকমতো যেন দেখতে পাচ্ছে না। বাতাস বইছে। মর্মরিত হচ্ছে গাছপালা পত্রপল্লবে শিহরণ খেলে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আনন্দ বলে উঠল, নারী এক রহস্য। মাঝে মধ্যে মনে হয় মানুষের সৃজনরীতিতে নারী প্রধান প্রতিবন্ধক কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হয় নারী না হলে কবিরা শব্দের কোনো শান্ত সমাহিত ছন্দোবদ্ধ বাক্য রচনা করতে পারে না। তবুও এই মুহূর্তে আমাদের কেবল ভাষার তরঙ্গ তোলা উচিত। আর সব এখন পরিত্যাগ করতে হবে।

পল্লবী বলে উঠল, যতই পরিত্যাগ করো আমাকে বিয়োগ করা যাবে না। আমি সব কিছুতে ছিলাম, আছি এবং থাকব। তোমরা তো কেবল

www.pathagar.com

তোমাদের ভাষার কথা চিন্তা করো। মিল, ছন্দ, ধ্বনি ও তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে এটা তোমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি নারী। আমার তো কেবল ছন্দে গন্ধে বাক্যবন্ধে পেট ভরে না। আমি আরো চাই, চাই কবির কলরব ধ্বনি। কেবল আমার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে আমারই শরীরে ঝরে পড়ুক সব। এই জগতে স্বার্থপর কে নয়, আমিও এই মুহূর্তে ঈষৎ স্বার্থপরতায় নিজেকে জড়িত না করলে আমার দেহে যে আনন্দের কম্পন শুরু হয়েছে তার কোনো পরিসীমায় পৌঁছতে পারব না।

সহসা আনন্দ বলল– সবাই কেবল নিজের দিকটা দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি এক কবি, আমার করণীয় কী। আমি কখনো কেবল নিজেকে নিয়ে ছিলাম না। আমি আমার এই সঙ্গিনী নারীটির কথাও কোনো অবস্থাতেই ভুলে যাইনি। আমি দেখছি তার মধ্যে আগুন জ্বলছে। কিন্তু সে আগুনে কোনো কিছুই দগ্ধ হচ্ছে না। চতুর্দিকে বইছে এক মনোরম আবহাওয়া। এ অবস্থায় সবচেয়ে বড় কাজ হলো আমাদের এখানে যার যতটুকু প্রতিভা আছে তা উজাড় করে দিয়ে ভাষাকে আপন মনে মেঘের ওপর ভাসিয়ে দেয়া।

সব কিছুই কেবল অপেক্ষা করছে আর দেখছে এক কবি কিভাবে তার ছন্দ, গন্ধ ও ভাষাকে মহিমান্বিত করে তোলে। হে পল্লবী, প্রকাশ করো তোমার পরাক্রম, লীলায়িত করো তোমার রক্ত, মাংস এবং একই সাথে সমর্পণ করো তোমার আত্মাকে। এক দুরূহ সিদ্ধি অর্জন করতে গিয়ে এখন হাহুতাস করে সব কিছু নষ্ট করা যাবে না। আমি মাটি থেকে আমার দেহকে ঊর্ধ্বে উত্থাপন করে বাক্যের ভেতরকার মর্মর ধ্বনি নিংড়ে বের করবো। আমি যখন পারি তখন ইচ্ছামতো কাব্যের সার নিংড়ে ঝরিয়ে দেবো। আমাকে কিছুতেই পরাভব মানলে চলবে না। আমি পরাজিত হবো না, যদি জয়ী না হতে পারি। তাহলেও এই প্রান্তরে একাকী পথ রচনার পরিশ্রম করতে থাকব। আমি বুঝতে পারছি এটা হলো কাব্যের এক মহামুহূর্ত। সব কিছুই এক অদৃশ্য ছন্দের ঝঙ্কার তুলে কাঁপছে। এখন কোনো মহৎ কবি নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। আমি কবিতার ভেতরকার যা কিছু মাধুর্যমণ্ডিত সেটুকুই বের করে আনব।

www.pathagar.com

বলতে বলতে আনন্দ কেমন যেন আত্মহারার মতো বাতাসে হাতের মুদ্রা তরঙ্গায়িত করে কিছুক্ষণ নাচতে লাগল। এই নাচনে যা কিছু এতক্ষণ মনে হয়েছিল প্রকৃতি নিশ্চয় সেটা আর প্রকৃতির সৌন্দর্যে লীলায়িত থাকল না।

আনন্দ অনেকটা আত্মহারার মতো বেসুরো নাচতে লাগল। এই অবস্থা কিছুক্ষণ স্থায়ী হতে চাইলেও সে রকম হলো না। একটা কেমন যেন লাবণ্যময় তৃষ্ণা অবস্থা জায়গাটিকে বেষ্টন করে রাখল।

হঠাৎ আনন্দ বলে উঠল, আমরা যা কিছু করতে চাই সেটাই হয়ে ওঠে না। বরং আমরা না চাইলে যা হওয়ার তা আপনা থেকেই গঠিত হয়ে যায়। কবিতার আসনে কোনো আরম্ভ বা শেষ নেই। কোথা থেকে শুরু আর কোথায় সমাপ্তি, সেটা মানুষের বোধগম্য হয় না। আপনা থেকে গাছের পাতার মতো ঝড়ঝড়াদি তুলে গাছের ভেতরেই সমাহিত হয়ে যায়। আসলে কবিতার জন্য দরকার একবারে নিরালোক হয়ে বাক্যের উপাসনা করা। মিল চাই। মাধুর্য চাই। সবই চাই। কিন্তু কাব্যে রূপান্তর করার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। আর থাকলেও আমরা সেটা জানি না। আমরা জানি বাক্যরচনা করতে। শব্দের ভেতরে যে নিস্তব্ধতা আছে সেটা আমরা বুঝেও বুঝতে চাই না। আসলে সৃষ্টির কোনো নিয়ম নেই। বলতে বলতে যে যখন কোনো কিছু লেখনীর মাধ্যমে আবিষ্কার করে, তার কাছে তখনই ধরা পড়ে, কাব্য হচ্ছে একটা কর্তব্যপরায়ণ আবিষ্কারের মতো। কবিতা ধীরে ধীরে নিজের ভেতরটা উন্মুক্ত করে দেখায়, যে দেখতে পায়। আনন্দে মূর্ছা যায়। আর যে দেখতে পায় না তার ভেতরেও ছন্দের ঝঙ্কার বাজতে থাকে। এ অবস্থাকেই কবিরা বলেছেন চমৎকার।

এই চমৎকারিত্ব বিষয় মাধুর্যে একবার সৃষ্টি করতে পারলেই আমরা সেই মুহূর্তে কবির গান করি। বলি ধন্য হে কবি, ধন্য তোমার ছন্দ, তোমার শব্দ, মিল, অনুপ্রাস। শব্দে শব্দে ঝঙ্কার খেলে যেতে থাকে। কখনো কাব্য কোনো মহৎ অর্থ ব্যক্ত করে। কখনো করে না। এইরূপ না করার সবটুকুই সূত কাব্যেরই সারাৎসার। কাব্যেরই রক্ত-মাংস। আমরা আমাদের মতো কোনো কবি থাকলে তার জয়ধ্বনি দিই। না থাকলে আফসোসে আমাদের হৃদয়ের দুর্ভাবনা ব্যক্ত করি। এভাবেই কবিতার কাজ সম্পাদিত হয়। সমাজে একজন কবির একান্ত প্রয়োজন। কারণ কবি কেবল বাস্তবতার ওপর পা রেখে হাঁটেন না। মাঝে মাঝে স্বপ্নের উপল খণ্ডে তাকে পা ফেলে

www.pathagar.com

চলতে হয়। স্বপ্ন ও কল্পনার যতিতে উদ্ভ্রান্ত হয় প্রকৃতি বা গাছপালা। যা কিছু সজ্ঞান, সচেতন সব কিছুই অদৃষ্টের অঙ্গুলি হেলনে কাঁপতে থাকে। তারা কথা বলতে পারে না কিন্তু বোবাও তাদের বলা যায় না। তারা ইচ্ছা ব্যক্ত করে। কল্পনা-বাসনা, প্রেম ভালোবাসা সব কিছুই তাদের নাচের মুদ্রায় অর্থবহ হয়ে কথা বলতে থাকে। কবিকে নাচতে হয়। বাঁচতে হয়। স্বপ্ন দেখতে হয়। আবার বিশ্রাম ও বিরতি কবির একান্ত দরকার। অনন্ত মহালয় এতক্ষণ তন্ময় হয়ে নাচের মুদ্রা তরঙ্গায়িত করে তুলেছিল।

পেছন থেকে পল্লবী হেসে বলল, এই তো আমি এখানে, দেখো কবি, আমি গাছপালা নই। লতাগুল্ম পত্রপল্লব এখানে কেমন ভাষাহীনের ভাষা উচ্চারণ করে ইঙ্গিত দিচ্ছে। বলছে, প্রেম হলো একটি প্রার্থনার বিষয়। প্রেম ছাড়া মানুষের নৈঃশব্দের ভাষা উপলব্ধি করার ক্ষমতা জন্মায় না। যে প্রেমিক কেবল সেই সৃষ্টি করতে পারে মিলের ঝঙ্কার। ছন্দে গন্ধে যোগ করে মানুষের আশা। সবার ওপরে এই জন্যই কবির আসন। ভাষার বর্ণনায় শব্দে শব্দে কী এক মহিমান্বিত অভিব্যক্তি নির্গত হতে থাকে রসের মতো। পত্রপল্লব চুইয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে পড়তে থাকে অকুস্থলে। সব কিছুর ওপরে কোনো কোনো মুহূর্তে কবির স্থান অত্যন্ত উচ্চে। সেইখানে আর অন্য কেউ পৌঁছতে পারে না।

পেছন থেকে পল্লবী চিৎকার করে বলল, তাহলে আমি কোথায় যাবো?

তুমি যাবে আমার বাম পাশের নিরাপদ ভেতরে। তুমি যাবে ভালোবাসার বরাভয় থেকে আমার ভালোবাসার ভেতরে। কারণ তোমাকে প্রেম কী তা জানতে হবে। হে নারী সুন্দরী, হে প্রিয়তমা আমার। কেবল সুন্দরী শ্রেষ্ঠা বললেই চলে না। এ জগতের নিয়ম হলো, সুন্দরীকেও তার রূপ-রস-গন্ধ, আনন্দ-বিমর্ষতা সব কিছু অতিক্রম করে নিরাসক্ত হয়ে প্রেমের কাছে প্রেমের নিয়মে আত্মসমর্পণ করতে হয়। নিতে হবে এবং দিতে হবে। মিলতে হবে এবং মিলতে সাহায্য করতে হবে। এ হলো এক স্বর্গীয় বাজার। এখানে কেবল প্রেমিক-প্রেমিকারাই কেনাবেচা করে। অন্য কারো প্রবেশাধিকার এখানে নেই। এখানে সকলেই কাব্যে কথা বলে। সমিল ধ্বনি তরঙ্গে উচ্চারিত হয়। তরঙ্গায়িত হয় মানুষের অন্তরের ভালোবাসা। এখানে আসতে হলে অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে প্রেমের সমস্ত প্রতীকগুলো শিক্ষা নিয়ে আসতে হবে। জানতে হবে এবং জানাতে হবে।

www.pathagar.com

এখানে কেউ হার মানে না। এখানে কোনো পরাজয় বা অনুতাপ নেই। এখানে একটিমাত্র আশ্রয়ের জায়গা আছে, যেখানে সকলেই গিয়ে জমায়েত হয়। এর নাম ভালোবাসা।

ভালোবাসা যে একটা শিক্ষণীয় বিষয় সেটা আগেই বলার চেষ্টা করেছি। এমন মানুষ আছে যার একটা আস্ত জীবন কেটে যায় প্রেমহীন প্রান্তরের মতো। কেবল পা তুলে হাঁটতে হাঁটতেই অনেকটা তেপান্তরের মতো কেবল চলতে থাক আর বলতে থাক– তোমার অন্তরের সমস্ত অনুরাগ মিশিয়ে উচ্চারণ করে অনিশ্চয়তার দিকে ছোটো। কোথায় পৌঁছাবে তা যেমন তুমি জানো না, তেমনি তোমার অন্তরের ভেতর যে অন্তরঙ্গ আত্মার অবস্থান সেও জানে না। কোথায় যাবে গন্তব্য কোথায়, সেটা এক রহস্যজনক বিষয় হয়ে মানুষের বিবেককে নাড়া দেয়। সমাজে একজন কবি দরকার। কবি না হলে কবির কাজটি আর কেউ করতে পারে না। যুগ যুগ কেটে যায়, একটি সমাজে কবির আবির্ভাব ঘটে না। এ জন্য সব সময় কবিতার এক মূর্ছনা সমাজের ভেতর জাগিয়ে রাখতে হয়– যাতে এই সমাজে যেন একজন কবির জন্ম হয়। কবি ভাষার স্রষ্টা অথচ ভাষাবিদ নয়। শব্দের উদগাতা অথচ নিঃশব্দ। কবি সহসাই একটি সমাজে এসে হাজির হন না, এ জন্য উপযুক্ত পরিবেশ এবং ধ্বনি, শব্দ, মিল ও ছন্দের একটি নিয়ম প্রবাহিত রাখতে হয়। কবি নিয়মের মধ্যেই আছেন। কিন্তু নিয়মের অতিরিক্ত কিছু একটা করেন। যাকে আমরা নিয়ম বলি না। আবার অনিয়মও বলতে পারি না। আমরা কবির জন্য অপেক্ষা করি। সর্বকালে সর্বসমাজে এভাবেই অপেক্ষা করেছেন একজন কবির জন্য।

অন্যত্র অনাকাঙ্ক্ষিত স্থান থেকে সহসা আবির্ভূত হয়েছেন তিনি। প্রচলিত ভাষায় তিনি যদিও কথা বলেছেন। কিন্তু অলঙ্কার ও উপমায় এক স্বতন্ত্র ভাষার স্রোত বয়ে গেছে সেই সমাজের ওপর দিয়ে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে দেখেছেন– এই তো তিনি, যাকে চিরকালই মানুষ বলেছে কবি। কবি শব্দটি শুধু কল্পনায় পর্যবসিত রাখলে চলে না, যার ভাষা সহসা দুই কূল ছাপিয়ে যায় এবং যিনি সমাজের ওপর দিয়ে, নিচ দিয়ে এবং দুই পাশ দিয়ে তরাঙ্গিত হয়ে স্রোত বইয়ে দেন, তাকেই আমরা চিরকাল কবির সম্মান দিয়ে আসছি। কারণ কবি কেবল আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও উদ্ভাবনার জনক নন। তিনি দুঃখ, অনুতাপ ও অশ্রুজলেরও উৎস। সব কিছুই একজন

www.pathagar.com

কবি এসে অর্থবহ করে তোলেন। অথচ প্রকৃতি-পল্লব এসব তো চিরকালই ছিল এখনো আছে। কিন্তু কবি এসে সবাইকে বলে, চলো ফিরে যাই। গাছ বলছে, আমি বৃক্ষ, আমার ছায়াতলে আশ্রয় নাও। আস্বাদন করো আমার ফল এবং আমার অন্তরের মিষ্টতা। এসব ধ্বনিতরঙ্গ সব কিছুরই একটি অন্ত্যমিল চাই। চাই অনুপ্রাস, কবির প্রতিধ্বনি। মানুষের ভাষা হলো সবচেয়ে বিস্ময়কর এক সম্পদ। এর ভেতর একমাত্র কবিই ভাষাকে নতুন অর্থ দান করেন। তখন পিপাসার অর্থ আর তৃষ্ণা নয়। কোনো প্রতিশব্দ নয়। কোনো প্রতিধ্বনিও নয়। প্রত্যেকটি শব্দের নির্ধারিত নিয়ম আছে। সেই শব্দের মধ্যেই গুঞ্জরিত হতে থাকে। কোনো প্রতিশব্দ খুঁজেও পাওয়া বৃথা। পিপাসার অর্থ কখনো তৃষ্ণা নয়। পিপাসা একটি শব্দ। এর অর্থ পিপাসাই। তাকে তৃষ্ণায় পরিবর্তন করা হলো বোকামি। কবি কখনো এ কাজ করেন না। তিনি একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করেন মনোভাবকে ব্যক্ত করার জন্য। তার প্রতিধ্বনি নেই, প্রতিবাদ নেই প্রতিশব্দ নেই। এভাবেই ভাষার গঙ্গা পৃথিবীতে বইতে শুরু করেছে। যদি তুমি পিপাসার্ত হয়ে থাকো। এর মানে এ নয় যে তুমি তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণা একটি বুক ফাটা শব্দ। এর অর্থ কিছুতেই পিপাসা হয় না। মনে রাখতে হবে, এটা কোনো বিদ্যালয় নয় যে যেন-তেন প্রকারে ছাত্রদের শিক্ষাদান চলবে। এটা হলো জগতের কবিদের কৃর্তির কর্মশালা। এখানে শিক্ষক যেমন কবি, ছাত্রকেও তেমনি কবিই হতে হবে।

কবিদের কাজ হলো মানুষের মধ্যে স্বপ্ন সৃষ্টি করা। সেই স্বপ্ন কল্পনাকে জাগিয়ে তুলবে, স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন প্রবিষ্ট করিয়ে এগোতে থাকবে। কখনো স্বপ্ন নানা ঘাত-প্রতিঘাতে দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। আসলে দুঃস্বপ্নও স্বপ্নেরই নামান্তর মাত্র। পৃথিবীতে দুঃস্বপ্নেরও একটা ভাষা আছে। নিয়ম ও রীতি-পদ্ধতি আছে। এসব থেকেই ভাষার গঙ্গা বহমান।

আনন্দ অপেক্ষমাণ তার চতুষ্পার্শ্বকে পর্যবেক্ষণ করে বলে উঠল, জগৎ আগের নিয়মেই চলছে। কিন্তু কাব্যের জগৎ আগের নিয়মে কলরবে কণ্ঠস্বরে ঠিকমতো বইছে না। কথা বলার জন্য হে আনন্দ, হে কবি, তোমার অন্তরকে জাগরিত করো। সেই মহা মুহূর্ত কখন আসবে তাকে অবলম্বন করে ভাষার স্রোত বইয়ে দাও।

www.pathagar.com

পল্লবী পাশ থেকে বলে, তাহলে আমার পরিণতি কী হবে? পুরস্কার না তিরস্কার আমার প্রাপ্য? আনন্দ মৃদু শব্দে মন্ত্র উচ্চারণের মতো বলতে লাগল– হে নারী, তুমি শুধু ভালোবাসার কথাই জানো। আমাকেও বলেছ আমি নিঃশব্দে শ্রবণ করেছি। কিন্তু তুমি কি জানো ভালোবাসা কাকে বলে? আমি একটি জীবন ব্যয় করে যা বুঝতে পারলাম না, তুমি সেটা কী করে বুঝবে?

পল্লবী বলতে লাগল– আমি বুঝতে পারব, কারণ হে কবি, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, হে সুন্দর, আনন্দ মহালয় আমার তো একটাই মন্ত্র জানা আছে। আর সেটা হলো, আমি পুরুষের কাব্য। আমাকে দেখলে পুরুষের শরীরের রক্তধারা বইতে থাকে। আমাকে দেখলে এর বিনিময়ে সব কিছু দান করে। আমি জগৎ জঙ্গম সব কিছুকে পরীক্ষা করে দেখেছি, আমি না হলে পুরুষ পরাক্রম প্রকাশ করতে পারে না। আমি নারী এক অলকীর তরবারি। আমার কাটার ক্ষমতা আছে। কিন্তু যেহেতু আমি সব কিছুতেই একটা মহামূল্যবান প্রেমের স্তুতি গেয়ে উঠতে চাই। সে কারণে আমার দেহের দিকে নয়, আমার মুখের দিকে সকলের দৃষ্টি থমকে যায়। আমি নাচতে জানি, নাচাতেও জানি। আমি বশ করতে জানি এবং আমার বশবর্তী কাউকে দাসে পরিণত করতে পারি, কিন্তু মুশকিল হলো এর মধ্যেই সহসা কেউ যদি বলে ওঠে আমাকে ভালোবাসে, তাহলে আমার সারা দেহে কম্পন শুরু হয়ে যায়। ভয়ে-লজ্জায় দেখতে পাই আমার আচ্ছাদন নেই। আমি একটা ঢাকি তো অন্য দিকে অনাবৃত হয়ে যায়। আমি মুখ ঢাকি তো বুক খুলে যায়। এ অবস্থায় আমি শিক্ষা নিয়েছি লজ্জিত হওয়ার মন্ত্র। আমি লজ্জাবতী লতার মতো বাতাসের স্পর্শেও মূর্ছা যাই। সবাই আমাকে অনাবৃত দেখতে চায়। কিন্তু আমি বসন খুললেও কেউ আমাকে অনাবৃত দেখে না। মনে হয় আমি অতি মূল্যবান রাজবস্ত্র জামদানি পরিধান করে আছি। আমার শুধু দেহ নেই, আমার মধ্যে আছে স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা, মাতৃত্ব। সহসা কেউ আমাকে দেখে মা মা বলে কেঁদে ওঠে। এই একটি ডাক আমাকে প্রেম, কাম, কর্তব্য সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। আমি তখন মা ছাড়া আর কোনো কিছুই নই। আমি মা। শত পুত্রের জননী। যে আমাকে আহ্বান করে আমি তার দিকেই হাত বাড়িয়ে দিই। হে জগৎ, এসো আমার বুকে। লো, মা মা মা। এই মাতৃত্বের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এর

www.pathagar.com

অসাধারণ মাতৃত্ব। আমি জননী, আমি সকলের জন্মভূমি। আমাকে জগৎ জননী বলে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে যে এগিয়ে আসবে আমি তার মাতা। আমি সকলের আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং পরাক্রম। আমি যখন জননী রূপ ধারণ করি, তখন সকলেই আমার সন্তান হয়ে যায়। অথচ এ না হলে জগৎ মরীচিকা হয়ে যাবে। প্রেম থাকবে না, ভালোবাসা থাকবে না। আশা-ভরসা কিছুই থাকবে না। সে জন্য আমাকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

আমি জননী তো বটেই। কিন্তু তারও আগে আমি কারো প্রেমিকা। কারো ভালোবাসা। আশা-ভরসার এক দ্বীপদেশ। তোমরা কেউ সেখানে পৌঁছাতে পারো না। আমি সেখানে চিরকালের জননী হয়ে সকলকে আমার বাহুর নিচে বুকে এবং সমস্ত স্পর্শকাতর শারীরিক অঞ্চলে আশ্রয় দিতে ব্যাকুল। আমি এক পান্থ পাদপ গাছ। আমাকে সকলেই বৃক্ষ বলে বর্ণনা করে, আমি ছায়া দিই। মায়া দেই। মমতা দেই, আশ্রয় দেই, প্রশ্রয় দিই এবং সকলকে দু'হাতে বক্ষে আকর্ষণ করে বাঁচি। আমার সবচেয়ে ভালোবাসার শব্দ হলো জননী। আমাকে একবার জড়িয়ে ধরলে পুরুষের সমস্ত তৃষ্ণা মিটে যায়। আমি কি জননী ছাড়া আর কিছু? আমি জন্ম দিই এবং প্রতিপালন করি। আমি জগৎ জননী। আমার মাতৃত্বের কোনো সীমা নেই, পরিসীমা নেই। সমস্ত অমঙ্গল আমাকে দেখে সঙ্কুচিত হয়ে মুখ লুকায়। আমাকে কেউ কেউ জন্মভূমিও বলে থাকে। এই দেখো ভালো করে, আমি নিজেই লতাপাতা আচ্ছাদিত; আমার মাতৃত্ব আবৃত করে রেখেছি। আমি সন্তানদের সামনে লজ্জা নিবারণের জন্য পরিশ্রম করি না। আমার সন্তানরাই আমাকে আমার মাতৃত্ব অনাবৃত হতে দেয় না। আমি চিরকালই সুন্দরী ছিলাম। এই মুহূর্তে দেখো হে কবি, হে ভাষার কারিগর, ছন্দের উদগাতা, মিলের মহাশয়, আমি অতি সুন্দরী। আমার লাবণ্য দুকূল ছাপিয়ে সবাইকে কর্তব্য ভুলিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমি ধ্যানীদের ধ্যান ভঙ্গ করি। আমি গুণীদের গণনায় ভ্রান্তি সৃষ্টি করি। আমি নারী হলেও এক ধূম্রজাল আমাকে আবৃত করে রেখেছে। আমি রহস্যের আধার এবং রহস্যের মধ্যেই আমার স্থিতি, বিস্মৃতি এবং বিভ্রান্তি। আমাকে ঘিরে পাক খাচ্ছে এবং মাটি থেকে আমাকে ছড়িয়ে পড়ছে আমার লাবণ্যের কৃতীগাঁথা। আমি কবিতা, অন্য দিকে আমি নিজেই কবি। আমাতে যে আশ্রয় নেয় আমি তাকে অমরতার গুচ্ছমন্ত্র পান করাই। সে শুধু তন্ময় হয়ে আমাকে দেখতে

www.pathagar.com

থাকে। আর তার মুখ দিয়ে স্ফুরিত হয়– ভালোবাসি হে নারী, ভালোবাসি চিরকাল তোমাকেই, প্রিয়তমা। সুন্দরীতমা। শব্দে ছন্দে আচ্ছাদিত এক শারীরিক সুষমা। তোমার কোনো তুলনা নেই। তোমার কোনো উপমা নেই। তোমাতে আছড়ে পড়ছে লোভ, লালসা, দয়া, মায়া, মাতৃত্ব, প্রেম, জয়, পরাজয়। তুমি ধন্য, ধন্য হে সুন্দরী।

আমার নাম একবার কেউ উচ্চারণ করলে, আমি এতে তৃপ্ত হই না। কারণ আমি তো কেবল ভালোবাসার জন্মধাত্রী নই। আমি নিজেই এক অসাধারণ পিপাসার তরঙ্গ। আমাকে দেখলেই জগতের সমস্ত পুরুষ আমাতেই স্নান করতে চায়। আমি অবগাহন। আমি স্নান। শত শত যুবক শিক্ষার্থী স্নাতক হয়, তারা হাত জোড় করে আমার মধ্যেই অবগাহন করে। আমি তাদের মধ্যে এক অসীম শক্তির বরাভয় সৃষ্টি করি। তারা শিক্ষা দেয় এবং ক্রমাগত শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। মনে রেখো, আমি শিল্পী। অগ্নিশিখা এবং একই সাথে আমি অধ্যাপিকা। আমি বিদুষী এবং আমাকে স্পর্শ করলেই পুরুষেরা বিদ্যান উপাধিতে অধিষ্ঠিত হয়। আমি স্নান, পণ, অবগাহন, গান; আমি গীত, আমি সকলের শরীরে অনুভূত করাই সত্যপ্রবাহ। আমি শীত এবং একই সাথে বসন্ত। শীতের সাথেই অবস্থান। আমাকে দেখলে সকলেরই মনে সূর্যতাপের আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। আমি সব সময় সূর্যমুখী ফুলের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে উদয়কালের দিকে চোখ মেলে থাকি। আমার দৃষ্টির দিকে কেউ মুখোমুখি তাকাতে পারে না। যারা অধিক দুঃসাহসী তারা কেবলই আমার নগ্নতা দেখতে চায়। কিন্তু আমার এক হাতে আমারই বস্ত্র এবং অন্য হাতে এক রহস্যঘন অন্ধকার। তোমরা আমার বসন খুলতে পারো না। কারণ আমি অলৌকিক শাড়ি পেঁচিয়ে আমার লজ্জা নিবারণ করি। এই শরীর যারা গায়ের জোরে খুলতে চেয়েছে, তারা দেখতে পেয়েছে এক অনন্তকালের বসন আবৃত নারীকে, আমি নগ্ন হই না। এমনকি যখন আমার দেহে কোনো বস্ত্র থাকে না, আমি আমার শ্রেষ্ঠ বীর সন্তানদের অস্ত্রের ঝংকারে ঝংকৃত আবৃত এবং ঈষৎ লজ্জায় অবনতা। আমাকে দেখলে পুরুষের শরীরে রক্তের সঞ্চালন দ্রুততর হয়। অন্য দিকে আমি শান্তি, কারণ আমি পুরুষের দিবসের জ্বালা শীতল করি। আমি কামিনী, যামিনী শান্তি। আমি জলভরা বায়ু। আমি বৃষ্টি, আমিই সৃষ্টি, আমার বর্ষণে পৃথিবী উর্বরা হয়। অঙ্কুর উদগম হয়। মাটি ভেদ করে

www.pathagar.com

বেরিয়ে আসে দু'টি পাতা, একটি কুঁড়ি। আমি লতা, আমি কথকতা, আমি বায়ুর সাথে কথা বলি, প্রাণীদের আয়ু বৃদ্ধি করি। আমি বাঁচি এবং বাঁচাই। আমি তো আগেই বলেছি, আমি বৃক্ষের অধিক এক অন্তহীন অরণ্যের মতো। আমার মধ্যে একবার প্রবেশ করলেই সকলেই মোহাবিষ্ট হয়ে সেখানে আশ্রয় নির্মাণ করে। আমি গৃহ, আমি গৃহলক্ষ্মী।

আমি শস্য বপন করি, আমার স্পর্শে বসুন্ধরা উর্বরা হয়। আমি সর্বকালের এক আশা-ভরষার স্থল। আমি জননী– একই সাথে জন্মভূমি স্বর্গাদপী গরীয়সী। আমি হু হু শব্দে বয়ে যাওয়া বায়ুতরঙ্গ। আমাকে বেষ্টন করে পুরুষ মাত্রই মাটির ওপর দাঁড়াতে চায়। আমি নির্ভর, আমি নির্ঝর, আমি জল, সমস্ত প্রাণীর তৃষ্ণা নিবারণের আধারস্বরূপ। তোমরা তৃষ্ণার্থ হয়ে যা পান করো আমি তো সেই তরলতা। আমি তন্ময়তা এবং একই সাথে তমস্যা। আমাকে ঠিকমতো দেখা যায় না অথচ আমি চিরকালের একটি শরীর ধারণ করে আছি। আমিই কাম, আমি কামিনী, আমি সূর্যাস্তের পর পুরুষের একান্ত দরকারি আরাম। কেউ আমার নাম ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারে না, তবে যারা আমাকে জননী বলে সম্বোধন করে আমি তাদের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিই। আমি একটিমাত্র শব্দকে অমরতা দান করি। সেটা হলো– মা, মা, মা।

বলতে বলতে তরুলতায় আচ্ছাদিত স্থানটিতে মৃদু বায়ু প্রবাহ বইতে লাগল। যেন অমরতার মন্ত্র পাঠ করছে কোনো ধ্বনিতরঙ্গ। কেউ জানে না কোথা থেকে এই মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, কিন্তু মানুষের শ্রবণের ইচ্ছা ক্রমাগত উচ্চকিত হয়ে, উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে।

এ সময় আনন্দ সহসা বলে উঠল– হে আকাশ, বাতাস, সমুদ্র; তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি কী করি, আমি ইতিবৃত্ত রচনা করি। এই মুহূর্তে যে ধ্বনিতরঙ্গ আমার কানের দু'পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, এর সবটুকু অক্ষরে সাজাতে না পারলেও অন্তরে অঙ্কিত করে রাখছি। কবিতার শেষ নেই। কিন্তু কবির আয়ু ফুরিয়ে যায়। কবি মিশে যান তার নিজেরই কাব্যের স্ফুরিত শব্দতরঙ্গের মধ্যে।

www.pathagar.com

এই ধরনের একটি কর্তব্য পালনের জন্য হে আনন্দ, তুমি এসব নির্বাচিত, নির্ধারিত, নিশ্চিত, এ অবস্থার মধ্যে আমরা স্তাবক এবং নৈশব্দ্যের আবরণে আবৃত।

পল্লবী পাশ থেকে বলে উঠল, কিন্তু আমাকে ছাড়া এ জগৎ কোনো অর্থ খুঁজে পায় না। আমি নির্ধারণ করি নৈশব্দ্যের মাত্রা। গাছপালা চিরকালই চুপ করে থাকে, কিন্তু কথা বলে। মানুষ ঈষৎ বোকা বলেই সে কলরব পছন্দ করে, কলরব তরঙ্গায়িত করতে চায়। এবং সব কিছু ছাপিয়ে ওঠে, ওঠে কণ্ঠস্বর। কার কণ্ঠে? হে আনন্দ, সন্দেহ নেই তুমি নিজেই যেই কণ্ঠের অধিকারী, ভূমিষ্ঠ নৈশব্দ্য, তুমি হুঙ্কার ধ্বনি। তুমি প্রলাপের হু হু শব্দ। তুমি কলরব, অন্য দিকে তুমিই নীরব। এসো আমরা এই সময়টিকে কবির সৃজন মাহুত বলে ঘোষণা করি। হে পুলক সঞ্চারি পুরুষ, আমাদের সমস্ত দোষ ঐটি সাধনা করে তোমার কণ্ঠস্বর উচ্চকিত করো।

আনন্দ বলল, হে নারী, সুন্দরী ও প্রিয়তমা, তুমি নিজেই তোমার সর্বনাশের বাণী উচ্চকিত করে শোনালে। আমাকে ওই মুহূর্তে সমস্ত বন্ধন, আশ্রয় এবং প্রশ্রয় পরিত্যাগ করে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমাকে আর যাই পরামর্শ দাও, কবির কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলতে এসো না। আমি তোমাকে দেখি অভিভূত হয়ে। কিন্তু আমি একটি অন্য নারীকে সৌভাগ্যবশত দেখে ফেলেছিলাম। তার নাম আমি রেখেছিলাম বন্যতাবালা। এমন অপূর্ব দেহ সৌষ্ঠব, শারীরিক গরিমা এবং নারীত্বের ভঙ্গিমা আমি অতীতে আর কখনো অবলোকন করিনি। যদি সত্য বলতে বলো, তাহলে তুমি যতই দুঃখ পাওনা কেন, সত্য বলব। আমি সেই অপরূপা নারীর চুম্বকের আকর্ষণে অভিভূত এবং বিমোহিত হয়ে তাকে ভালোবেসেছিলাম; কিন্তু তোমার অসন্তুষ্টির কারণ হবে বলে আমি তাকে আকর্ষণ করিনি, স্পর্শ করিনি, উপভোগ করিনি। কিন্তু সে আমাকে তার কিছু দান করার পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিল।

এটা যদি হে আনন্দ, তোমার সত্য উচ্চারণ হয়, তাহলে আমিও তো নারী। আমার মধ্যে হিংসার বহ্নি প্রজ্বলিত হলেও আমি তোমার প্রেমকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু হে পুরুষ, পরম মিথ্যাবাদী, তুমি তো সেখানেও স্থায়ী হওনি। আমি অবশ্য তোমার অবস্থা বুঝতে পেরেছিলাম। আমার মধ্যে হঠাৎ জ্বলে উঠেছে হিংসার হিংস্রতা। তবু আমি নিশ্চিত ছিলাম।

www.pathagar.com

কারণ আমি তোমার দিক ঠিকরে জয়ধ্বনি করে নিজের জন্য ত্যাগ স্বীকারের পন্থা অবলম্বন করেছিলাম। কিন্তু হে কবি আনন্দ মহালয়, আমাকে তুমি কখনো অন্তর দিয়ে ভালোবাসনি। আমার নারীত্বের প্রতি তোমার লালসা ছিল। লোভ ছিল।

আমি বুঝতে পেরে নিশ্চুপ ছিলাম। আমি পরাজয় মেনে নিয়েছি। কিন্তু তুমি নিশ্চিতভাবে জয়ী হওনি। ওই বন্যতা নারীটি তোমার হৃদয়ে এক অনাকাঙ্ক্ষিত আনন্দ রূপেই বিরাজ করছে।

কিন্তু আমি পরাজয় মানতে পারি কেবল কাব্যের খাতিরে। তুমি লোভ-লালসার লালাসিক্ত হয়ে এখন অন্য দিকে সরে যাচ্ছ। যদিও ওই অরণ্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামে গিয়ে বন্যতা বিরাজ করছে। সেখানেই তোমার মন পড়ে আছে। এমন হলে আমার জন্য বা অন্য কারো জন্য তুমি বিভ্রান্ত না হয়ে তার কাছে চলে যাও কিংবা তাকে তোমার বক্ষস্থলে আশ্রয় দাও। আমিও তো নারী– আমি যুদ্ধে পরাজিত হলে ওই বন্যতা মেয়েটিকে প্রণাম করব। কারণ সে সত্যিই সুন্দরী। স্বাস্থ্যবতী কলরব মুখর এক অরণ্যের মতো। যখন জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন উঠেছে, তখন হে কবি, হে আনন্দ মহাশয়, কাব্যেরই জয়গান করি। কবিতার বিবর্তনের ইতিহাস আমার জানা আছে। আমাকে পদদলিত করে কাব্যের রথ গড়িয়ে যাবে। আমি অর্থহীন অহঙ্কারে জীবন দিতে চাই না, আমি তো কবিতারই জয়গান করব। আমি জানি, কাব্যের ইতিহাস আমাকে কখনো পরিত্যাগ করবে না। বিস্মৃত করবে না। মনে রেখো আমারও কোনো বিশ্বাস নেই। কারণ আমিও তো কবিতার জন্য দগ্ধ হতে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাকে তুমি না নিলেও তোমার মনে আমি এক চিরসুখী নারী রূপেই বিরাজ করব। আমাকে বাদ দিতে পারো, কিন্তু আমার এই কথাগুলোকে তোমার মহাকাব্যের মুখবন্ধের পাশে সঞ্চয় করে রাখতে হবে। জয়-পরাজয় এক দিনে নির্ধারিত হয় না। আর যেহেতু এটা কবিতার লড়াই। সে কারণে এ যুদ্ধের মীমাংসা তোমার বা আমার হাতে নেই। এর মীমাংসা হবে কালের বিবর্তনে। মনে রেখো, কালচক্রে আমরা সবাই আবর্তিত, বিবর্তিত এবং ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছি। এই চক্র যাকে ফেলে দেয়, সে বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যায়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমরা এখনো পরিত্যক্ত হইনি। আমরা ঘুরছি ঘূর্ণাবর্তে, আবর্তিত, বিবর্তিত এবং বিস্মৃত

www.pathagar.com

হয়ে চেয়ে আছি কেবল দেখছি দেখছি আর দেখছি। এখানে কথায় কোনো কাজ হয় না। নিয়মের সাথে নিষিক্ত হয়ে মিলে যেতে হয়। কাব্যের অমৃত রস ফোঁটায় ফোঁটায় চুইয়ে পড়ছে। এ রস পান করতে গেলে হয় পাগল হতে হবে কিংবা এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিতে বিবর্তিত হতে হবে। জানি আমাদের কোনো শেষ নেই।

কিন্তু হে কবি, আনন্দ মহাশয়, আমাদের কি কোনো আরম্ভ ছিল? আমাদের কোনো আরম্ভও ছিল না। আমরা কে, কোথাকার কেউ, কিছুই তো জানা নেই। কেবল আমাদের চৈতন্যে আমরা অনুভব করি, আমরা আছি, অতীতে ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও সম্ভবত আমরা থাকব। আমাদের মধ্যে হে আনন্দ, তোমারই কবিত্বের সৌভাগ্য হয়েছে, সেই তুলনায় রচিত পঙ্‌ক্তির সংখ্যা অপেক্ষকৃত কম। আমি তোমাকে অবশ্যই ক্রমাগত লিখে যাওয়ার প্ররোচনা দান করছি না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তুমি কবি অক্ষরের রচয়িতা। অক্ষর কোনো দিন কোনো কালে ধ্বংস হয় না, অতীত হয় না, বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। কেবল সম্প্রসারিত হতে থাকে। এই যে আমাদের অনন্তকালের যাত্রা এখানে সময় আসবে, এমন সময়– যেখানে আমরা একজন একজন করে খসে যাবো। ঝরে যাবো এবং মরে যাবো। তুমি তো মৃত্যুতে বিশ্বাস করো না, আমিও একদা তোমার মতো অবসান বা মৃত্যুতে আস্থাশীল ছিলাম না। কিন্তু হে আনন্দ, যত বিলম্বেই হোক কিংবা আজই হোক অথবা কালই হোক মৃত্যু নিশ্চিত। আমরা জানি না কখন আমরা থাকব না। কিন্তু এটা তো তুমিও জানো– জন্মিলে মরিতে হবে/ অমর কে কোথা কবে? না, কেউ নয়। ইতিহাসের সারাৎসার অধ্যয়ন করলে জানবে ইতিহাসেরও আরম্ভ ছিল না এবং যার আরম্ভ নেই তার শেষ কিভাবে হবে? আমরা শুধু শেষ খুঁজি, কিন্তু একটা অভ্রান্ত সত্যকে মানতে চাই না। সেই সত্য হলো যার শেষ নেই তারও একটা দেশ থাকে। আর এ দেশ জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপী গরীয়সী। এই তো আমাদের পায়ের নিচে এই মাটি কথা বলে না, হাসেও না, কাঁদেও না। কিন্তু তুমি যদি প্রকৃত কবি হও, তাহলে মাটিতে কান পাতলে শুনতে পাবে, মাটি অতিশয় জীবন্ত এক জরুরি বিষয়। ক্ষয় নেই, ভয় নেই, বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই। স্বার্থকতাও নেই, ব্যর্থতাও নেই। কেবল মুঠো করে ধরলে উঠে আসে মাটি। ঈষৎ সিক্ত ঘাসের শিকড় ইত্যাদিতে আচ্ছাদিত। কবিরা এর নাম

www.pathagar.com

দিয়েছে মৃত্তিকা। হাত দিয়ে ধরলেই শরীরে কম্পন শুরু হয়। মনে হয় আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে অঙ্কুরোদগম। লতা-পাতা, ফুল এবং ফলের পরে আবার বৃক্ষ, আবার ডালপালা। আবার পত্রপল্লব।

মানুষ এর নাম দিয়েছে পন্থুপাদপ। পথিকের বিশ্রাম, আশ্রয় ও নিদ্রার জায়গা। ঘুমিয়ে পড় হে কবি, নিদ্রা যাও; কিন্তু মনে রেখো তোমার ভেতরের চৈতন্য কখনও নিদ্রা যায় না, সে দু'চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে, দেখে কেবল দেখে। কে কী দেখে তা সে নিজেও ব্যক্ত করতে পারে না। তাহলেও তার দ্রষ্টব্য ফুরায় না অফুরন্ত অনন্ত। এবং একই সাথে সৌভাগ্য তাদের যারা কবি, যারা অক্ষরের উদ্ভাবনা করে, অক্ষরের অপর নাম বিনাশহীন, অমরতা।

আনন্দ মৃদু স্বরে মন্ত্র উচ্চারণের মতো বলতে লাগল, মানুষের সীমাহীন ভালোবাসার অফুরন্ত কাহিনী আমি কী করে রচনা করতে হয় তা জানতে আবার পর্যটনে বের হবো। আমার পা দুটি কেবলই চলতে চায়। কিন্তু আমার অবয়ব দেহ চোখ কেবলই বিশ্রাম খোঁজে। আমি বেরিয়ে পড়তে চাই। লিখতে চাই। এ সময় পল্লবী খিলখিল করে কাচভাঙা শব্দের মতো বলে উঠলো, তোমার মধ্যে মাঝে মাঝে অদ্ভুত এক সংশয় উদগ্রীব হয়ে কাকে যেন দেখে– কাকে দেখো হে কবি, আনন্দ মহালয়।

আমি মাঝে মধ্যে কেবল তাকিয়ে থাকি কিন্তু কোনো কিছুই আমার দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় না। আমি দেখি, আবার দেখিও না। অথচ আমাকে লিখতে হয়। আমি একটু বিশ্রাম পেলেই লিখতে থাকি– বিবরণ, বর্ণনা, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অক্ষর সাজিয়ে যাই। আমি তো সাজাই, অক্ষরের অন্য অর্থ হলো বিনাশহীন। একবার আমার কলমে লিখিত হয়ে গেলে হে নারী, কারো সাধ্য নেই সেটা মুছে ফেলতে পারে। কিছুই মুছে যায় না। আমি তো দেখছি ফিরে ফিরে আসে। ভালোবাসে আর রক্ত স্রোতের মধ্যে বইতে থাকে।

'সহসা পল্লবী অনেকটা বিদ্রূপের স্বরে বলে উঠল তুমি কিছু লিখলে যদি মুছে না যায় তাহলে তোমার কলমে আমার নাম উচ্চারিত হয় না কেন? আমি তো সর্বদা তোমাকে ঘিরে আছি। তোমাকে পাহারা দিই, কারণ তুমি

www.pathagar.com

অপহরণকারী নারীদের ষড়যন্ত্রে আমাকে যেকোনো মুহূর্তে পরিত্যাগ করবে। আমার আশঙ্কা তুমি কবি উদাসীন এবং অত্যন্ত আত্মস্বার্থপরায়ণ।

আনন্দ হাসল। হে নারী, তোমার আশঙ্কা একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ আমি ঠিকমতো মনোসংযোগ করতে পারি না। আর কেবল প্রকৃতির মতোই নারীকে আমি প্রদক্ষিণ করি, কোথায় কাকে দেখেছি সেটাতো ভুলি না। নারী সুন্দরী, তার সমস্ত অঙ্গ আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল; সে কেবল ক্রমাগত আহ্বান করতে থাকে। সাড়া দিলে পুরুষের কাব্য চেতনা লোপ পায়। কবি যদি কালি ও কলম বিস্মৃত হয় তবে কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটবেই। মনে রেখো, কল্পনা স্বপ্ন ইত্যাদি একজন কবিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। তাকে অক্ষরের স্রোতে লিপিবদ্ধ করতে হয়। লিখতে হয় নানা বিবরণ। তার মধ্যে নারীর অঙ্গশোভা সৌষ্ঠব সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য একান্ত জয়ী। আমি সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারিণী। ওই যে এক নারীকে কিছু দিন প্রদক্ষিণ করেছিলাম, তার নাম আমি যতই বন্যতা বলে উল্লাস করি আসলে তার নাম হলো সভ্যতা। হে পল্লবী, আমি অকপটে স্বীকার করছি আমি তার প্রেমের কাছে ক্ষণকালের জন্য হলেও পরাস্ত হয়েছিলাম। তুমি কি জানো হে পল্লবী, কবি পরাভব স্বীকার করে, তার কোনো দুর্নাম সহ্য করতে পারে না। আমি আরও একবার বন্যতার কাছে যেতে চাই। কিংবা তাকে আমন্ত্রণ করে আমার কিছু দিন অতিথি হওয়ার আমন্ত্রণ জানাতে চাই। আমি জানি সে আসবেই। কিন্তু অসুবিধা হলো তুমি বড়ই প্রতিহিংসাপরায়ণ বাঘিনীর মতো। আমি তোমার প্রতিহিংসাকে ভয় পাই। তবে তুমি যদি প্রতিশ্রুতি দাও তুমি হিংসাকাতর হবে না, তাহলে আমি বন্যতাকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারি।

এ সময় কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে পল্লবী মহা হাহাকার তুলে চিৎকার করে কেঁদে উঠল, তুমি বিশ্বাসঘাতক। তুমি আমাকে মুহূর্তের মধ্যে তোমার সব কিছু থেকে বাদ দিতে চাও, বিয়োগ করতে চাও। মনে রেখো, আমি তোমার ক্রীতদাসী নই। আমি স্বাধীনা এবং একই সাথে আমি স্বেচ্ছাচারিণী। আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। অঘটন ঘটাতে পারি। যাকে ইচ্ছা ধ্বংস করে দিতে পারি। আমার সাথে কোনোরূপ দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে যেয়ো না। কারণ আমি পরাজিত হলেও বহুকাল ধরে তোমার

www.pathagar.com

সঙ্গিনী। আমাকে ভালোবাসতে না পারো, কিন্তু প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা তোমার নেই। আমি তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমি হিংস্র, আমি বাঘিনী। আমাকে অবহেলা করে, তুচ্ছজ্ঞান করে কিছুই করতে পারবে না। আর আমাকে ছেড়ে পালাতেও পারবে না।

আনন্দ মৃদু হেসে একবার পল্লবীর দিকে মুখোমুখি দৃষ্টিপাত করে। এখন তো দেখতে পাচ্ছি আমার বন্ধুর চেয়ে শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশি। এর মধ্যে সন্দেহ নেই তোমার বৈরিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমি দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে চাই না। কিন্তু মনে রেখো, সব কিছুর ওপর আমি কবি। আমি উদাসীন এবং অবজ্ঞা করে চলে যাওয়ার এক অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী। আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান কোরো না, হে নারী। আমি সব কিছু পরিত্যাগ করে পথে পা বাড়িয়ে দিতে পারি। আমি যার কাছে খুশি তার কাছে চলে যেতে পারি। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে আমি বন্যতাকে ভালোবাসি। এটা হলো আমার অস্পষ্ট সত্য উচ্চারণ। তুমি ক্ষীপ্ত হলেও এই সত্য আমি অস্বীকার করে চলতে পারছি না। আমি অকপট হতে চাই, অসঙ্কোচ ও অকুতোভয় হতে চাই। আমি বহু ভেবে দেখেছি। আমি যদি এই মুহূর্তে সত্যের সহায়তা গ্রহণ না করি তা হলে মিথ্যা এসে আমাকে গ্রাস করবে। আর তোমার মতো হিংস্রতা আমার সহযোগী হতে পারে না। যদিও আমি তোমাকে অস্বীকার করছি না। কারণ আমার জীবন হলো এক কবির জীবন। এখানে আমি অকপটে স্বীকার করি তুমিও আছো। তবে সত্য নির্মম। এ কারণে আমি তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই আমি ওই রমণীকে এক পরমা সুন্দরী নারীরূপে প্রত্যক্ষ করেছি। তার কোনো তুলনা নেই। চিরসুন্দরী চিরকালের নারী সে। যদিও আমি তার নাম দিয়েছি বন্যতা। সে প্রকৃতির মতো অপ্রতিহত সৌন্দর্যের শাড়িতে আচ্ছাদিত। আমি তাকে আমার কুঞ্জে আহ্বান করব। কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তুমি কোনো অনিষ্ট করার চেষ্টা করবে না, কারণ তুমি স্বীকার করো বা না করো আমার মধ্যে কবিতার পক্ষপাতহীন এক সৌন্দর্য এসে কম্পিত হচ্ছে, কাঁপছে, চলছে ও দোলাচ্ছে।

এ কথায় পল্লবী তার কেশপাশ এলোমেলো করে মাটিতে মাথা আঁচড়াতে লাগল। তার বিলাপ এক মুহূর্তে কুৎসিত তিরস্কারে পর্যবসিত হলো। সে আনন্দকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল তুমি বিশ্বাসঘাতক। কবিতা তোমার

www.pathagar.com

ছদ্মবেশ। আসলে তুমি একটি রাক্ষস। তোমার দাঁত, নখ আমি সহসা দেখে ফেলেছি। তুমি যেমন আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দিলে না। আমিও তোমাকে একেবারে ভূলুণ্ঠিত করে ছাড়ব। মনে রেখো, তুমি হিংস্রতাকে ডেকে এনেছো।

আনন্দ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলল– হে অকৃতজ্ঞ নারী, তোমার কাছে এর বেশি কিছু আশা করা যায় না। তবে আমি আর কোনো দিন তোমার কোনো প্রত্যাশা পূরণে প্রস্তুত নই। সব কিছুর ওপরে আমি কবি। আমি আকীর্ণ ছন্দের বন্ধনা করে এসেছি; এই ছন্দই আমার জীবন। আমি ছন্দে বাঁচব। গন্ধে আপ্লুত হবো এবং আনন্দে নাচব। কেউ আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি তো দেখেছি তোমাকে প্রশ্রয় দিলে কেবল ইচ্ছা কাতরতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়। তুমি যা খুশি তা করতে পারো। ইচ্ছে করলে আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যেতেও পারো। আমি আর মিথ্যার পিছু ধাওয়া করব না।

এ কথা বলামাত্র পল্লবী সুরচিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর আনন্দ হাতজোড় করে আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল, হে পরাক্রমালী, এমতাবস্থায় যেখানে সকলই কাব্যের বিপরীতে চলে যাচ্ছে আমি কী করতে পারি? আমি কেবল দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। আমি জানি, আমি যদি একবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাই, তাহলে একে একে সকলেরই পতন দেখব। আমি তো কারো ক্ষতি করিনি। আমি কবি এটা তো কোনো অপরাধ হতে পারে না। এই জগতে প্রতিটি জাতির মধ্যে কবিরা জন্মেছেন। ভাষা সৃষ্টি করেছেন। আর কবি সর্বদা বলে এসেছেন। আমি কবিমাত্র, আর কিছু নই। সমিল বাক্যই আমার কর্তব্য আমার চেতনায় ছন্দ, আমার বেদনায় আনন্দ তরঙ্গায়িত হয়েছে। আমি দেখেছি কাব্যের কোনো পরিসীমা নেই। যেমন জীবনেরও কোনো পরিসীমা থাকে না। কবিতা ছাড়া এই প্রকৃতি, নরনারী, গাছপালা কোনো কিছুর আর কোনো অর্থ হয় না। আমি সর্বদা সর্বক্ষেত্রে জ্ঞানীদের সুখ কামনা করেছি। বলেছি, যাবত জীবেত, সুখং জীবেত, ঋণং কৃত্তা ঘৃতং পিবেত, প্রাণীদের সুখেরই একান্ত দরকার। সুখ ছাড়া মানবজীবন কোনো অর্থ বহন করে না।

সুখ ক্ষণস্থায়ী হলেও সুখই মানব জীবনের পরম প্রাপ্তি। এ জন্যই সুখের পেছনে আমরা ক্রমাগত ছুটে চলেছি। তবে ভালোবাসা হলো একটা

www.pathagar.com

আলাদা বিষয়। ভালো থাকার অর্থ কোনো অবস্থাতেই সুখের হয় না। এর কোনো প্রতিবাদ নেই। আর থাকলেও আমি সেটা গ্রাহ্য করি না। আমি ভালোবাসি বলেই জানি যে ভালোবাসা একটি শিক্ষণীয় বিষয়। হৃদয়ের সমস্ত আর্তি দিয়ে ভালোবাসা কী সেটা শিখতে হয়। আমি ভালোবাসার কাঙ্গাল। এর ভেতর কী আছে সবটুকু আমি জানি না। কিন্তু যখনই ভালোবাসার কথা উত্থাপিত হয়, আমি তখনই মূর্ছিত হয়ে পড়ি। আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে বলতে থাকি ভালোবাসা প্রাণীদের আশা-ভরসা। ভালোবাসা না হলে যদিও জগৎ আগের মতোই দাঁড়িয়ে থাকে তবুও সেটা কোনো অবস্থাতেই বিশ্রামের স্থল হতে পারে না। অথচ মানব জীবনে বিশ্রাম ও বিরাম দরকার। আমি উপলব্ধি করি।

আনন্দের কথায় স্থানটিতে যেন ঝরে পড়তে লাগল বিন্দু বিন্দু রসের ধারা। পাতা চুইয়ে বৃক্ষের গাত্র সিক্ত করে ঝরে পড়ছে একধরনের রস, যা প্রকৃতিকে কেমন সতেজ ও চকচকে করে তুলছে।

আনন্দ উদাসীন দৃষ্টিতে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ থেকে মন্ত্র উচ্চারণের মতো বিন্দু বিন্দু শব্দের সুষমা বাতাসে ঝরে পড়তে লাগল। আনন্দ প্রকৃতির উপাসনা করছে বুঝতে পেরে পল্লবী দলিত সাপিনীর মতো উঠে দাঁড়িয়ে গেল। তুমি হে মিথ্যা ভাষণকারী, আমার কোনো প্রত্যাশাই পূরণ না করে যে মন্ত্রই উচ্চারণ করো তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তুমি এখন প্রকৃতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আছো। অথচ আমাকে তুচ্ছজ্ঞান করে অবলীলায় পরিত্যাগ করতে চাও। তুমি কবি হলেও আমি গ্রাহ্য করি না। জগতের সব কবিদের কবিতা কি গ্রাহ্য হয়েছে? খোঁজ নিয়ে দেখো, যেখানে কোনো নারী মানবী কবির বৈরী ছিল। আমি সেই বৈরী শক্তি। তোমার প্রকৃতির আরাধনাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। আমি তো বলেছি, আমারও এক নাম প্রকৃতি। তোমাকে আমার উপাসনা করতে হবে। বলতে হবে আমি সুন্দরী, সুন্দরতমা। আমি প্রিয়তমা। অনন্তকাল ধরে কবিদের উপমা আমি। হে আনন্দ, এখনো সময় আছে। আমার বন্দনা করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করব।

আনন্দ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল হে নারীরূপী নাগিনী, তোমার বিষ হিংস্রতা দাঁত নখ এবং একই সাথে তোমার সৌন্দর্য সবই এখন তোমার এক কামুক নারীর দুষ্ট প্রকৃতির পরাক্রমে আচ্ছন্ন হয়েছে। আমি তো বলেছি,

www.pathagar.com

আমি তোমাকে গ্রাহ্য করি না। আমি বন্যতাকে ভালোবাসি। আমি তাকে আমার কুঞ্জে নিয়ে আসবো। তুমি কিছুতেই বাধা দিতে পারবে না। আমি জানি তুমি সহ্য করবে না। মনে রেখো বন্যতা একজন নারী। আমি যদি তাকে ক্রুদ্ধ করি তবে সে তোমাকে ধ্বংস করবে। আমি যদি দুই নারীর মধ্যে হিংস্রতার বীজ বপন করি তাহলে আমি জানি, তুমি বন্যতার রূপ লাবণ্যের কাছে পরাস্ত হয়ে পদদলিত হবে। অথচ আমি সেটা চাই না। কারণ কিছুক্ষণ আগেও তুমি আমার সঙ্গিনী ছিলে। কবিরা স্বল্পকালের জন্য হলেও নারীর বন্ধুতা হৃদয়বৃত্তি অস্বীকার করে না। তুমি হৃদয়বৃত্তে একসময় প্রিয়তমা বলে গণ্য হয়েছিলে। এখন বন্যতা সেখানে অধিকার বিস্তার করেছে। তুমি পরাস্ত হয়েছো। আর পরাজিত নারীরা অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। আমি জানি, এ কারণে আমি তোমাকে একটি সান্ত্বনা শুনাতে চাই। সেটি হলো আমার জীবনে কিছু কালের জন্য তুমি ছিলে আমার প্রিয়তমা। আমি সেটার মূল্য দিতে চাই। এই মূল্য গ্রহণ করো, হে নারী। আর যদি না গ্রহণ করো তাহলেও আমি বন্যতার জন্য পা বাড়িয়ে দিয়েছি। আমি তোমার দুর্গতি দেখতে চাই না। তুমি নিজের আত্মসম্মান বজায় রেখে আমাদের সঙ্গেই থাকো। কিংবা আমাদের পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাও। মনে রেখো, প্রেম হলো একটা বিষয় যা চিরকাল এক রকম অবস্থায় মানুষের হৃদয়ে বসবাস করে না। তুমিতো একসময় বিদুষী ছিলে। পড়াশোনা করেছিলে। তুমি নিশ্চয়ই প্রেমের ইতিহাস জানো। সেখানে পরাজিতের কোনো স্থান নেই। বিশেষ করে কবিদের কাব্যক্ষেত্রের আয়তনের মধ্যে একবার যদি কোনো নারী ভূলুণ্ঠিত হয় তাহলে তার বিলাপ শোনার জন্য কেউ অপেক্ষা করে না। এটা অস্ত্রের যুদ্ধের মতোই এক নিরস্ত্র লড়াই। পরাভূতরা চিরকাল ধুলোয় মিশে যায়। কাঁদে না, পথ বেঁধে রাখে না কারণ কাল বা সময় পরাজিতকে পদদলিত করে চলে যায়। কালের চক্র ঘুরতেই থাকে। কারো জন্য কাঁদে না, পথ বাঁধে না। রোদন বা বিলাপের কোনো স্থান নেই এই যুদ্ধে। নারীরা এই যুদ্ধের এক দুম্বা, হাঁস সমরাষ্ট্রের মতো। সমরাষ্ট্রের মতো বিরাঙ্গনা। তাদের সাজসজ্জার মধ্যে কেবলই হিংস্রতা ঝলমলিয়ে ওঠে। তারা জগতের নিয়মেই একটা পক্ষ হয়ে আছে। কখনও বিনয়ী হয়, কখনও পরাজিতা। এখানে ভূলুণ্ঠিতার দিকে কারো ফিরে তাকাবার অবকাশ নেই। বিজয়ী হলে

www.pathagar.com

পরাক্রম প্রকাশ করো। আর পরাজিত হলে মাটিতে মুখথুবড়ে মাটিতেই মিলিয়ে যাও। খেলাটা নির্মম কিন্তু নির্ধারিত। এই খেলা অনন্তকাল ধরে চলে এসেছে। এ জন্যই তো এই যুদ্ধ ক্ষেত্রের নাম কবিরা রেখেছেন প্রেম। অথচ এর নাম হওয়া উচিত ছিল কুরুক্ষেত্র।

এখানে নিঃশব্দে প্রেমের ইতিহাস ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। আবার কত প্রেমের কাহিনী অনন্ত কালের মতো প্রাণ পেয়ে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। এসব আলোচনা করতে এই মুহূর্তে আমার কোনো ইচ্ছা নেই। আমি কবিতার মতোই একই সাথে সত্য ও মিথ্যার মরীচিকা। তুমি যদি সত্যকে আগলে রাখো তাহলে মিথ্যাকেও খানিকটা প্রশ্রয় দিতে হবে। বিষয়টা নিগূঢ় কবিতার আর কাব্য হলো তার নামের মতোই প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন। সত্য-মিথ্যা খুঁজতে যাওয়া একেবারেই বৃথা। কাল বয়ে চলেছে পাল তুলে। কেউ সংশয় স্রোতকে প্রতিহত করতে পারে না। বইতে দিতে হয়। একটা কথা আছে না? দোর বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি। সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি? সত্য ও মিথ্যার অবাধ চলাচলের জন্য দরজা খোলা রাখতে হবে। মিথ্যারও মহা-আগমন প্রতিহত করা যাবে না। সত্য থাকলে মিথ্যাও থাকবে। এটাই মানব জীবনের প্রহেলিকা। অনন্তকাল ধারা বয়ে আসছে যারা প্রেমে পড়ে তারা অবশ্যই সত্য ও মিথ্যাকে একযোগে হৃদয়ে ধারণ করে। সত্য বিজয়ী হলে যেমন আমরা জয়মাল্য দিই। কিন্তু কী আশ্চর্য! মিথ্যা বিজয়ী হলে আমরা বিমর্ষ হই। অথচ মিথ্যারও বিজয়মাল্য ধারণ করার যে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তা আমরা স্বীকার করতে চাই না। অথচ আমরা মনুষ্যত্বের জয়গান গাইতে থাকি। বলি, সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

'যদি তাই হয় তাহলে তো ভ্রম বা অসত্যের একটা স্থান দিতে হবে। কারণ অসত্য, মিথ্যা ইত্যাদি মানুষেরই কর্মফল। একটা পেয়ে আনন্দিত হলে, অন্যটা বিমর্ষতার কারণ হবে কেন? যদি সত্যিই সবার উপরে মানুষই সত্যি হয় তাহলে তর্ক বাড়িয়ে লাভ নেই। ভ্রান্তিও মানুষের কর্মফল। ভুলের মাশুল দিতে আর কী হলে চলবে? আর সব কিছুর কেন্দ্রে আছে নরনারীর প্রেম। প্রেমের কোনো ব্যাখ্যা নেই। বিস্তার নেই, সম্ভবত বিবরণও নেই। নরনারী তবু অনাদিকাল থেকে বলে এসেছে– ভালোবাসি। এতেই কালের চক্র ক্রমাগত ঘুরে চলেছে। সময় কাউকে একবার ফেলে

www.pathagar.com

দেয় আবার ভূলুণ্ঠিত ব্যাখ্যা ধারণ করে ঘূর্ণিত হতে থাকে। এসব নিয়ে যারা কাজ করে তাদের আমরা বলি কবি। কবি শব্দের প্রকৃত অর্থ কী? তা এ পর্যন্ত কেউ সঠিকভাবে উচ্চারণ করেনি। এক রহস্যআচ্ছন্ন অন্ধকারে এবং ঈপ্সিত আলোর মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে ভালোবাসার বরাভয়। এখানে পক্ষ প্রতিপক্ষের প্রতি অত্যন্ত মমতায় হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ আমার নাম ভালোবাসা।

এই বোধ কেমন যেন একটা মন্ত্রমুগ্ধ এবং সর্বাঙ্গ অবশ করে দেয়ার মতো মুহূর্ত শিহরিত হচ্ছে। কাঁপছে লতাপাতা বৃক্ষ পত্রও পল্লব। এই অবস্থায় সহসা আনন্দ গাঢ়ো কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণের মতো বলতে লাগল, আমি কবি, আমাকে অনেক বিষয় লোভ-লালসা আকর্ষণ আত্মত্যাগের মহিমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হয়। কবিদের প্রধান কাজ হলো পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া, পিছুটান নেই, কোনো আকর্ষণ বা বিকর্ষণ নেই। শুধু একটা পথ উঁচু হয়ে আছে চলে যাওয়ার জন্য। প্রান্তর মাঠ মেলাক্ষেত্র সব কিছু পেছনে ফেলে চলে যেতে হয়। কোনো আফসোস বা অশ্রুজল পেছনে ফিরে মুহূর্তের জন্য অবলোকন করারও শক্তি অবশিষ্ট রাখে না। শুধু মনে হয় স্থান ত্যাগ করে চলে যাই। সমস্ত তোপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কেবল চলতেই থাকি। চলতে চলতে বলব কিভাবে অতিক্রম করে এসেছি বাধার বিন্ধ্যাচল। কত চেহারা ছলছল আঁখি, ক্রন্দন, হাহাকার মুহূর্তে পেছনে ঠেলে দিয়ে যেতে হবে বহু দূর। চলতে চলতে আয়ু ফুরিয়ে গেলে পথেই ভূলণ্ঠিত হবো। কিন্তু আমার চলা তো থামবে না। আমি চলব আর দেখব। দৃশ্যের পর দৃশ্য। কত অবিশ্বাস্য কাহিনী আছে এই চলার, হাঁটার মধ্যে। পার হয়ে যাও, হার মেনো না। হে কবিত্যশক্তি, পেছনের দিকে তাকিও না। এই পথ হলো অত্যন্ত রহস্যাবৃত্ত এক রাস্তা। যে পেছনে তাকায় সে তখন স্তব্ধ হয়ে যায়। কোনো পেছনের দিক নেই। আছে কেবল সামনের দিক, কোনো অতীত নেই, আছে ভবিষৎ। চলতে চলতে কত দূর এসেছি এটা কখনও দেখতে পেছনের দিকে দৃষ্টিপাত কোরো না। তাহলে তুমি আর নিজের আয়তনের মধ্যে থাকাবে না। অন্য কিছু হয়ে যাবে। তোমার

www.pathagar.com

একমাত্র কাজ হলো– ওই যে শেষহীন এক পথ দেখা যাচ্ছে এই পথ পরিক্রমায়। কেবল হেঁটে চলো। গন্তব্যে পৌঁছতে পারলে কি না এটাও জিজ্ঞাসা করা যাবে না। যেতে হবে, যেতে থাকো, নিজেরই পদশব্দের জন্য চলো, কেবলই চলতে থাকো। মনে রেখো, চলাই হলো তোমার একমাত্র কাজ।

সহসা আনন্দের মনে হলো পল্লবী সহজে অব্যাহতি দেবে না। সে ক্রুদ্ধ নাগিনী। তার হিতাহিত জ্ঞান এই মুহূর্তে আশা করা যায় না। আনন্দের মনে হলো এ অবস্থায় খানিকটা বিরাম দরকার। কিন্তু সেই মুহূর্তেই গৃহে প্রবেশ করল একটি নতুন মুখ। সে হলো বন্যতা। হেসে বলল, হে আনন্দ কবিশ্রেষ্ঠ, তোমার পত্র পেয়েছি। তুমি আমাকে আহ্বান না করলেও আমি যেকোনো মুহূর্তে এখানে চলে আসতাম। কারণ আমিও তোমার অভাব বোধ করছি। বিরহ-বেদনা কাকে বলে তা আমার জানা ছিল না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমি এক দিনও বাঁচতে পারি না। দরকার তোমাকে। আমি অবশ্য তোমার মতামত নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু আমি জানি তুমি যে দ্বিধা-দন্দ্বে ভুগছো, তোমাকে আর দ্বিধার দোলাচলে ছেড়ে দিতে আমার মন চাইল না। এ জন্যই আমি বলা যায় এক অদৃশ্য টানে এসে হাজির হয়েছি। আমাকে নিন্দা কোরো না। আমাকে বেহায়া বলে মনে কোরো না। আমাকে প্রেম বলে ধারণা করো। অথচ যার মধ্যে এই প্রেমরসের সৃষ্টি হয় তার আর কোনো মুক্তি নেই। যে কোনো না কোনোভাবে আত্মদহনের বেদনায় দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। এবং তুমিই হলে সব কিছুর কেন্দ্রস্থল। হে আনন্দ, আমি নিরূপায়, আশ্রয়হীনা এক নারী। আমি আত্মসমর্পণ করতে ছুটে এসেছি। আমাকে ঠাঁই দাও। যদি ভালোবাসতে না পারো তাহলে সে কথা অকপটে আমাকে জানিয়ে দিলে আমি আমার মধ্যে যে প্রবল নারীত্ব শক্তি সঞ্চিত আছে তার ভেতর মুখ লুকিয়ে থাকব।

মুহূর্তে আনন্দ একবার তার দিকে তাকাল এবং আশপাশের সব কিছু যে নিরাসক্তের মতো খানিকক্ষণ দেখে নিলো।

আমি জানতাম এই সঙ্কট সৃষ্টি হবে, মৃদুস্বরে বলল আনন্দ, এখন কবির কর্তব্য কী? সেটা তো আমি জানি না। আমাকে কেউ বলেনি, আমি

www.pathagar.com

কোথাও পড়িনি এবং এ বিষয়ে কোনো দিন কোনো কিছু লিখিওনি। এখন আগে একমনে কবির কর্তব্য স্থির করতে হবে। আমার কোনো নারীতেই বিশ্রাম নেই। আমার এই সব নারী প্রতি মুহূর্তের জন্য মোহ সৃষ্টি হয় আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমি কবি, কালের অক্ষর লিখতে এসেছি। কোনো নারী– সে যত সুন্দরী অপসরা হোক না কেন, আমার হৃদয়কে মুহূর্তের জন্য চঞ্চল করতে পারবে। কিন্তু আমি যে কবিত্ব শক্তি নিয়ে বেঁচে আছি তার একটা উপক্ষোর ক্ষমতাও আছে। আমি যখন পথ দেখতে পাই না তখন আমি বিপথে দুর্গমে দূরতিক্রম্য পথেই পা বাড়িয়ে দিই। আমার জন্য এই জগৎ সুগম নয়। আবার দুর্গমও নয়। আমি চলে যাই কারণ আমার চলার মধ্যেই আছে ছন্দোবদ্ধ মিল অমিল উপমা উৎপ্রেক্ষা। আমি উপেক্ষা করে চলে যাই। কখনও ছাড়াই, কখনও নিজকে হারাই কুয়াশাচ্ছন্ন এই পথে। তবু আমি চলি। এই যে এখানে এক নারী এসে উপস্থিত হয়েছে যদি এই মুহূর্তে আমার হৃদয়ের অকপট সত্য কেউ শুনতে চায়, তাহলে আমি বলব, হে সুন্দরী, তোমার নাম যদিও দেয়া হয়েছে বন্যতা তবু তুমি অন্যন্যা, অসাধারণ তোমার দেহের সড়ক, তোমার ঈষৎ নমিত বক্ষস্থল। তোমার রাজহাঁসের মতো সুন্দর গলা গ্রীবা ভঙ্গি আমাকে এক স্বর্গীয় আনন্দের আরাম দিচ্ছে। তুমি শুধুই সুন্দরী নও। তুমি সুন্দরীতমা। এবং আমার প্রিয়তমা। এ কথায় পাশ থেকে পল্লবী চিৎকার করে বলল, না, না এ সবই হলো প্রতারণা। আমি এই প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকব। আমি এত দিন কবিত্বের যে মর্যাদা দিয়েছি সেটা আমার ভ্রান্তি। আমি চাই আমার মতো পরাজিতদের প্রতিবাদ করার সাহস দুর্বার করে বেঁচে থাকতে। আমি যদি না পাই তাহলে সকলের বুকের গ্রাস আমি টেনে মাটিতে ছড়িয়ে দেবো। আমাকে অভুক্ত রেখে কারো কোনো ভোগ সম্ভবপর নয়। এত দিন আমি শুধু পরীক্ষা করেছি। কিন্তু আমার নিজের যে শক্তি আছে তা পরখ করে দেখিনি।

আনন্দ পাশ থেকে বলে উঠল হে নারীগণ হে নতুন আগন্তুক বন্যতা দেবী, এখানে যা কিছু দেখছেন এর মধ্যে লুকিয়ে আছে লালসা। লোভের রসনা লালা ঝরছে। আমি অবশ্য কাজের উপাসক। কিন্তু কবিতা লোভীর জিহ্বাকে আহত করতে পারে না। এর থেকে অবশ্যই আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে। আমি এই মুহূর্তে অন্যত্র চলে যেতাম; কিন্তু বন্যতা আমার অতিথি।

www.pathagar.com

এ অবস্থায় বন্যতা জোরে বলল, আমি নারী হলেও অবলা নই। আমার শারীরিক শক্তি আছে। রূপ আছে। ছন্দ, গন্ধ সবই আছে। আমি কোথায় এসে পড়েছি তা আমার আগে জানা ছিল না। আমার বোধশক্তিও অতটা আন্দাজ করেনি। যা হোক এখন আর বিতণ্ডা বাড়িয়ে লাভ নেই। সকলকেই আমি অনুরোধ করছি, এক পা পিছিয়ে একটু দাঁড়ান। তারপর আবার চলার জন্য পা তুলুন। এখানে নিয়মের একটু হেরফের হয়েছে কিন্তু এখানের তিনি অতিথি। আমি তাকে নমস্কার করি, এই যে একটা বিরূপতার আরাম আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটা কোনো অসম্ভব ঘটনা নয়। এটা তো হতেই পারে। তবে আমাদের যদি অতিশয় তাড়াহুড়া না থাকে তাহলে আমার মনে হয় সকলেরই বিশ্রামে যাওয়া দরকার। আমি এই মহিলা, বন্যতা দেবীকে নমস্কার করি এবং আমাদের এই সঙ্কট দেখে এখান থেকে না যেতে অনুরোধ করি।

সাথে সাথেই উচ্চৈঃস্বরে হেসে ফেলল বন্যতা, বলল: এ তো চিরকালের গল্প, এটা আমি অহরহই দেখে থাকি।

তবে এখানে একজন নারীকে দেখলাম। এমন রূপসী সুগঠিতা স্বাস্থ্যবতী এবং একই সাথে লাবণ্যময়ী মহিলা সচরাচর চোখে পড়ে না। আমি তার উদ্দেশে নমস্কার জানাই।

আপনার প্রশংসার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমি অবশ্য কোনো অবস্থাতেই নারীর রূপের প্রতিযোগিতার পক্ষপাতী নই।

এ সময় আনন্দ বন্যতার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলে উঠল, কিছু ভুলত্রুটি হয়তো ঘটে যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই ক্ষেত্রটি একটি আশারও সৃষ্টি করেছে। আমি নিশ্চয়ই কবিতার জলভরা বায়ুকে এখন বর্ষণের আমন্ত্রণ জানাই। আকাশও মেঘলা। একধরনের উষ্ণতা বিরাজ করছে। আহা! যদি বারিপাত শুরু হতো কতই না ভালো লাগত।

পাশ থেকে পল্লবী চিৎকার করে বলল, বারিপাত নয়, রক্তপাত হবে। এবং এর জন্য হে ছদ্মবেশী কবি, তোমার নাম যতই আনন্দ হোক তুমি নিরানন্দ, তুমি মানুষের মনে একধরনের ব্যর্থতার জ্বালা সৃষ্টি করেছ। ভেবো না আমি নিষ্ক্রিয় নিষ্প্রভ হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি যাব। আমিও পদদলিত ভুজঙ্গের মতো জঙ্গি বিষদাঁত বসিয়ে দেবো। যারা আমাকে

www.pathagar.com

ভূলুণ্ঠিত পদদলিত এবং মাড়িয়ে যেতে উদ্যত হয়েছে। আমি নারী, আমার অন্য নাম কামিনী। আমি শান্তি এবং একই সাথে আমি অশান্তি ও বিভ্রান্তি । আমি অনাসৃষ্টিকারী। কথা হলো আমাকেও পেতে হবে। আমাকে আমার প্রাপ্য না দিয়ে কেউ মাড়িয়ে যেতে পারবে না। আমি আমার শক্তির একটা পরীক্ষা করতে চাই। আমি জানি আমি মঙ্গল ঘটাতে না পারলেও অবশ্যই অমঙ্গল ঘটাব। আমাকে যারা অভিসম্পাত করে আমি তাদের ওষ্ঠের ওপর কালিমা লেপন করে দেবো।

এ ঘটনার কিছুকাল পরে আনন্দ একদিন অকস্মাৎ এসে পল্লবীর আশ্রমে মুখ বাড়িয়ে তাকে খুঁজতে লাগল। দরজার আড়াল থেকে পল্লবী বলে উঠলো– কী ব্যাপার, এই অলক্ষ্মী ব্যর্থ নারীর কুঞ্জে দেখছি এক চিরচেনা কবির উদয় হলো। নিশ্চয় কোনো দুর্ঘটনা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আনন্দ তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল– দেখো সুন্দরী, তোমার সাথে আমার যে একটি অদৃশ্য বন্ধন আছে সেটা তো সকলেই জানে। আমিও সেই অবস্থাটিকে অস্বীকার করি না। আমি তোমাকে চিনি, জানি। আর অবিশ্বাস্য হলেও আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমার জীবনের প্রথম যুবতী। এখনও আমি শত ব্যস্ততার মধ্যেও তোমাকে স্মরণ না করে পারিনি।

আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে পল্লবী বলল, হে ছন্দের ছলনাময় স্রষ্টা, আমাকে আবার মিথ্যা দিয়ে ভুলাতে চাইলে আমি তো জানি তুমি আমাকে পদদলিত করেছ। অসম্মান করেছ। আমাকে এতটাই দুঃখ দিয়েছ যে আমি আর মাটি থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি না। যা হোক আমার আশ্রয়ে যখন এসেছ তখন তোমাকে যথাযথ মর্যাদার সাথে আহ্বান করি। বলো, কেন এসেছ? অকপটে বলো, আমার কাছে কী চাও?

আগে বসতে দাও। তুমি তো চিরকাল আমাকে ভর্ৎসনা করো, গালমন্দ দেয়ার ভাষায় আমাকে আর আহ্বান কোরো না। আমি তোমার কাছে এসেছি। একটি সত্য উপলব্ধি আমার জন্মেছে বলে। বলতে বলতে আনন্দ নিজেই একটি মোড়া নিয়ে তার ওপর বসে পড়ল। পল্লবী এক দৃষ্টিতে আনন্দের দিকে তাকিয়ে আছে। স্থানটিতে কৌতূহল ও সন্দেহ যেন উপচে পড়ছে।

www.pathagar.com

যা হোক, আমার কাছে যখন এসেছ তখন তোমাকে অবজ্ঞা করার সাধ্য আমার নেই। তুমি তো জানো তোমাকে দেখলেই আমার সমস্ত দৃঢ়তা, রাগ, অপমান মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। আমি ভেবেছিলাম, তুমি আর কোনো দিন আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না।

তোমার ভাবনা ঠিক নয়, হে পল্লবী। আমার প্রথম সঙ্গিনী, আজো আমি তোমার কথা এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হতে পারি না। তোমার অঙ্গভঙ্গি দৈহিক সৌন্দর্য আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে রেখেছে। তা ছাড়া আমি কবি হলেও সত্য উচ্চারণে কখনো দ্বিধা করিনি। আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালোবেসেছিলাম। সেই মুহূর্তগুলো আমার পক্ষে বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব।

এ কথায় পল্লবী একেবারে নির্বাক হয়ে দু'টি বিশাল চোখ আনন্দের মুখের ওপর স্থির রেখে প্রশ্ন করল, বলো কী চাও? যদি আমার কাছে তোমার কোনো চাহিদা তাকে আমি তা পূরণ করব হে কবি, আমার কুঞ্জে এসে বসতে কখনো তুমি বিমুখ হওনি। আবার যখন এসেছ বুঝতে হবে আমার কিছু অপরিহার্যতা আছে। আমি তো আগেই বলেছি। আমি তোমাকে আগে যেমন ভালোবাসতাম, আজো তেমনি ভালোবাসি। আমি অকপট। কিন্তু হে আনন্দ, তুমি যা হোক আমার কাছে প্রত্যাবর্তন তোমার জন্য সহজবোধ্য বিষয় ছিল না। তবু তুমি শেষ পর্যন্ত আমার কাছে হাত পেতেছ। আমি তোমাকে শূন্য হাতে ফেরাতে চাই না। আমার কাছে যা আছে রূপ, সৌন্দর্য, ছন্দ, গন্ধ, দেহ, লাবণ্য, রক্তস্রোত সবই একদা আমি তোমাকে সমর্পণ করেছিলাম। পায়ে লুটিয়ে কেঁদেছিলাম। আমি এখনো সেই ত্যাগ ও তর্পণের মধ্যে অবনত আছি। আমাকে তুমি না নিলেও আমাকে যে অস্বীকার করতে পারছ না তার প্রমাণ হলো তোমাকে আমার কুঞ্জে ফিরে আসা।

তুমি জয়ী হয়েছ, হে পল্লবী। তুমি বিজয়িনী, আমি তোমার এই বীরত্বপূর্ণ বিজয়কে নমস্কার করি। যদি আমাকে বিশ্বাস করো তবে বলব, আমি তোমাকে ভালোবাসি। যেমন প্রথম দিন তোমার সাক্ষাৎ পাওয়ামাত্রই আমার চোখ তোমার রূপমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। আমি সেই মুহূর্তকে স্মরণ করি। হে বিজয়িনী, আমাকে শাস্তি দিয়ো না। আমার লেখায় তোমার নাম উল্লেখ করার দাবি তুমি জানিয়েছিলে। আমি তা যথাযথভাবে করে যাচ্ছি। তুমি অমর হয়ে থাকবে। কালিদাসের কবিতায় অনেক কর্মপটু

www.pathagar.com

নারীর বর্ণনা অমর হয়ে আছে। তারা সবাই অপূর্ব সুন্দরী ছিল এমন নয়। কিন্তু কবি কালিদাসের প্রয়োজন ছিল ওই সব নারীর সহযোগিতা।

এ কথায় সহসা পল্লবী আনন্দের পায়ে উপুড় হয়ে ষাষ্টাঙ্গে তাকে প্রণাম জানায়। এ অবস্থায় আনন্দ পল্লবীর মাথায় সস্নেহে এবং একই সাথে প্রেমের হাত বোলালো। তার স্পর্শে পল্লবীর ব্যাকুল ক্রন্দনধ্বনি উচ্চকিত হলো। এই সুন্দরী নারীর ক্রন্দনধ্বনি বৃক্ষে লতায় পাতায় এক আশ্চর্য শিহরণ জাগিয়ে তোলে। যেন প্রকৃতি পল্লবীর মতো নারী প্রকৃতির কাছে অবনত হয়েছে। সব কিছুই কাঁদছে অশ্রুজলে সিক্ত এক স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা করেছে।

আনন্দ বলল, আমি কবি, আমার প্রধান দোষ হলো আমি ভালোবাসি এবং একই সাথে যাকে ভালোবাসি তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে থাকি। আমার পা থামে না। আমার হৃদয় বসে না। আমি অস্থির। আমি চির কবি। চিরকালের চারণ। আমি গাই গানের পঙ্‌ক্তি। এর পেছনে ফেলে যাই। এককালের ব্যবহার্য ভালোবাসা। আশা-ভরসা। এটা আমার স্বভাব নয়, এটা হলো সত্য। আর কবিদের একটা মুহূর্ত আসেই। যখন কবি সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না। সত্যের উপলখণ্ডে পা রেখে কবি তার কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করে। ছন্দে দোলে, গন্ধে মূর্ছা যায়। সে মাটিতে দেহ প্রসারিত করে নিঃশ্বাস নিতে থাকে। তার ওপর দিয়ে বয়ে যায় চিরকালের বাতাস। এক প্রাকৃতিক সুগন্ধে সব কিছু আপ্লুত হয়ে যায়। আমরা বলি, সৃজন মুহূর্ত। আসলে সম্ভবত এই সময়টাই কবিতা সৃষ্টি করতে না পারলেও সৃষ্টিরই মুহূর্ত। কবি সব কথা লেখে না। কিছু কথা গোপন থাকে। যেমন একদা মহাকবি কালিদাসও গোপন রেখেছেন। সেই গুচ্ছ বিবরণ কালের বাতাসে একটু একটু বিচ্ছুরিত হয়। সৌরব ছড়িয়ে পড়ে এবং গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে যায়।

আনন্দ অকপটে স্বীকার করল যে বন্যতা এক সুন্দরী মাংসপিণ্ডমাত্র। তার মস্তিষ্ক শূন্যতা এবং মূর্খতায় পরিপূর্ণ, তাকে দিয়ে কবির কামনা-বাসনা মিটলেও কাব্যের কোনো উপযোগিতা তার মধ্যে নেই। সে একটি সুন্দরী নারীমাত্র। কিন্তু কবির জন্য দরকার নারীরূপী একটি তীক্ষ্ণ তরবারির। যার মস্তিষ্ক মেধায় ছন্দে গন্ধে বিবরণে, বর্ণনায় একেবারে ভরপুর হয় থাকবে।

www.pathagar.com

পল্লবীকে হাতের স্পর্শে আনন্দ তার দিকে তাকাতে ইঙ্গিত করতেই পল্লবী তার চেহারা উঁচু করে আনন্দকে একবার উত্তমরূপে দর্শন করতে লাগল। আনন্দ প্রশ্ন করল, হে সুন্দরী, কী অবলোকন করছো?

আমি দেখছি অনন্তকালের এক কবি প্রতিভাকে, তার চোখ দু'টি ভবিষ্যতের ওপর স্থাপিত। তার নাক উঁচু, চিবুক উন্নত হয়ে আছে। তার নিঃশ্বাস থেকেও সুরভিত গন্ধের বায়ু নির্গত হচ্ছে। চতুর্দিকে ছন্দের দোলা। মাথার ওপর খোলা আকাশ, বাতাস বইছে, প্রকৃতি ও প্রাণীদের মধ্যে শিহরণ তোলে। এ দৃশ্য স্বর্গীয়। আপনা থেকেই উৎসারিত, প্রবাহিত ও আপনার মধ্যেই সমাহিত। এর কোনো তুলনা হয় না। একমাত্র কবিরাই এই মুহূর্তটাকে বর্ণনা করতে পেরেছে।

আনন্দ এক ভাববিহ্বল অবস্থায় হাত জোড় করে পল্লবীকে নমস্কার জানাল। হে সুন্দরী অপরূপা ও অনুপমা, আমি তোমার সহ্য গুণকে নমস্কার করি। আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অভিশাপ দিয়ো না। আসলে আমি তো শব্দ, ছন্দ ও গন্ধে মূর্ছিত প্রায়। আমি আছি। তোমাদের সঙ্গে। আবার নেইও। আমি দৃশ্যমান আবার পর মুহূর্তে অদৃশ্য। আমার দোষত্রুটি ক্ষমা করাই সমাজের রীতি হয়ে চলে এসেছে। আমাকে সমাজ-সংসার এবং সকলেই ক্ষমা করে এসেছে। আমার দোষত্রুটির চেয়ে আমার ছন্দই অগ্রগামী। আমি দুলিই, দোলাই এবং একই সাথে হাত বুলাই কালের তরঙ্গে। মানুষের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা বিরহ আমার হাতের ওপর ছলছলিয়ে নদী হয়ে বয়ে যায়।

পল্লবী বলল– আমি নদী এবং এক প্রবহমানতা। আমি তরঙ্গ শত তরঙ্গভঙ্গে, আমি ঢেউ। আমার আত্মীয় নহে কেউ। আমি ছলছল শব্দে জ্বলের মধ্যে মিশে থাকি। আমাকে পান করে অনন্ত কালের তিষ্ণার্ত কবির দল। তারা আমার নাম রেখেছে তৃপ্তি। আমি পরিতৃপ্তি। অন্য দিকে আমাতেই আছে অতৃপ্তি। তৃষ্ণা, পিপাসায় বুক ফেটে গেলে সবাই আমাকে অঞ্জলি ভরে পান করতে পারে। আমি প্রাণের ভেতরে বান। বন্যা এনে দেই। আমি ভাসাই এবং জাগাই। আমি নিদ্রার কারণ। আমার শরীর যখন রূপান্তরিত হয় ঘুমপাড়ানি গানে, আমি তখন কবিদের সরল শিশু হিসেবে দেখতে থাকি। আমার হৃদয় মাতৃত্বের বেদনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আমি যেমন পুরুষের প্রিয়তমা। তেমনি আমি সন্তানের মা, জননী। আমি লালন

www.pathagar.com

করি, পালন করি। শিশুর মুখে আমি স্তন, আমি সঞ্জীবনী সুধা। আমি মাতৃদুগ্ধ। অপ্রতিরোধ্য আমার সন্তানের জন্য বেদনাবোধ। আমি অঝরে কাঁদি। আমার কান্নায় সন্তানমাত্রই ছুটে আসে মা মা বলে। আমি তখন মা ছাড়া আর কিছুই নই। অথচ আমি একদা ছিলাম পুরুষের প্রিয়তমা, অন্যতমা, অনন্যা। এই তো আমার অনেকগুলো রূপের মধ্যে একটি রূপের সামান্য বর্ণনা। আমার কাহিনী কে লিখবে? কই সে কবি? আমি আহ্বান করি জগতের ছন্দের রচয়িতা এবং গ্রামের সুরভিমাখা মস্তিষ্ককে; তারা আমার জয়গান করুক। আমি তাদের প্রিয়তমা এবং তাদের দুঃখে কাতরাই, আমিই তাদের মা। আমি জন্ম দিই। পালন করি– আহার ও বাসস্থান আমার শরীরে খুঁজে পায় অন্যরা। আমি মন্দির। আমি মহল। আমি অট্টালিকা। আমার জয়গান করে কবিদের কাব্য ভাষা পায়। আমি আলো। আমি ছন্দ, গন্ধ। আমি পরিতৃপ্তি এবং চির প্রবাহিতা নদী। আমার কোনো শেষ নেই। আমার কোনো আরম্ভ নেই। আমি চিরকালই ছিলাম, আছি ও থাকব। কে আমার আরম্ভ খুঁজতে যায়; তাদের বলো, আমার কোনো আরম্ভ নেই, শুরু নেই এবং একই সাথে জানিয়ে দাও আমার কোনো শেষও নেই। আমি চিররহস্যাবৃতা। আমি কুয়াশায় আবৃত ভোগী এক নারী হলেও সহস্র কবির ভালোবাসার পাত্র আমি। কবিরা আমাকে নানা অবস্থায় নাম ধরে ডাকে। আমি কবিদের ছন্দের অন্ত্যমিল। আমি মিল, আমি ঝিলমিল মরীচিকা। আমাকে দেখে সকলেই তৃষ্ণার্ত হয়ে ছুটতে থাকে। আমি জলাধার হয়ে তাদের সামনে অবস্থান করি। তারা মরীচিকার পেছনে ছোটে। অথচ আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। এই রহস্য নিয়েই জগৎ ঘুরছে।

আনন্দ হাতজোড় করে চোখ বন্ধ করে মাথা নত করে পল্লবীর প্রলাপোক্তি শুনে গেল, কোনো প্রতিবাদ করল না। প্রতিহত করার চেষ্টা করল না বরং মন্ত্রমুগ্ধের মতো পল্লবীকে আড়চোখে দেখে এবং তার তেজোময়তার বিচ্ছুরণে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

আমি স্বীকার করি হে সুন্দরী, হে বিদেশী এবং সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ এক নারী তুমি। তোমার পড়াশোনার খ্যাতি আছে। আমি তোমার বিদ্যার এবং একই সাথে তোমার তেজোময়তার কাছে হাতজোড় না করে পারি না। কিন্তু হে আমার প্রিয়তমা, আমি তোমার সংস্পর্শেএখনো বিস্তৃত হইনি।

www.pathagar.com

আমি জানি তুমি অঘটন ঘটাতে পারো, কিন্তু আমি যেহেতু কবি, ভুলভ্রান্তি এবং অনেক বিষয় ভুলে যাওয়া যদিও আমার স্বভাব; কিন্তু এই মুহূর্তে আমি তোমার বন্দনা করি। তুমি স্বীকার করো আর না করো আমি তোমাকে ভালোবাসি।

এ কথায় পল্লবী হঠাৎ দলিত ভুজঙ্গীর মতো ফণা ধরে দাঁড়িয়ে গেল। আমাকে প্রতারণা করার আর কোনো অবকাশ নেই, হে আনন্দ। আমি আমার ক্রীতদাসত্ব তোমার প্রত্যাখ্যান থেকে জেনে গেছি। আমি শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং দ্বিতীয়বার আর তোমার জন্য পল্লবিত হইনি। আমার মধ্যে কাম আছে, ক্রোধ আছে, এবং সেই সাথে বর্বরতাও আছে। মনে রেখো, আমি যদি ভালোবাসার ব্যক্তিকে না পাই, তাহলে তার বিনাশ ঘটাতে পারি। যদিও তোমার কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছে আমার নেই। আমি তোমার থেকে দূরে সরে এসেছি এবং আমি আমার বিদ্যাজ্ঞান ও নিত্যপাঠের মধ্যে এসে মুখ লুকিয়েছি। আমি আমার পরাজয়কে খানিকটা হজম করে নিয়েছি। এ অবস্থায় আমাকে আর উত্তেজিত কোরো না। প্রলুব্ধ কোরো না। প্রতারণা কোরো না, হে আনন্দ। তুমি তোমার কাব্য ছন্দ মিল ইত্যাদি নিয়ে দূরে অবস্থান করো। আর যদি ফিরেই আসো, সেটা আমার বিশ্বাসযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। মনে রেখো, আমি কামিনী। আমার মধ্যে কামের বাসনা জেগে উঠলে তা নিবৃত্ত করার জন্য আমি অঘটন ঘটাতে পারি। এর চেয়ে বরং দূরে থাকো– হে আনন্দ, হে কবি। আমাকে উত্তেজিত না করে দূরে থাকো। আর যদি আমার দেহের মোহ কিছুকালের জন্য তোমাকে পরিতৃপ্তি দিয়ে থাকে তাহলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোরো তোমার কাব্যে। তোমার ছন্দে, তোমার বাক্যবন্ধে। আমি তো তোমাকে ভালোবাসি। আর ভালোবাসলে প্রতিপক্ষের ক্ষতি করা সম্ভব হয় না। আমি তোমাকে কোনো বাধ্যবাধকতার মধ্যে রাখতে চাই না। তুমি কবি– মুক্ত ছন্দের মতো দ্রুতগামী। অন্ত্যমিলের মতো সুন্দর, সম্মোহিত ধ্বনিতরঙ্গে আপ্লুত। সবই আমি মানি এবং আমি জানি, এখন তুমি মায়াবী বা বিপদগ্রস্ত হয়ে আমার কুঞ্জে এসেছ। তুমি এখন আমার অতিথি। আমি তোমার কোনো অনিষ্ট সাধনে তৎপর নই। আমি তো আমিই। আমার নাম পল্লবী। আমাকে ভালোবাসতে না পারলেও ঘৃণা করার অধিকার তোমার নেই। মনে রেখো,

www.pathagar.com

তুমি যেমন পুরুষ এবং কবি। আমিও তেমনি নারী ও কামিনী। তুমি যেমন সুঠাম সুন্দর স্বাভাবিক। তেমনি আমিও সুন্দরী, রূপসী ও তরঙ্গিনী। আমাকে দেখলে সাধকদের ধ্যান ভেঙে যায়, আমি তো আগেই বলেছি। আমি অন্তত, তোমার অনিষ্টকারিণী হবো না। একদা আমি তোমাকে ভালোবাসতাম। আজো বাসি। আমার কাছে তোমার উপস্থিতি আমি অস্বাভাবিক ভাবতাম। কিন্তু তুমি এখন আমার দুয়ারে এসে হাত পেতেছ। আমি তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাসনায় পরিতৃপ্ত করব। বলো কী চাও, হে অকৃতজ্ঞ কবি।

আনন্দ হাতজোড় করে বলল, যদিও তোমার বিশ্বাস হবে না তবুও আমি আমার মনের কথা এই মুহূর্তে না বলে পারছি না। হে পল্লবী, হে পরমা সুন্দরী, আমি তোমাকে চাই। একমাত্র তোমাকে, তোমার বিহনে আমার ভেতরটা দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি শুকিয়ে যাচ্ছি। আমাকে হে নারী, হে সুন্দরী প্রিয়তমা রক্ষা করো। আমি তোমার শরণাপন্ন ভিখারীর মতো কাঙাল। আমাকে প্রত্যাখ্যান কোরো না। ফিরিয়ে দিয়ো না।

এ কথায় পল্লবীর দু' চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। যদি তুমি হে কবি মিথ্যায় আমাকে ভোলাতে এসে থাকো তাহলে তোমাকে জানিয়ে দেই, আমি অভিভূত হয়েছি। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছি, আমি আমাকে উৎসর্গ করার জন্য একপায়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমি পরাজিত হয়েছি। এবং তোমার পদতলে লুটিয়ে পড়তে চাইছি। আমাকে দু'বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করো। আমাকে পিষ্ট করো এবং সহস্র চুম্বনে আমার দেহকে শান্ত করো। এ কথার সাথে সাথে আনন্দ মূর্ছাহত পল্লবীর দেহকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরল এবং তার ওষ্ঠের ওপর গভীর আবেগে চুম্বন করল।

অনেকক্ষণ আনন্দের দেহে মাথা রেখে কম্পিত, শিহরিত ও মূর্ছাহত পল্লবী দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। অনেক চেষ্টায় আনন্দ তাকে শান্ত করে মাটিতে বসিয়ে দিলো। পল্লবী অশ্রুশিক্ত চোখ তুলে বলল, আমি যা চেয়েছিলাম তা তো আমি পেয়েছি। আমি চেয়েছিলাম আমার জয়। আমি জয়ী হয়েছি। আমার আর কোনো দাবি নেই। সবচেয়ে খুশি হয়েছি হে আনন্দ, তোমার চৈতন্য-উদয় হওয়ায়। সুন্দরী হলেও তার মতো নারী যে কবির সহচর

www.pathagar.com

হতে পারে না এ উপলব্ধি তোমার মধ্যে ভালোভাবেই হয়েছে। কবিতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি। এখন হে আনন্দ, তোমার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করো। কী চাও আর আমি কী করতে পারি।

আনন্দ হাতজোড় করে বলল, হে নারী সুন্দরীতমা প্রিয়তমা আমার, আমি তোমাকে চাই; আমি ভালোবাসার প্রতিদান দিতে চাই।

তুমি মিথ্যাবাদী।

তুমি আমাকে আরো একবার বিশ্বাস করো, হে নারী।

এ কথায় পল্লবী কিছুক্ষণ চোখ মুছে নীরব হয়ে রইল। আর তার ওষ্ঠ থেকে মন্ত্রের মতো কিছু শব্দ নির্গত হলো। আমি জানি এ প্রতারণা, তবে আমি এই ফাঁদে পা দিতে সম্মত হয়েছি। কারণ, নারীর কর্তব্য হলো, নিজকে অর্পণ করা। যদি আমাতে তৃপ্ত না হও তাহলে আমার তো আর কিছু করার থাকে না।

আনন্দ বলে উঠল আমি তোমাকে বাহুবন্ধনে আকর্ষণ করার সুযোগ পেলে আর কোনো অন্যায় অবিচার করব না।

পল্লবী হেসে বলল, যদিও এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই। কিন্তু আমি মিথ্যায় পরাভূত হয়েছি। আমি পরাজিত হয়েছি। মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছি। চিরকাল নারীরা যে কারণে পুরুষের পদতলে লুটিয়ে পড়ে, আমি আমার ভেতরে সেই আকর্ষণ অনুভব করছি। আমি জেনেশুনে এক কবির মায়াজালে জড়িয়ে যেতে রাজি হয়েছি। নারীর ধর্মই হলো পুরুষের মিথ্যা প্ররোচনায় আত্মসমর্পণ করা। আমি কবিদের ছন্দ, মিল ও গন্ধের উৎস। আমার গন্ধে পুরুষমাত্রই উন্মাদ হয়ে পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

যারা আমাকে অস্বীকার করে তারা নির্বোধ। আমাকে স্বীকার করার মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রেম, পরিণতি, ভালোবাসা, আশা ও হাতাশা। আমি অনিষ্ট করি না, কিন্তু অকৃতজ্ঞকে বুঝিয়ে দিই আমি কে। জগতে মাতা, ভগ্নি ও পুরুষের সঙ্গিনী হিসেবে কত কাব্য খাতায় লেখা হয়েছে আমাকে । আসলে সব কিছুই আমার দেহের প্রশান্তি মাত্র। আমার স্তুতি, আমার জয়গান। আমি রাজাদের বাগান। আমি সুগন্ধি গোলাপ। অন্য অর্থে আমি অভিশাপ, আমি বিলাপ, আমি ক্রন্দনধ্বনি, আমি কান্না, আমার দু'চোখ বেয়ে বেরিয়ে আসে পান্না রঙের অশ্রুসজল। উষ্ণ অবিরল জল। আমি

www.pathagar.com

তরল, আমি সরল। একই সাথে আমি গরলও বটে। আমি বিষ, আমি মৃত্যু। কিন্তু যদি আমার জয়গান করতে কোনো পুরুষের বাসনা জাগে তাহলে আমি পুরুষের সলজ্জ কুমারী। আমি বামা, আমি পুরুষের বাম দিক অনন্তকাল ধরে দখলে রেখেছি। আমার জন্য সংঘটিত হয়েছে কত যুদ্ধ, কত কুরুক্ষেত্র, কত রাজার অস্থি মাটিতে মিশতে আমি দেখেছি। কত সর্বনাশ, কত শিহরণ আমাকে ঘিরে আমাকে চিরে বেরিয়ে এসেছে। আমি রক্ত, আমি হিংসা, আমি প্রতিহিংসা। অন্য দিকে কে অস্বীকার করবে আমি জননী নই? আমি মাতা, আমি মাটি, আমিই পৃথিবী। আমি ছাড়া জগৎ মিথ্যা, প্রহসন। আমাকে একবার যে পায় তার আর কোনো পিপাসা থাকবে না। তৃষ্ণা নির্বাপিত হয়। আমি শীতলতা, আমি আরাম, আমি পুরুষের ঘাম, আমি সর্বদা বীর্যের বিশ্রাম। আমি ঘুম, আমি অচেতন, একই সাথে চেতন। আমি বোধ, আমি মহাপ্রবোধ।

আর কত বলব। শুধু আমার নামের বানান লিখতেই তোমার শূন্য মহাকাব্যের খাতাটি পূর্ণ হয়ে যাবে। অথচ আমার নামের বানান শেষ হবে না। আমি সব ভাষার অনন্দিত উচ্চারণ, আমি অহঙ্কার। আমার গলায় মালা পরিয়ে দাও। আমি বধূ হতে এমনই কাতর অথচ তোমরা আমাকে কোনো কিছুই হওয়ার সুযোগ না দিয়ে দুশ্চরিত্রা বলে অপবাদ দাও। মাঝে মধ্যে আমার আত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠলেও আমি নিজেকে সংবরণ করি। আমার এক রূপ স্নিগ্ধা। সঙ্গীতজ্ঞরা আমার নাম দিয়েছেন কোমল গান্ধার। কিন্তু আমি তো পুরুষের পার্শ্ববর্তিনী। আমার নাম নিজে রেখেছি মানবী। বলো, জগতে এর চেয়ে সুন্দর আহ্বান আর কেউ কি শুনতে পায়? আমি ধন্য, বন্য, বনলতা। আমি কবিদের পূর্ণতা। হে আনন্দ মহাশয়, আমাকে আলিঙ্গন করো। আমাতেই সুখ, আমাতেই তৃপ্তি। আমাতেই শান্তি। আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধলে তোমার সব ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে। আমি পূর্ণতা।

এসব বাক্যে মনে হলো প্রকৃতি, লতাপাতা, বৃক্ষ– সব কিছুই যেন থরথরিয়ে কাঁপছে। এই অবস্থাটি অতি অল্প সময় স্থায়ী হলেও প্রকৃতির ভেতরে একধরনের শিহরণ বইতে লাগল। কম্পন অনুভূত হলো মাটির গভীর থেকে। কেমন একটা ঘোর যেন পেঁচিয়ে শেষে মাটিতেই মিশে গেল।

www.pathagar.com

হঠাৎ উঠে দাড়াল পল্লবী। আমি চিন্তা করে দেখেছি এই জগতে ভালোভাবে, স্বতন্ত্রভাবে বাচতে হলে গায়ের জোরেই বাঁচতে হয়। আমার গায়ে শক্তিসামর্থ আছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো আমি পুরুষকে উত্তেজিত করতে পারি। আমার এই শক্তি নিয়ে আমি স্বতন্ত্রভাবে সাহসীর মতো বাঁচব।

এ সময় কোথা থেকে যেন একধরনের বিলাপের ধ্বনি বাতাসে ভেসে আসতে লাগল। মনে হলো অনেক দূর থেকে, অনেক অনেক দূর থেকে কেউ মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে রোদনধ্বনি ছড়িয়ে দিচ্ছে। কান্নার একটা সংক্রমণ যেন একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

এ অবস্থায় বুকফাটা হাহাকারের মতো শব্দ তুলে আনন্দ স্বগতোক্তির মতো বলে উঠল, আমার মাথায়ও আর কোনো শব্দের তরঙ্গ অনুভূত হচ্ছে না। এটা কি কোনো বন্ধ্যত্ব। আমি জানি, সব কবিরই একটা অবস্থা আছে, যেখানে মনে হয় আর কিছুই স্ফুরিত হবে না। এই রোগ আগে আমি অনুভব করিনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আমার মধ্যে আর তরঙ্গিত শব্দের প্রবাহ নেই। আবার ফিরিয়ে আনতে হবে শব্দ, শব্দ, শব্দ,শব্দ।

এই কথার পর আঁখি বন্ধ করে কী যেন মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল আনন্দ।

আনন্দের এই মন্ত্রশক্তির সহায়তা গ্রহণ যে একান্তই অপারগতার ব্যর্থতা থেকে উত্থিত, সেটা সহজেই বোঝা যায়। তবু আনন্দ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু তার অবস্থা দেখে দ্রুত পল্লবী ছুটে এসে দু'হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু তার ধরা সত্ত্বেও উভয়েই কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে সজ্ঞা গ্রহণ করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে রইল দু'টি দেহ। একটি নারীর, অন্যটি পুরুষের। এই অচেতন অসহায় পতনে প্রকৃতি সব কিছুর ওপর তার প্রভাব বিস্তার করে যেন শান্ত হয়ে দর্শন করছে মানুষের অহঙ্কারের পতন, স্খলন; অবশেষে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকা। এভাবে আরো একটি দিবস অতিবাহিত হয়ে গেলে চৈতন্য শিহরিত হতে লাগল। অজ্ঞানতা এবং নরনারীর অধঃপতনের মধ্যেও।

www.pathagar.com

দিবস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে পল্লবী প্রথম চৈতন্য ফিরে পেয়ে মাটির ওপর উঠে বসে মাথাটি মাটিতে স্থাপন করে বলতে লাগল, আমাকে লোকে বিদ্বেষী বলে অভিহিত করে। কিন্তু এখন যে মুহূর্তের মায়াজালের মধ্যে আমরা এসে পড়েছি, সেখান থেকে বেরোবার উপায় কী? না ঘটল কাব্যের মুক্তি, না স্থাপিত হলো ছন্দ, গন্ধ ও আনন্দের কোনো যুক্তি অথচ আমাদের তো কোথাও না কোথাও পৌঁছার কথা। পাশ থেকে বন্যতা হেসে উঠল, তোমরা আমায় মূর্খ বলে পরিত্যাগ করলেও আমি তো বলেছি আমার দেহই আমাকে রক্ষা করবে। কারণ আমি কামিনী। কথায় আছে, কামিনী এনেছে জামিনী শান্তি সমীরণ বারিবাহ– বলেই খিল খিল করে হেসে উঠল বন্যতা।

তার হাসিটি আনন্দ, পল্লবী ও উপস্থিত সবার কর্ণকূহরে ভাঙা কাচের টুকরার মতো আঘাত করল।

সবাই এই অহঙ্কারী নারী বনলতার দর্প দেখে মাথা নিচু করে বসে থাকল। কিন্তু পল্লবী এবার তার শিক্ষাদীক্ষার দর্প উচ্চারণ না করে বলতে লাগল, আমারও কিন্তু দেহবল্লরী অনস্বীকার্য বলে মানতে হবে। আমি যতই আমাকে আড়াল করতে চাই না কেন, আমার একটি দেহ আছে এবং সন্দেহ নেই সেটি নারী দেহ। এর মধ্যে কোমলতা, কাঠিন্য পাশাপাশি বসবাস করে। আমি নিজে সুন্দরী বলে দাবি করি না; কিন্তু পুরুষমাত্রই আমাকে কামনা করবে, যদি আমি আমার আচ্ছাদন উন্মুক্ত করে দাঁড়াই।

সবাই একবাক্যে এই কথার প্রতিবাদ করল। না, না, এখানে কোনো নগ্নতার প্রতিযোগিতায় সমবেত হইনি। আমরা দেখতে চাই আবৃত ও অমরিত অবস্থায় নারীকে কেমন দেখায় এবং এ মুহূর্তেই আমরা এক ঝলক দেখে নিয়েছি। আমরা পরিতৃপ্ত। আমরা সুন্দরের সাহসের কাছে লজ্জিত। আসলে এসব কোনো কিছুরই প্রকৃত কোনো মূল্য নেই; একমাত্র ভালোবাসা ছাড়া। এ সময় বনলতা চিৎকার করে বলে উঠল, আমার নামই জয়যুক্ত হলো। আমি বন্যতা এবং আমি সভ্যতার আশ্রয়দাত্রী। আমার কথার যথার্থ মূল্য আপনারা দেবেন না জানি; কিন্তু আমিও তো দেহধারিনী নারী এবং পুরুষের কামের কম্পন সৃষ্টিকারিনী মানবী।

www.pathagar.com

আমি আপনাদের একটু সতর্ক করার জন্য জানিয়ে রাখি যে আমি মানবী বটে, তবে আমার আরো একটি রূপ আছে, তার নাম দানবী। কেউ আমার ধ্বংসের শক্তি সম্বন্ধে অবহিত নয়। কিন্তু আমি প্রলয় নৃত্যে পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলতে পারি। যারা আমার দুর্নাম রটায়, তারা আমার সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পায়নি। আমি নাচতে জানি। আমি যখন নৃত্যের মুদ্রা তুলে ধরি তখন মানব, দানব, দেবগণ আমাকে কেবল দেখতে থাকে। আমি প্রদর্শিনী। আমার মধ্যে এত সব দ্রষ্টব্যে এবং লুকায়িত আবৃত কৌমার্য কুসুমের পাপড়ি মেলা আছে, যা দেখলে সবাই মূর্ছিত হয়ে পড়ে। আমি আমার আরেক নাম রেখেছি মূর্ছা। আমি যাকে ইশারায় ডাকি, সে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে মুখ ঘষতে থাকে। আমি তো ক্ষমাও বটে। আমি পুরুষের দোষত্রুটি ক্ষমা করে থাকি।

আমি শাস্তি দিই না, দণ্ড দিই না। ফলে আমার কাছে এলে অনেক বীরের মাথা একটু নিচু হয়ে থাকে। একমাত্র আমিই উচ্চতা। আর সবই ঈষৎ নিচু, অবনত। এ অবস্থাটি আমি আমার নারীত্বের গৌরব প্রচারের জন্য সৃষ্টি করে নিয়েছি। কে অস্বীকার করবে আমি পরম সুন্দরী এক কিশোরী নই? আমি পরম সুন্দরী এক যুবতীতে পরিবর্তিত হয়ে গেলে স্বর্গ মর্ত পাতালে এমন কেউ নেই যে আমাকে দেখবে না। আমার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না জগতের কোনো পুরুষ। আমি পৌরুষের জাগরণ গীতি। আমি পুরুষেরই প্রীতি এবং সমস্ত স্মৃতির উৎস। আমাকে ভুলে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমি চিরস্মরণীয়। চিররমণীয়। আমার সাথে কোনো কিছুর তুলনা করা অনুচিত। আমাকে কবিরা হাতজোড় করে বন্দনা করে। অবশ্য আমি এ জগতের সমস্ত কবিতাশক্তিকে আমার রূপ-লাবণ্য দেখানোর জন্য আহ্বান করে থাকি। আমি ডাক দিই, হাঁক দিই, আমার অসংখ্য নামের মধ্যে একটি নাম কোলাহল।

এসব কথা বলতে বলতে এক দুঃসাহসী নারীর শক্তি-সাহস সম্ভ্রম উপস্থিত হয়ে দারুণভাবে সবার মনে প্রভাব বিস্তার করল। সবাই মানতে বাধ্য হলো, বনলতা এক অপরূপ সুন্দরী, দুঃসাহসিনী, দর্পিতা নারী বটে।

সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো নারীদের তরঙ্গিত দেহের প্রতিযোগিতার কাছে পরাভূত হয়ে মাথা ঈষৎ নত করে থাকল। কিন্তু বনলতার দম্ভের জবাব না

www.pathagar.com

দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারল না পল্লবী। সে ক্রুদ্ধ নাগিনীর মতো ফণা তুলে উঠে দাঁড়াল। এত অপমান আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আমি কোনো মূর্খ নারী নই। আমার কিছু শিক্ষাদীক্ষা আছে। যদিও আমি কবি নই। কিন্তু আমার গদ্যশক্তি প্রবল। আমি কাহিনী বিন্যস্ত করতে পারি। লিখতে পারি। এ ধারা লেখা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তারা জানতেন। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, এই মূর্খ নারীকে প্রশ্রয় দিলে সে ক্রমাগত সবাইকে অশ্রদ্ধা ও অপমানের কালিমা মাখিয়ে দেবে। আমি প্রতিবাদ করি এবং একই সাথে সতর্ক করি। আমার সাথে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়ো না। যদি আমার কেশ তুমি আকর্ষণ করো তাহলে আমিও তোমার কেশপাশ ছিন্নভিন্ন করে তোমার পোশাক টেনে-ছিঁড়ে তোমাকে ভূলুণ্ঠিত করব। আমার গায়েও বল আছে। আমি তোমার বক্ষে পা রেখে দাঁড়াব। আমি বহু সহ্য করেছি। কিন্তু তোমাকে সহ্য করা মূর্খতাকে প্রশ্রয় দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি তোমাকে ছিন্নভিন্ন করব। এ অবস্থায় দুই নারী একে অন্যকে আঘাত করার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপতে লাগল। এ সময় দ্রুত আনন্দ এসে দু'জনকে দুই দিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। তোমরা এমন আচরণ করছো যে, আমার কাব্যের এবং সৃষ্টির আনন্দ ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। আসলে তোমরা নারীরা মানুষ নও। তোমাদের যতই আমরা মানবী বলে আহ্বান করি না কেন। প্রকৃতপক্ষে তোমরা হলে একটি স্বতন্ত্র জীব। তোমরা জগতের অভিশাপ। অথচ তোমাদের দেহে কামের বিদ্যুৎ। আমি তোমাদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছি। এখন আমাকে আর ঘাঁটিয়ো না। তাহলে আমি তোমাদের পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবো। আমার নারীর প্রয়োজন নেই।

কারণ এ পর্যন্ত আমি তোমাদের পর্যবেক্ষণ করে যা পেয়েছি তার নাম হিংস্রতা। তোমরা মূর্তিমান ষড়যন্ত্র এবং আগুনের দাহিকাশক্তি। কী লাভ তোমাদের বন্দনা করে? আমি ভালোবাসলে বৃক্ষ নিসর্গ প্রকৃতিকে বক্ষে আলিঙ্গন করব। কিন্তু কদাপি আর নারীদের নয়। তোমরা দূর হও আমার সামনে থেকে, অদৃশ্য হয়ে যাও– বলতে বলতে আনন্দ ক্রোধ প্রকাশ করে দ্বন্দ্বরত দুই নাগিনীকে যেন ঠেলে সরিয়ে দিলো।

www.pathagar.com

রাগে কাঁপছে দন্তনখ; লুকানোর চেষ্টা করলেও দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনীর নয়নে অগ্নিশিখা জ্বলতে লাগল। তবুও আপাতত আনন্দের তিরস্কারে তারা এক পা এক পা করে পিছিয়ে গিয়ে একে অপরের বিপরীত দিকে দৃষ্টিপাত করে বসে থাকল।

বনলতা এই ভয়াবহ সময়ের বহ্নিশিখাকে প্রশমিত করার জন্য বলতে বাধ্য হলো; দেখো– ভগ্নীগণ। আমি এই প্রতিযোগিতায় নেই। আমি তো আগেই বলেছি আমি যা হতে চলেছি; আমার কাছে নারীত্বের চেয়ে মাতৃত্ব অনেক অধিক স্থান দখল করে নিয়েছে। তোমরা পাগল হয়ে গেছো। একে অপরের বিনাশ কামনা করে লাভ নেই। কারণ কারো কথায় নারীত্বের বহ্নিশিখা নির্বাপিত হয় না। আমি জ্ঞানী নই, আমার শিক্ষাদীক্ষাও অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু আমিও তো তোমাদের মতোই একজন নারী। তবে আমার আশঙ্কা মাতৃত্ব। আমাকে মা মা বলে ডাকতে ডাকতে আমার দেহ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসবে সন্তান। এই আশা-ভরসায় আমি সব কিছু তুচ্ছজ্ঞান করি। আমিও বিজয়িনী হতে চাই এবং নিশ্চয়ই মাতৃত্বই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে।

বনলতার কথায় একধরনের গোপন দর্প ফেটে বেরোলো, কিন্তু কেউ কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করল না। তবে পেছন থেকে পল্লবী মৃদুশব্দে বলে উঠল, হিংসা-প্রতিহিংসার এসব কলঙ্ক নারীদের মাথায় চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ পেয়েছে আমাদের চেনা মহাপুরুষগণ। তারা সব ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে যেতে চান। যেন নারীমাত্রই নরক। অথচ নারী ছাড়াও কেউ চলতে পারছেন না। নারীকে আঘ্রাণ করলে পুরুষের মস্তিষ্ক শীতল হয়। নারী গোলাপ ফুলের মতো সুরভিত পাপড়ির ভেতর আনন্দ ও নেশা লুকিয়ে রয়েছে। নারী দেখলেই পুরুষ গোলাপ ফুলের মতো কাঁটার ঘা সহ্য করে তাকে বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নেয়। আঘ্রাণ করে। কিন্তু সুরভি ফুরানোর আগেই নারী গোলাপ পরিত্যক্ত হয়ে আবর্জনায় মিলে যায়। পুরুষমাত্রই তস্কর, চৌর্যবৃত্তি তাদের স্বভাব। চুরি করো, আঘ্রাণ করো; তারপর ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাও; এর নাম পুরুষ। কিন্তু নারীকে আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ কাঁটাযুক্ত গোলাপ হতে অনুভব করি। নারীকে পেতে হলে কাঁটার জ্বালাই সইতে হবে। একটা কথা আছে না–

কাটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে

www.pathagar.com

দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মোহীতে?

না, দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় না। কিন্তু পুরুষ নারীকে নারীর মর্যাদা না দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। পরিত্যাগ করে চলে যেতে চায়। পুরুষকে সব সময় মনে হয় পলাতক তস্করের মতো। সে শুধু লুণ্ঠন করে পালিয়ে যায়। নারীদেহ লুটপাটের সামগ্রী নয়– এ কথা আমি বুঝিয়ে দিতে চাই।

নারীকে প্রতিরোধ করতে হবে। পুরুষের লোভ-লালসাকে নিয়ে খেলতে হবে। কিছুতেই নারীকে পায়ে ঠেলে ফেলে পালানোর সুযোগ দেয়া হবে না। নারীকে প্রতিবাদ করতে শিখতে হবে এবং বলতে হবে– চোর চোর। লুটেরা পালিয়ে যাচ্ছে। ধরো ধরো। এ কথা বলে মহা-উত্তেজিত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ নাগিনীর মতো ফণা তুলে উঠে দাঁড়ায় পল্লবী। তার দু'চোখ থেকে যেন আগুন ছিটকে বেরোচ্ছে। তবে এই অবস্থার মধ্যেও পল্লবী যে সুন্দরী পরাক্রমশালী চুম্বকের মতো আকর্ষণীয় দেহবল্লরীর অধিকারী সেটা প্রকাশিত হলো। পল্লবী সন্দেহ নেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠ নারী। সুগন্ধি গোলাপ যেন বাগানে ফুটে আছে পাপড়ি মেলা কাঁটামুক্ত কুসুমের প্রস্ফুটিত রূপলাবণ্য। এই রূপ-মাধুর্য মাত্র পুরুষকে আকুল-ব্যাকুল ও বিহ্বল করে।

কিন্তু নারীদের পারস্পরিক হিংসাবিদ্বেষ ও কলহ এতটাই প্রবল থাকে যে, পুরুষ তস্করের দল এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে সব সময় শিকারির মতো অপেক্ষা করতে থাকে এবং তারা কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে সুযোগটা পেয়েও যায়। কাঁটার ঘা খেয়ে সে নারী গোলাপকে হাতের ছোঁয়ায় তছনছ করে এবং তার নারীত্ব লুণ্ঠন করে পালিয়ে যায়।

নারী পেছনে পড়ে থাকে, যদিও সে জানে চোর পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে নিশ্চুপ থাকে। বলে না ধরো ধরো। চোর পালাচ্ছে। এসব কথা নারীর মুখ দিয়ে বেরোয় না। সে শুধু দুটো অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে দেখে কিভাবে সে লুণ্ঠিত হয়ে গেছে। এটা হলো নারীর ইতিহাসের শেষ অধ্যায়। এই নিয়ে কাব্য করা চলে। কিন্তু নারীর ভেতর যে অন্তর্দাহ সে আগুন নেভানো যায় না। তবে নারীর গৌরব নারীই রক্ষা করে। সে পুরুষের দুই কাঁধে পা

www.pathagar.com

রেখে বসে থাকে। কোনো কথা বলে না। দর্প করে না, গর্বে তার মাথা উঁচু থাকলেও চোখ নত হয়ে থাকে। সে বিজয়ী হয়, অথচ বিজয়িনীর প্রাপ্য পুষ্পমাল্যটি গলায় পরে না। সে জয়ী হয়েও অশ্রুসজল থাকে। কাঁদে, উল্লাস করে না। এটাই তো এ পর্যন্ত নারীর ওপর লেখা সমস্ত ইতিহাসের সারমর্ম। পুরুষ সেই ইতিহাস জানে। সে নারীকে ভয় পায়; কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ করে না। নারীর অসুবিধা হলো, তার লজ্জা আছে। পুরুষের লজ্জাশরম কিছুই নেই। তার আছে সজ্জা। বিছানা। যেখানে সম্মোহিত নারীকে সে টেনে নিয়ে যায়।

তবে নারীর একটি অসাধারণ গুণ আছে, আর সেটা হলো প্রেম। নারী নারীত্বের কোমলতায় এই প্রেমকে অবারিত করে রাখে এবং পছন্দের পুরুষকে আকর্ষণ করে মোহাবিষ্ট করে এবং বশ মানিয়ে সেখানে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রেমে পড়লে পুরুষ বোকা হয়ে যায়, কিন্তু নারী প্রেমিকা হিসেবে অতিশয় চতুর, কৌশলী এবং নানা তুকতাক দিয়ে সে মন্ত্রমুগ্ধ করে। মন্ত্রমুগ্ধ পুরুষ সুচতুরা নারীর প্রেমে পড়ে সজোরে একটি চড় মারলেও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নারী হাসে। তার হাসির শব্দ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পুরুষ প্রেমে পড়লে হাসেও না, কাঁদেও না। যেন ফাঁদে পড়েছে পাখি। গানে আছে– ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে। আব্বাস উদ্দিন অত্যন্ত করুণকণ্ঠে এই গানটি গেয়ে এককালে বাংলাদেশের হৃদয়কে জয় করে নিয়েছিলেন।

সব প্রেমেরই ঘটনা থাকে। কিন্তু সেই ঘটনাকে কেউ ইতিহাসের মর্যাদা দেয় না। লোকে বলে প্রেমে অন্ধ হয়ে যাওয়া একটা অবস্থার কথা। যে অবস্থা এখন আনন্দের। সে কেবল দু'চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে এবং মুখে বিড়বিড় করে কাব্যের পঙ্‌ক্তিটি উচ্চারণ করে। তার মধ্যে প্রকৃত কবিতাশক্তি লুকায়িত আছে বলে সবারই মনে হতে থাকে। আনন্দ নিজের ওপর আস্থা হারায় না। সে কবিতাকে মনে হয় খানিকটা নিজের আয়ত্তে এনে তারই চর্চা করে এগিয়ে যাচ্ছে।

বনলতা মাঝে মাঝে বিনয় প্রকাশ করে সমঝোতার চেষ্টা করতে চায়। কারণ তার আছে গর্ভে সন্তান। এ জন্য তার মধ্যে নারীসুলভ হিংস্রতা

www.pathagar.com

খানিকটা চাপা পড়ে থাকে। তার বদলে তার ভেতরে মাতৃত্ব প্রবল হয়ে উঠেছে। যেখানে তার সন্তান আসছে। সেই সন্তানের জন্য যে ব্যাকুল-বিহ্বল হয়ে অপেক্ষা করছে। অন্য দিকে পল্লবী তার দেহবল্লরী সবার সামনে মেলে ধরার সুযোগ পেয়ে পুলকে, শিহরণে কাঁপছে। সব কিছুই মোটামুটি আনন্দঘন এক পরিবেশের জন্ম দিয়েছে।

অন্য দিকে এই কাহিনীর রচনাকারী এখন সমাপ্তিতে পৌঁছতে চায়। যদিও গায়ের জোরে সপাপ্তিতে পৌঁছা যায় না। তবে অবস্থা যেরকম আছে, সেভাবেই সমাপ্ত করার নামই হলো শেষ। তামাম শোধ।

শেষের আলয় এই কাহিনীর সমস্ত চরিত্রই উদগ্রীব এবং ঘটনার পারম্পর্য পরিসমাপ্তিতে না পৌঁছলেও এই কাহিনীর বর্ণনাকারী যেহেতু ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বলতে চান– আর কিছু নেই। এ কথাই এখন প্রাধান্য লাভ করেছে। শেষ মানে আর বলার-চলার কোনো পথ অবশিষ্ট নেই। এখানেই তবে শেষ হোক। সমস্ত চরিত্রের অন্তর্জ্বালা ও স্বপ্নকল্পনা।

www.pathagar.com

ছড়া, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের বই মিলিয়ে আল মাহমুদের বইয়ের সংখ্যা চল্লিশের কাছাকাছি। তিনি তার সাহিত্যকৃতির জন্য পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার একুশে পদক (১৯৮৬), ফিলিপ্‌স সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৫), শিশু একাডেমী (অগ্রণী ব্যাংক) পুরস্কার (১৯৮১), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯০), সুফী মোতাহের হোসেন স্বর্ণপদক (১৯৭৬), হুমায়ুন কাদির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮৪)। এ ছাড়াও তিনি অনেকগুলো জাতীয় সম্মাননায়ে ভূষিত হয়েছেন।

সৈয়দ নাদিরা বেগম কবির সহধর্মিণী। তাদের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা।

কবির সখ বই পড়া ও ভ্রমণ।

www.pathagar.com

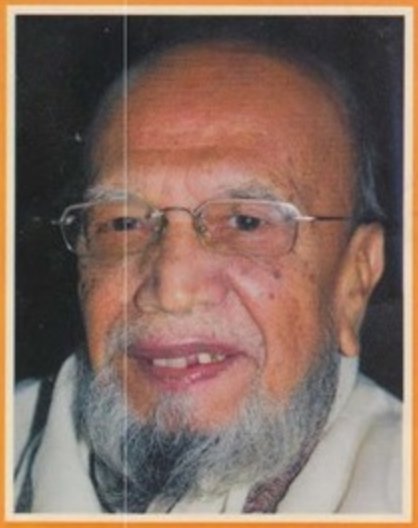

আল মাহমুদ ১১ই জুলাই ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মৌড়াইল গ্রামের মুলাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার অন্তর্গত জগৎপুর গাঁয়ের সাধনা হাই স্কুল এবং পরে সীতাকুণ্ড হাই স্কুলে পড়াশোনা করেন। আল মাহমুদ মাত্র দু'টি কাব্যগ্রন্থ 'লোক লোকান্তর' ও 'কালের কলস'-এর জন্য ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে আল মাহমুদ সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে 'গণকণ্ঠ' নামক একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এরপর তিনি গ্রেফতার হন। তাঁর আটকাবস্থায় 'গণকণ্ঠ' সরকার বন্ধ করে দেয়। আল মাহমুদ ১৯৭৫ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সহ-পরিচালক পদে যোগদান করেন। পরে ঐ বিভাগের পরিচালকরূপে ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে তিনি অবসর নেন। আল মাহমুদ বেশ কয়েকটি পত্রিকা ও সাময়িকী সম্পাদনা করেছেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com